স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মসূচিতে
নারী, জেন্ডার এবং অধিকার প্রসঙ্গ

Vol.20 No. 1 2014 (Translated 2014)
issn 1394-4444

পরিবর্তনের জন্য

arrow

নারীর যৌন ও প্রজনন
অধিকারের সমর্থনে

দারিদ্র্য, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার-এর সংযোগ সাধন

সম্পাদকীয় ২-৬
বিভাজনে সেতুবন্ধন : দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার-এর সংযোগ সাধন

বিশেষ নিবন্ধ ৭-৯
২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন আলোচনায় দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার : পরিপ্রেক্ষিত ফিলিপাইন

৯-১০
পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও অবিভাজ্যতা : পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার এবং নারীর যৌন ও প্রজনন অধিকার

১০-১৩
যা প্রয়োজন : দারিদ্র্য মোকাবেলা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন অভিগম্যতা

১৩-১৫
দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার রক্ষায় আন্তঃআন্দোলন জোটকে শক্তিশালীকরণ

দক্ষিণ-বিশ্বের ভাষ্য ১৬-১৮
পরিবর্তনের সাহস : নানু ঘাটানির সাথে সংলাপ

দেশীয় ও আঞ্চলিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ১৯-২৩

ARROW-র এসআরএইচআর বিষয়ক জ্ঞান সহভাগিতা কেন্দ্রের তথ্যভাণ্ডার ২৪-২৮

অন্যান্য তথ্য উপকরণ ২৮-৩১

সংজ্ঞার্থ ৩১-৩২

তথ্য ফাইল ৩৩-৩৫
দক্ষিণ-এশিয়ার খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার নীতিমালার চিত্র : তারা কি এতে জেন্ডার এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে?

সম্পাদনা ও প্রকাশনা টিম ৩৬

প্রকাশনায়
The Asia-Pacific Resource & Research Center for Women

অনুবাদ অংশীদার
BNPS

অর্থ সহায়তায়
the David & Lucile Packard FOUNDATION

বিভাজনে সেতুবন্ধন :

দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার-এর সংযোগ সাধন

উন্নয়ন আলোচনায় দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) অনেক দিন ধরেই অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে আলোচনাগুলো ছিল খণ্ডিত এবং এই তিনটি বিষয়কে একীভূত করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা ছিল ন্যূনতম। উপরন্তু, দারিদ্র্য এবং খাদ্য নিরাপত্তা-বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনাসমূহ নারীর কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে অবহেলা করে জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি মূলত অসংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছে।

মানবাধিকারকে মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে এই তিনটি বিষয়ের পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্কের সম্যক উপলব্ধি মানবোন্নয়নের সকল স্তরেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে; হোক সে সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্থায়িত্বশীল পরিবেশ অথবা শান্তি ও নিরাপত্তা।

বহু উপায়েই এই তিনটি ধারণার পারস্পরিক সংযোগের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করা যায়, তবে এই বুলেটিনের সীমিত পরিসরে সেই সম্যক ব্যাখ্যা বা সমীক্ষা সম্ভব না-ও হতে পারে। অবশ্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীসমাজকে উন্নয়ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিবেচনা করলে এ বিষয়ে গভীরতর উপলব্ধি হতে পারে। একটি জেন্ডারভিত্তিক এবং অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যহীনতা ও কল্যাণের সাথে এই বিষয়গুলোর আন্তঃসংযোগ দেখায়।

দারিদ্র্য এবং এসআরএইচআর-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন : দারিদ্র্যকে প্রায়ই নিম্ন আয়ের সংকীর্ণ অর্থে বোঝা হয়, যা প্রভাবিত করে দারিদ্র্য কমানোর নীতি, কর্মসূচি ও পরিমাপকে; ফলে এটি একমাত্র আয়বৃদ্ধির ওপরে জোর দেয় এবং এটি পরিমাপ করা হয় গড় উন্নয়ন উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি ও 'দারিদ্র্য রেখা আয়'-এর বিবেচনায়।[১] অনেক বিশেষজ্ঞের[২] মতে জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানের কারণে দারিদ্র্যের উৎপত্তি, সুতরাং দারিদ্র্যের পরিমাপ আর এর মোকাবেলা করতেও প্রয়োজন একটি বহুমাত্রিক উপায় ও কর্মপদ্ধতি। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (Multidimensional Poverty Index-MPI) ব্যবহার করে আমরা কেবল ব্যক্তির আয় আর ভোগ পরিমাপের বাইরে গিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর জীবনযাপনের মানসম্পর্কিত বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩[৩] অনুযায়ী, ১.৫৬ বিলিয়ন মানুষ (১০৪টি দেশ বিবেচনা করে) বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে; যার মধ্যে দৈনিক ১.২৫ মার্কিন ডলার আয় করা জনগণের সংখ্যা ১.১৪ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বের এই বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার মানুষের ৫১ শতাংশ বাস করে দক্ষিণ-এশিয়ায়। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক ব্যবহার করে বলা যায় যে, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই এই বিশাল দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা শিক্ষা, উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা, লাভজনক আয়, ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। অন্য অনেক প্রকার স্বাধীনতা থেকেও এরা বঞ্চিত; যেমন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, ইত্যাদি।

দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্ক বিষয়টি ইতোমধ্যে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত। দারিদ্র্য দুর্বল স্বাস্থ্য ও নিম্ন জীবনমানের কারণ এবং একই সঙ্গে ফলাফল।

'দরিদ্র জনগণ অসুস্থও হয় তুলনামূলকভাবে বেশি, আবার তাদের জন্যই উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়তা পাওয়া দুরূহ,

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১] আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী দারিদ্র্যসীমা দৈনিক ১ মার্কিন ডলারে নির্ধারিত ছিল, পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ক্রয়ক্ষমতার তুলনা করে ২০০৫ সালে বিশ্ব ব্যাংক তা বাড়িয়ে দৈনিক ১.২৫ মার্কিন ডলারে নির্ধারণ করে। কিন্তু এই সীমার ওপরে প্রান্তিকভাবে অবস্থানকারী জনগণ দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত না হওয়ায় এ বিষয়টি বিতর্কিত রয়ে গেছে।

[২] Sen, A. (1999).Development as freedom. Barcelona and Oxford: Oxford University Press; Chambers, R.(2005). Participation, pluralism and perceptions of poverty. Paper for the International Conference on Multidimensional Poverty: Brasilia August 29-31 2005); the World Bank. (2000). World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty; among others.

[৩] United Nations Development Programme (UNDP). (2013). Human Development Report 2013. The rise of the South: Human progress in a diverse world. New York: UNDP. প্রাপ্তিসূত্র : http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf

যার কারণ প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা।'[৪] নারীদের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি প্রযোজ্য, যেহেতু তাদের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করার আর্থিক সক্ষমতা কম, যেহেতু তারা লৈঙ্গিক বিভেদের শিকার, যেহেতু যত্ন বা সেবার বোঝাটিও তাদের ওপরেই ন্যস্ত, যেহেতু তাদের সামাজিকতা রক্ষার কাজগুলোকেও নিচু দৃষ্টিতে দেখা হয়। আর এসব কারণেই তাদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাটিও অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। যেমন ধরা যাক, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মা ও শিশুর বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জরুরি প্রসূতি বা ধাত্রীসেবা পাওয়ার সংকটের পেছনেও কারণ হিসেবে রয়েছে নগদ ব্যয়ের অক্ষমতা।

স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়াও নারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নমানের ঘরে বসবাস করে, ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে, সঙ্গী বা অন্যদের দ্বারাও সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। আর এসব কিছুর ফলাফল গিয়ে দাঁড়ায় স্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং সাধারণ সুস্থতার নিম্নমান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দরিদ্র মানুষের বাসস্থানে মানসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন-ব্যবস্থার অভাব থাকে, অভাব থাকে পরিষ্কার পায়খানা আর পানির; আর এর ফলে স্বাস্থ্যকর উপায়ে ঋতুস্রাব ব্যবস্থাপনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এতে তারা আক্রান্ত হয় মূত্রনালির সংক্রমণ (ইউটিআই) ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ (আরটিআই)-এ। মূত্রনালির সংক্রমণ ছাড়াও পানির অভাব মেয়েদের কনডম ও ডায়াফ্রাম-এর মতো জন্মনিরোধক পদ্ধতিগুলোর ব্যবহারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।[৫]

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো প্রাপ্তির সুযোগও অত্যন্ত সীমিত। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে ও গ্রাম এলাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা থেকে এবং নারীর ওপর জন্মনিয়ন্ত্রণের গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়। দরিদ্র নারীরাই অধিক হারে অনিচ্ছাকৃত, ঘন ঘন ও বহু গর্ভধারণের শিকার হয়ে থাকে। জন্মনিরোধকের সুবিধা-বঞ্চিত হওয়ার ফলাফল হিসেবে আসে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত, যা মৃত্যু বা আজীবন দৈহিক-বৈকল্য বা অক্ষমতা বয়ে নিয়ে আসতে পারে। এমনটি সেসব জায়গায় আরো বেশি ঘটে, যেখানে নিরাপদ গর্ভপাতের সুবিধা নেওয়ার ব্যাপারটি নানা কারণে ও নানা উপায়ে বাধাগ্রস্ত।

কিশোরী বা বাল্যবিবাহ হচ্ছে দারিদ্র্যের আরেকটি ফলাফল।[৬] মূলত কন্যাসন্তানকে আর্থিক বোঝা হিসেবে দেখা হয় বলেই দরিদ্র পরিবারগুলোতে, বিশেষ করে দক্ষিণ-এশিয়ায়, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে দেওয়া হয়। আবার এই বাল্যবিবাহ জন্ম দেয় আরেকটি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। কারণ, এই মেয়েরা শিক্ষাবঞ্চিত হয়ে পড়ায় আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়ে। শুধু তাই না, বাল্যবিবাহের কারণেই অপ্রাপ্তবয়স্ক এই মেয়েরা তাদের শারীরিক প্রস্তুতির আগেই যৌন অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয় ও গর্ভবতী হয়ে পড়ে; হয়ে পড়ে এইচআইভি, এইডসসহ নানা সমস্যার শিকার, আর সেই সাথে নানা নির্যাতনেরও। আর দাবি আদায়ের সুবিধাজনক অবস্থান না থাকায় খাদ্য ও পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা থেকেও এরা হয় বঞ্চিত।

দারিদ্র্য এবং খাদ্য (অ)নিরাপত্তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন : খাদ্য নিরাপত্তার চারটি ভিত্তি হলো প্রাপ্যতা, সুযোগ, ব্যবহার এবং স্থায়িত্ব (পৃষ্ঠা ৩২-এ সংজ্ঞার্থ বিভাগটি দেখুন)। অর্থাৎ সব মানুষের সব সময় তাদের সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ও পছন্দ অনুযায়ী পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার বস্তুগত ও অর্থনৈতিক অভিগম্যতা রয়েছে।[৭]

দারিদ্র্য ও খাদ্য (অ)নিরাপত্তার মধ্যে সংযোগটি সরাসরিও বটে। একজন দরিদ্র মানুষের পক্ষে খাদ্যসুবিধা অর্জন করা দুরূহ, বিশেষ করে তা যখন ক্রয় করতে হয়। এমনকি খাদ্যশস্য চাষ করলে বা ফলালেও বিষয়টি তেমনই থেকে যায়, কারণ খাদ্যগুলো বাজারে বিক্রি করে দিতে হয় বলে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক খাদ্য ও পুষ্টির অনিশ্চয়তায় ভোগে।

'এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে কৃষিখাতে করপোরেট বাণিজ্যিকীকরণের কারণে, যার ফলে কৃষকরা করপোরেটের কাছে হারাচ্ছে তাদের জমি, বীজের ওপর কমে যাচ্ছে তাদের নিয়ন্ত্রণ, আর বাধ্য হচ্ছে এক-ফসল চাষে, সেই সাথে বাধ্য হচ্ছে খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে সরে এসে লাভজনক শস্য উৎপাদনে। উন্নত বিশ্বের নিম্নমানের ও ভরতুকি দেওয়া খাদ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়াও গ্রামীণ কৃষকদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নারী কৃষক (যাদের কৃষক বলে আদতে গণ্যও করা হয় না) এর ফলাফলের চরম ভুক্তভোগী; কারণ কৃষিপণ্য উৎপাদন করার মতো প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো তাদের কাছে সহজলভ্য নয় এবং প্রজনন ও সেবাকাজের অতিরিক্ত বোঝা বহন করার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হয়।

খাদ্য-নিরাপত্তা পুষ্টি-নিরাপত্তার নিয়ামক। নানাবিধ কারণে একজন খাদ্য নিরাপত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিও পর্যাপ্ত ক্যালোরি ও উপযুক্ত পুষ্টিগুণ-সম্পন্ন খাবার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকার সময়েও ৮৭০ মিলিয়ন মানুষ, অর্থাৎ প্রতি আটজনে একজন, অনিরাময়যোগ্য পুষ্টিহীনতায় ভোগে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

[৪] CSDH. (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva:World Health Organisation. প্রাপ্তিসূত্র : www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf

[৫] Ravindran, T.K.S. & Nair M.R. (2012). Poverty and its impact on sexual and reproductive health and rights of women and young people in the Asia-Pacific Region. In Action for sexual and reproductive health and rights: Strategies for the Asia-Pacific beyond ICPD and the MDGs. Kuala Lumpur:Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW). প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/uploads/Thematic_Papers_Beyond_ICPD_&_the_MDGs.pdf

[৬] Khanna, T., Verma, R. &Weiss, E. (2013). Child marriage in South Asia: Realities, responses and the way forward.Washington DC: International Center for Research on Women (ICRW). প্রাপ্তিসূত্র : www.icrw.org/files/publications/Child_marriage_paper%20in%20South%20Asia.2013.pdf

[৭] UN Food and Agriculture Organisation. (1996). Rome Declaration on Food Security and World Food Summit Plan of Action and World Food Summit Plan. প্রাপ্তিসূত্র: www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm

এই জনসংখ্যার মধ্যে ৫৬৩ মিলিয়ন ক্ষুধার্ত মানুষই এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের।[৮]

খাদ্য স্বনির্ভরতা খাদ্য (অ)নিরাপত্তা এবং এসআরএইচআর-এর মধ্যকার সংযোগ : খাদ্য সার্বভৌমত্বের (পৃষ্ঠা ৩১-এ সংজ্ঞার্থ বিভাগটি দেখুন) ধারণাটি বিশ বছর ধরে প্রচলিত থাকলেও খাদ্য ও কৃষিতে নয়াউদারীকরণ নীতির নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠার কারণে ইদানীং এই ধারণাটি একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। ধারণাটি খাদ্য নিরাপত্তার একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত এবং সর্বজনীন খাদ্য নিরাপত্তা অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য নিরাপত্তার সাথে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্যের সম্পর্কের বিষয়টি স্বল্প পরীক্ষিত আর এর সাথে দারিদ্র্যের সম্পর্ক নিরীক্ষা আরো কষ্টসাধ্য। খাদ্যে অভিগম্যতা আমাদের পুষ্টি যোগায়। ফলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পূর্ণ উপভোগ করতে সহায়তা করে, যা আমাদের অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের স্বাভাবিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য আমরা পেতে এবং খেতে সক্ষম হব কেবল যদি কী উৎপাদিত হচ্ছে, কীভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং সেগুলো উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। যদি বৈশ্বিক খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ন্ত্রণ কমে যায় তবে আমরা কী খাব তার ওপরও আমাদের নিয়ন্ত্রণ কমে যাবে।

পুষ্টিহীনতা ও পুষ্টিস্বল্পতা (পৃষ্ঠা ৩২-এ সংজ্ঞার্থ বিভাগটি দেখুন) ভগ্নস্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ক্ষুদ্র পুষ্টি উপাদানের স্বল্পতা সরাসরিভাবেই মানসিক এবং বোধগত বৃদ্ধি ও কার্যক্রম ব্যাহত করে। পুষ্টিস্বল্পতা থেকে রক্তশূন্যতা, কৃশতা, খর্বকায় হয়ে যাওয়া— এসব হয়। সারা বিশ্বের সব গর্ভবতী নারীর অর্ধেকই লৌহঘাটতি-জনিত রক্তশূন্যতায় ভোগে, আর বারবার গর্ভবতী হওয়ায় শারীরিক শক্তি নিঃশেষিত হয়ে অবস্থাকে আরো প্রকট করে তোলে। জন্মদানের সময় রক্তক্ষয় বা রক্তপাত ঘটে থাকলে তারা মৃত্যুঝুঁকিরও মুখোমুখি হয় অথবা দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা অনুর্বরতার (সন্তান জন্ম না দিতে পারা) জন্যও দায়ী, যদিও এর প্রক্রিয়াটি অস্পষ্ট হলেও এটুকু স্পষ্ট যে সার্বিক সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টিস্তর শুক্রাণু ও ডিম্বাণু তৈরিতে ভূমিকা রাখে। বন্ধ্যাত্বের সাথে খাদ্যাভ্যাসজনিত রোগের (ক্ষুধামান্দ্য, অতিআহার) সম্পর্ক প্রমাণিত, যার নেতিবাচক প্রভাব কৈশোরেই পরিলক্ষিত হয় বেশি, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। এইচআইভি ও এইডস (PLHIV) আক্রান্ত মানুষের পুষ্টিগত অবস্থান খুব সংকটাপন্ন থাকে, কারণ তাদের বাঁচতে হয় একটা সংকটাপন্ন রোগ-প্রতিরোধ

পুষ্টিস্বল্পতা থেকে রক্তশূন্যতা, কৃশতা, খর্বকায় হয়ে যাওয়া—এসব হয়। সারা বিশ্বের সব গর্ভবতী নারীর অর্ধেকই আয়রনসংকট-জনিত রক্তশূন্যতায় ভোগে, আর বারবার গর্ভবতী হওয়ায় শারীরিক সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে অবস্থাকে আরো প্রকট করে তোলে। জন্মদানের সময় রক্তক্ষয় বা রক্তপাত ঘটে থাকলে তারা মৃত্যুঝুঁকিরও মুখোমুখি হয় অথবা দীর্ঘমেয়াদি জটিলতার শিকার হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সন্তানজন্ম-পরবর্তী রক্তপাত মাতৃমৃত্যুর একটি সাধারণ ও প্রধান কারণ।

ব্যবস্থা নিয়ে; আর তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অন্ত্র প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান শুষে নিতে তুলনামূলকভাবে কম সক্ষম থাকে।

অন্যদিকে, পুষ্টিকর খাবারের অভাব এবং এক ধরনের খাদ্যাভ্যাস স্থূলতা (ওবেসিটি)-র মতো একটি রোগেরও কারণ হতে পারে। সর্বব্যাপী আগ্রাসী বিজ্ঞাপন আর বিপণনের প্রভাবে আমরা সস্তা ও অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতিও ঝুঁকে পড়ি। এ খাবারগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চর্বিযুক্ত ও শর্করাসমৃদ্ধ হয়ে থাকে; আর এসব খাদ্য অতিরিক্ত গ্রহণের ফল হিসেবে দেখা দেয় স্থূলতা আর বহুমূত্র ও উচ্চরক্তচাপজনিত অসংক্রামক রোগব্যাধি (non-communicable diseases-NCDs)। মেয়েদের বহুমূত্র (ডায়াবেটিস), বিশেষ করে গর্ভকালে, জটিল রকমের ফলাফল বয়ে আনে। পুষ্টিহীনতার শিকার গর্ভবতী নারীর জরায়ুর ভেতরে ভ্রূণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (foetus with intra-uterine growth restriction-IUGR) জন্ম হতে পারে, যেটা তাদের পরিণত বয়সে আরো উচ্চরক্তচাপজনিত অসংক্রামক রোগব্যাধির দিকে ঠেলে দিয়ে ক্রমশ জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশকে ক্ষুধা ও স্থূলতার দ্বৈত সংকটের মোকাবেলা করতে হয়।

অপুষ্টি যৌনস্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে; যেমন, নারী ও পুরুষের যৌন অক্ষমতা, যৌন চাহিদার অভাব, বেদনাদায়ক যৌনমিলন এবং অন্যান্য।

তথ্যসূত্র ও টীকা

[৮] UN Food and Agriculture Organisation, the International Fund for Agricultural Development and the World Food Programme. (2012). State of Food Insecurity in the World 2012. Economic growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition.Rome: FAO. প্রাপ্তিসূত্র : www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e.pdf

অপুষ্টি ক্লান্তি, অসুস্থতা, এবং পরবর্তী পর্যায়ে একটি সুস্থ যৌনজীবনে অক্ষমতার দিকে ঠেলে দিতে পারে।[৯]

আমাদের খাবারে কীটনাশক একটি স্থায়ী জৈবদূষণকারী হিসেবে বিদ্যমান। কীটনাশকের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সংশ্রব কেবল খাদ্য উৎপাদনকারীর নয়, যারা এসব কীটনাশক ব্যবহৃত খাদ্য গ্রহণ করে তাদের জন্যও ক্ষতিকর। কীটনাশকের ব্যবহার শুধু স্তন ক্যানসারের ঝুঁকিই বাড়ায় না, বুকের দুধেও এই ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ থেকে যায়। কৃষিক্ষেত্রে কর্মজীবী নারীরা কীটনাশক ও আগাছানাশকের সংশ্রবে আসে বলে তাদের গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্ব, ক্যানসার এবং প্রতিবন্ধী শিশুজন্মের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়[১০]।[১১] সরাসরি কীটনাশকের সংশ্রবে না এলেও কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব বংশপরম্পরায় ক্ষতি সাধন করতে পারে।

জেন্ডার এবং অন্যান্য বিষয়ের আন্তঃসম্পর্ক : পর্যাপ্ত পুষ্টি ও খাদ্য অভিগম্যতার ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বিভেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই বৈষম্যের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় পারিবারিক স্তরে খাদ্য বণ্টন ও খাদ্য গ্রহণের প্রচলিত সংস্কৃতি থেকেই। যেমন, দক্ষিণ-এশিয়ার বেশির ভাগ অঞ্চলেই খাওয়া-দাওয়ার একটি প্রচলন আছে, যেখানে বাড়ির কর্তাস্থানীয় পুরুষেরা সবার আগে খেয়ে থাকেন, তারপর আসে কম বয়সের পুরুষ ও ছেলেরা এবং সব শেষে নারী ও মেয়েরা। অর্থাৎ, বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারে খাবারের উৎকৃষ্টতম অংশটুকু গ্রহণ করে পুরুষ, আর সবচাইতে কম আর নিকৃষ্টতম অংশটুকু গ্রহণ করে নারী। এ কারণেই দক্ষিণ-এশিয়ায় বালিকা ও নারীদের মধ্যে ক্ষুধা ও অপুষ্টির হার বালক ও পুরুষের চেয়ে বেশি।

উন্নয়ন-আলোচনা থেকে ধারাবাহিক ও একপ্রকার নিয়মতান্ত্রিকভাবেই যৌনতার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে রাখা হয়েছে। যদি দারিদ্র্যকে স্বাধীনতার অভাব বা স্বাধীনতা বর্জন হিসেবে দেখা হয়, তাহলেই দারিদ্র্যের নেতিবাচক প্রভাবের সাথে যৌনতার নিবিড় সম্পর্কের দিকটি যে কেউ দেখতে পাবেন (দেখুন : 'Chamber's model of web of poverty's disadvantages')[১২]। নিজ শরীরের ওপর নিজের অধিকার, সম্পদ এবং সেবার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তারা কে?– এই পরিচয়ের ভিত্তিতে বহু নারী, যৌন সংখ্যলঘু গ্রুপ বা সমাজ এবং যৌনকর্মী তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এটি তাদের পর্যাপ্ত খাদ্যসুবিধা-প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত করে। উদাহরণ, ভারতে বিভিন্ন সরকারি বিতরণকেন্দ্র থেকে ভরতুকিমূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। এই সুবিধা পেতে গ্রহীতার প্রয়োজন হয় একটি পরিচয়পত্রের। আর বহু দরিদ্র নারী ও যৌন সংখ্যালঘুর পক্ষে এই পরিচয়পত্র পাওয়া দুষ্কর বা অসম্ভব। আবার শুধু পুরুষদেরই পরিবারের প্রধান হিসেবে গণ্য করার ফলে অবিবাহিত, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, অল্পবয়স্ক ও অতি বৃদ্ধ নারীরা পারিবারিক রেশন কার্ড পদ্ধতির ভরতুকি সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধা দূরীকরণ এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যৌনতাকে গুরুত্ব না দেওয়া নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্যসহ দারিদ্র্য, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য— এগুলোর মধ্যকার সম্পর্কটা দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যেমন বিকলাঙ্গ, যৌন সংখ্যালঘু;[১৩] বাস্তুচ্যুত ও অভিবাসী জনগোষ্ঠী এবং দুর্যোগ, যুদ্ধ ও জটিল জরুরি পরিস্থিতি কবলিত মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। কর্মসংস্থানের সুযোগ বঞ্চিত হয়ে পড়ার ফলে তারা স্থায়ী ও পর্যাপ্ত খাদ্য এবং স্বাস্থ্যসেবা থেকেও বঞ্চিত হয়ে পড়ে। বিপরীতভাবে, স্বাস্থ্যহীনতার ফলে জীবিকার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী ও লাভজনক সুযোগ বা উপায় খুঁজে পাওয়াও তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়।

সর্বজনীন মানবাধিকার এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির প্রতি সরকারকে দায়বদ্ধ করা : বিশ্ব নাগরিক হিসেবে জেন্ডার, বয়স, জাতি বা জাতিগোষ্ঠী নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে সম্মানজনক জীবনমানের, সুস্বাস্থ্যের, পর্যাপ্ত খাবার ও নিরাপদ পানীয় জলের, আশ্রয়ের, শিক্ষার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের, নিরাপত্তা ও অন্যান্য অধিকারের। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত এই অধিকারসমূহ পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, স্বাধীন ও অবিভাজ্য; অতএব একটি অধিকার লঙ্ঘনের তাৎপর্য অন্য অধিকারগুলো লঙ্ঘনের সমান। খাদ্য অধিকারের (পৃষ্ঠা ৩১-এ সংজ্ঞার্থ বিভাগটি দেখুন) বিষয়টি ১৯৯৯ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-CESCR)

খাদ্য-অধিকার আদায়ে আমাদের সংগ্রামের কারণে যাতে আমাদের নিজের শরীরের ওপর নিজের অধিকার, ব্যক্তিগত ভোগ, মালিকানা এবং সম্পদ নিয়ন্ত্রণের অধিকার হারিয়ে ফেলতে না হয়। এই বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে না দেখে বরং তাদের পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারা প্রয়োজন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মানবাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা দরকার।

তথ্যসূত্র ও টীকা

[৯] ARROW & World Diabetes Foundation (WDF). (2012). Diabetes: A missing link to achieving sexual and reproductive health in the Asia-Pacific region. Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) & Copenhagen: World Diabetes Foundation. প্রাপ্তিসূত্র : www.worlddiabetesfoundation.org/sites/default/files/Arrow_DiabetesAMissingLinktoSRH.pdf

[১০] Danguilan, M. (2012). Food for thought: Why millions go hungry in the midst of plenty. আঞ্চলিক সম্মেলনের প্রসিডিংস: Beyond ICPD and the MDGs: NGOs Strategising for Sexual and Reproductive Health and Rights in the Asia-Pacific Region and Opportunities for NGOs at National, Regional, and International Levels in the Asia-Pacific Region in the Lead-up to 2014:NGO-UNFPA Dialogue for Strategic Engagement. Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW). প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/APNGOs/Proceedings%20Report_Final.pdf

[১১] Tholkappian, C. & Rajendran, S. (2011). Pesticide application and its adverse impact on health: Evidences from Kerala. International Journal of Science and Technology, August 2011, বিভাগটি 1(2): 56-59pp. প্রাপ্তিসূত্র : www.ejournalofsciences.org

[১২] Jolly, S. (2010). Poverty and sexuality: What are the connections? Sweden: Swedish International Development Agency (Sida). প্রাপ্তিসূত্র : www.sxpolitics.org/wp-content/uploads/2011/05/sida-study-of-poverty-and-sexuality1.pdf

[১৩] Hawkins, K. et al. (2014). Sexuality and poverty synthesis report. IDS Evidence Report 53. Brighton: Institute of Development Studies. প্রাপ্তিসূত্র : http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/3525/ER53.pdf?sequence=1

দ্বারা পুনরায় অনুমোদন লাভ করে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরকারসমূহ শুধু আদর্শগতভাবেই না, আইনগতভাবেও প্রত্যেক নাগরিকের পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে বাধ্য।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিপিডি) (International Conference on Population and Development-ICPD) এবং এর কার্যসূচিতে এসআরএইচআর-এর স্বীকৃতি প্রদান জনসংখ্যা ও উন্নয়নে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহও এ অধিকারগুলো রক্ষায় আদর্শগত, নীতিগত এবং কিছু ক্ষেত্রে আইনগতভাবে বাধ্য। এসব অধিকার রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা করপোরেশন ও সরকারের মধ্যে একটি সম্পর্কের ইঙ্গিত বহনকারী, যেখানে সরকারের নীতিগুলো প্রায়ই করপোরেট স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়।

রাষ্ট্র তার নাগরিকের মর্যাদা রক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ছাড়াও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যার প্রতিজ্ঞাগুলো হলো অতিদারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ; জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন; মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন; এইচআইভি ও এইডস এবং ম্যালেরিয়ার প্রশমন ও অন্যান্য বিষয়। যতই আমরা আইসিপিডি পিওএ (২০১৪) এবং এমডিজি (২০১৫)-এর সময়সীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ততই আমাদের অধিকতরভাবে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণগুলো নিয়ে ভাবতে হবে, আর সেই সাথে ভুলগুলো সংশোধন করে ২০১৫-পরবর্তী সময়ের জন্য উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

আমাদের কী করণীয়? পরিবর্তনের জন্য ARROW বুলেটিনের এই সংখ্যার লক্ষ্য শুধু বিশ্বনাগরিক হিসেবে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর আলোকপাত করাই নয়, সেই সাথে অধিকার অ্যাজেন্ডা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া। খাদ্য-অধিকার আদায়ে আমাদের সংগ্রামের কারণে যাতে আমাদের নিজেদের শরীরের ওপর নিজেদের অধিকার, ব্যক্তিগত ভোগ, মালিকানা এবং সম্পদ নিয়ন্ত্রণের অধিকার হারিয়ে ফেলতে না হয়। এই বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে না দেখে বরং তাদের পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারা প্রয়োজন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মানবাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা দরকার।

> নিজ শরীরের ওপর নিজের অধিকার, সম্পদ এবং সেবার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু যৌনতার পরিচয়ের কারণেই বহু নারী, যৌন সংখ্যলঘু গ্রুপ বা সমাজ এবং যৌনকর্মী তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এটি তাদের পর্যাপ্ত খাদ্যসুবিধা-প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত করে।

আমাদের সরকারগুলোর প্রয়োজন তাদের নাগরিকদের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হওয়া। দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণে বর্তমান নীতিমালা ও কর্মসূচিসমূহে জেন্ডার সাম্য ও সুবিচার আদায়, সর্বজনীন স্বাস্থ্যে প্রবেশাধিকার (যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্যসহ), শিক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতি ও অন্যান্য দিকগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। উপরন্তু, উন্নয়নের বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের নতুন অ্যাজেন্ডার চারটি স্তম্ভের মধ্যে সকল মানুষ এবং সকলের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারের ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। অবশেষে, দৃঢ় সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে সকল বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের মধ্যে সেতু নির্মাণে আমাদের হতে হবে বদ্ধপরিকর।

ড. নারিমাহ আউইন (Narimah Awin)
স্বাধীন গবেষক ও পরামর্শক Email: narimahawin@yahoo.com

২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন আলোচনায় দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার

পরিপ্রেক্ষিত ফিলিপাইন

ছত্রিশ বছরের গিনা অনেকগুলো কাজ করেন, যার মধ্যে আছে ধোপাগিরি, পাথর ও বালি আনা-নেওয়া করা, ফলমূল বিক্রি করা। আর এসব মিলিয়ে তিনি মাসে আনুমানিক ৩ হাজার পেসো (৭০ আমেরিকান ডলার) আয় করেন। তার স্বামী একজন মৌসুমী কৃষিশ্রমিক। কিন্তু তার আয় গিনির চেয়েও কম। কারণ তাদের এলাকার খামারের উৎপাদন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তাদের পাঁচ-পাঁচটি সন্তান, যাদের বয়স যথাক্রমে চার, পাঁচ, সাত, নয় এবং পনেরো। দুজনের আয়ও তাদের সবার পেটপুরে তিনবেলা খাবার জন্য যথেষ্ট নয়। নাস্তা হিসেবে তারা খান কফি-চিনি-ক্রিম মেশানো এক প্যাকেট কফি। এর সাথে তারা বাড়তি চিনি আর বেশি করে গরম পানি দিয়ে একটা জগের মধ্যে গুলিয়ে নেন। বাবা-মা, ছেলেমেয়ে সবাই এই পানীয় পান করে যার যার কাজে যায়—ছেলেমেয়েরা স্কুলে আর বাবা-মা সুবিধাজনক কাজ খুঁজতে। যদি কপাল ভালো থাকে তবে গিনা দুপুরের আগেই দুপুর ও রাতের খাবার হিসেবে এক কেজি চাল আর এক কৌটা সারডিন (sardines) অথবা এক প্যাকেট নুডলস নিয়ে ঘরে ফেরেন। আর দুর্দিনে হলে পুরো পরিবার খালি পেটে শুধু পানি খেয়ে বিছানায় যান। অবস্থা আরো খারাপ হয় যখন ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হয় এবং গিনা ওষুধ কেনার টাকা সংগ্রহের জন্য সর্বশেষ উপায় হিসেবে তার শরীর বিক্রি করেন। যখন তিনি যুবতী ছিলেন, তখন এটি এক রাতের কাজ ছিল, কিন্তু এখন বয়স বাড়ার কারণে এই বিকল্পটিও বিলীয়মান।

রিয়া পাঁচ মাসের গর্ভবতী, কিন্তু তার কোলে রয়েছে আট মাস বয়সের একটি বাচ্চা। প্রথম বাচ্চাটার যখন জন্ম হয় তখন রিয়ার বয়স মাত্র ১৫। সে কিশোরী বয়সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, আর বিবাহ-পূর্ববর্তী গর্ভধারণ তাদের গোটা গ্রামসমাজের কাছে হেয় করে তোলে এবং সে তার স্কুল জীবনের সহপাঠীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। এভাবে সংসারজীবন শুরু করতে বাধ্য হওয়ায় তাদের উভয়ের শিক্ষাজীবন বাধাগ্রস্ত হয়, যেটা তাদের পরিবার যে দারিদ্র্যের চক্রে বাঁধা ছিল, সেখান থেকে বের হওয়ার একটা উপায় হতে পারত। এই দম্পতি এখন রিয়ার বিধবা মা আর তার তিনটা স্কুলে-যাওয়ার বয়সী বাচ্চা ও তার বোনের একটি এক বছরের ছেলের সাথে বাস করে, যে বোনটি তাইওয়ানে গৃহশ্রমিকের কাজ করে। পুরো আট সদস্যের পরিবারটি বেঁচে আছে তাইওয়ান থেকে তার বোনের পাঠানো মুষ্টিমেয় কটি টাকায়। মাঝে মাঝে তার স্বামী আশেপাশেই নির্মাণ শ্রমিকের কাজ নেয়। রিয়ার মার এ নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই, এমনকি মাঝে মাঝে তিনি তার সুখ প্রকাশ করে এটা বলেন যে, তার সম্পদ হচ্ছে তার ছেলেমেয়েরা আর নাতিপুতিরা, যারা তার সাথেই বাস করছে। সুতরাং গরিব হলেও তিনি নিজেকে অসুখী মনে করেন না।

ভূমিকা : গিনা, রিয়া আর তাদের পরিবারের যে গল্প তা ফিলিপাইনের অনেক গ্রাম-জনপদের জন্যই অতি চেনা। ক্ষুধা-দারিদ্র্য লক্ষ লক্ষ কিশোরীর জীবনে অপরিকল্পিত গর্ভধারণ এবং এদের বিরাট সংখ্যকেরই কিশোরীমাতা হওয়ার মতো দুর্ভোগ ডেকে আনে। গত দশকে ফিলিপাইনে কিশোরী গর্ভধারণের হার প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১] ইউএনএফপিএ-র সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ১০০০ মাতার মধ্যে কিশোরীমাতা অর্থাৎ ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে মা হওয়ার হারের অবস্থানের দিক দিয়ে লাওস (১১০) এবং ইন্দোনেশিয়ার (৬৬) পরেই রয়েছে ফিলিপাইন (৫৩)।[২]

উচ্চ প্রজনন হার এবং অপরিকল্পিত গর্ভধারণের কারণ বহুবিধ। দারিদ্র্য, খাদ্য ও পুষ্টির অভাব, সামগ্রিক যৌনশিক্ষা এবং প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যসেবাসহ স্বাস্থ্যসেবার অন্যান্য সুযোগ না পাওয়া— এগুলো এই পরিস্থিতির সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। সাংস্কৃতিক বিষয়ও এর জন্য সমানভাবে ভূমিকা রাখছে। নারী ও কিশোরীদের অল্প শিক্ষা এবং কাজের সুযোগ সীমিত থাকায় তাদের শেষ উপায় হিসেবে বিয়েটা সামনে চলে আসে। এশিয়ার অন্য সমাজের মতোই ফিলিপাইনে, বিশেষ করে গ্রামে, কিশোরী বয়সের বিয়েকে সামাজিকভাবে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। যদিও ফিলিপাইনের আইন অনুযায়ী বিয়ের

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১] Malinao, T.M. (2012). PH tops teenage pregnancy in SEA. Inquirer.net. প্রাপ্তিসূত্র : http://newsinfo.inquirer.net/186201/ph-tops-teenage-pregnancy-in-sea

[২] United Nations Population Fund (UNFPA). (2013). State of the World Population 2013. Motherhood in childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy. New York: UNFPA. প্রাপ্তিসূত্র : www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/EN-SWOP2013-final.pdf

বয়স ১৮, আর ২২ হচ্ছে স্বাভাবিক (ন্যাশনাল ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে, ২০০৮, ফিলিপাইন), কিন্তু গ্রাম এলাকায় ২০ বছরের মেয়েদেরই বিয়ের জন্য বেশি বয়স্কা বলে মনে করা হয়। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন নারী-সংগঠনের সাথে সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, গ্রাম অঞ্চলের বহু মেয়েই বিয়ে করছে তাদের আইনসংগত বিয়ের বয়স ১৮ হওয়ার আগেই। এর পেছনে একটা সন্তান-সহায়ক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে; সেটা হচ্ছে, সন্তান হলো বাড়তি হাত, যা রোজগার করবে এবং বাবা-মার বুড়ো বয়সে তাদের দেখবে। এটাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে এই বিশ্বাস যে, বাচ্চা হচ্ছে ঈশ্বরের উপহার। পুরুষতান্ত্রিকতার গর্বও এখানে যোগ হচ্ছে এভাবে যে, যত বাচ্চা হবে বাবার শক্তি ও প্রজনন ক্ষমতা ততই প্রমাণিত হবে।

নারীর প্রজনন সিদ্ধান্তের সাথে অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়ের সম্পর্ক : নারীর প্রজনন সিদ্ধান্ত অর্থাৎ কতগুলো সন্তান একজন নারী চান এবং কখন চান এটা শুধু তার অধিকারের বিষয় নয়, এর সাথে যুক্ত আছে তার ক্ষমতায়ন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যচক্রের বাইরে আসতে সক্ষম হওয়ার বিষয়টা। অল্প বাচ্চা নেওয়া বা ছোট পরিবারের কিছু সুবিধা রয়েছে। এটা নারীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সহজ করে তোলে। খাদ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বিভিন্ন সামাজিক সেবার উচ্চমূল্য এবং মুদ্রার প্রকৃত মূল্য নেমে যাওয়া ইত্যাকার বিষয়ের মাঝেও জীবন তুলনামূলকভাবে কম সংগ্রামমুখর হয়। জীবনের এইসব জটিল পর্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সকল ধরনের কল্যাণের প্রধান অন্তরায়, বিশেষ করে নারীদের। তা সত্ত্বেও এটা দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে নারীর প্রজনন-ইচ্ছাটা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে না। বৈষম্যমূলক আইনকানুন জমিসহ অন্য উৎপাদনক্ষম সম্পদের ওপর নারীর অধিকারকে খর্ব করছে প্রতিনিয়ত; তারা তুলনামূলকভাবে পুরুষের চেয়ে অধিক বেকারত্বে ভুগছে এবং যে কাজে বেতন কম ও ঠকতে হয় এমন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, সাথে সাথে নানা ধরনের যৌন নিপীড়নের মাধ্যমে তাদের অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা হচ্ছে; এবং তারা নাগরিক ও রাজনৈতিক জীবনযাপন থেকে ধারাবাহিকভাবে বাইরে থেকে যাচ্ছে।

নয়াউদারীকরণ সংস্কারসমূহ, যেমন দাম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রত্যাহার, খাদ্য ও আবশ্যকীয় পণ্যের ওপর থেকে ভরতুকি প্রত্যাহার, স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের বরাদ্দ বাতিল (প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসহ), শিশু পরিচর্যা ও শিক্ষায় ব্যয় প্রত্যাহার, ইত্যাদি খাবার যোগানের ক্ষেত্রে এবং সন্তান পরিচর্যার ক্ষেত্রে দরিদ্র নারীদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। গ্রাম এলাকায় সরকার এবং বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অব্যাহতভাবে কৃষিনির্ভর পরিবারকে হুমকির মুখে ফেলেছে। সরকারের কৃষিসংস্কার কর্মসূচির পক্ষে অনিয়ন্ত্রিত জমি অধিগ্রহণ অনেক কৃষি-পরিবারকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে। এই প্রক্রিয়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিরাটসংখ্যক

> প্রজনন-ক্ষমতার ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ সীমিত, যার কারণে জন্মহার বাড়ছে, শিশুমৃত্যু বাড়ছে, অপুষ্টি বাড়ছে এবং পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যা হচ্ছে। এটা উন্নয়ন ও মানবাধিকারেরও বিষয়, যেটা অবশ্যই বিশ্ব উন্নয়ন অ্যাজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

কৃষিকাজে জড়িত মানুষকে কর্মহীন করেছে, যাদের চাষযোগ্য কোনো জমি নেই। কৃষিজমির এক বিশাল অংশ বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ, পর্যটন শিল্পে রূপান্তর এবং প্রাকৃতিক জ্বালানি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা আবার জলবায়ু এবং জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, খাদ্য উৎপাদনের জমি সংকুচিত করছে এবং চূড়ান্তভাবে দেশের খাদ্য ও পরিবেশের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে। এভাবে কৃষিজমি রূপান্তরের ফলে কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত পরিবার উচ্ছেদ হয়ে হয় ঘিঞ্জি নগর জীবন হয়ে শেষে বস্তিতে পৌছাচ্ছে এবং রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তিতে নামছে, অথবা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ অপ্রচলিত নানা পেশায় কঠিন সংগ্রামে বা নামমাত্র মজুরিতে দীর্ঘসময়ের, নোংরা, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে রপ্তানিমুখী শস্যখামারে যুক্ত হচ্ছে।

২০১৫-পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় : যেহেতু বিভিন্ন দেশের সরকার ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন আলোচনার বিষয় নির্ধারণের জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন কর্মসূচির বেঁধে দেওয়া সময়সূচি অনুযায়ী উদ্যোগ নেয়, সেহেতু নারীদের সুশীল-সমাজ সংগঠনসমূহ আহ্বান জানায় 'যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য তথ্যে, শিক্ষা ও চাকুরিতে বিশেষ করে নারী, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও কোনো ধরনের বৈষম্য, বলপ্রয়োগ বা নির্যাতন ছাড়াই মানবাধিকার নিশ্চিত করতে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে কাজ করায় এবং নারী ও মেয়েদের জমি ও সম্পদসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক অধিকার পূর্ণ করায়,

ন্যায্য ও সম্মানজনক কাজের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তায় এবং জীবনব্যাপী মানসম্মত শিক্ষায় সর্বজনীন অভিগম্যতা।'[৩]

পরিশেষে, এজন্য প্রচলিত নয়াউদারবাদী, শোষণমূলক ও বর্জনমূলক উন্নয়ন যা কিনা সম্পদের বৈষম্য বাড়াচ্ছে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের পার্থক্য বাড়াচ্ছে এবং নারী ও পুরুষের বৈষম্য বৃদ্ধি করছে তার মৌলিক, কাঠামোগত এবং রূপান্তরশীল পরিবর্তন প্রয়োজন।[৪]

টেস ভিসট্রো (Tess Vistro), ফোকাল পারসন, Breaking out of Marginalisation Programme, Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD) উপমহাসচিব, AMIHAN, Federation of Peasant Women, Philippines. Email: tessvistro@yahoo.com

তথ্যসূত্র ও টীকা

[৩] Women's Major Group position to the Open Working Group of the Sustainable Development Goals (OWG-SDGs). প্রাপ্তিসূত্র : www.womenrio20.org/docs/Women-s-MG-response-to-Co-Chairs_19FOCUSAREA.pdf

[৪] প্রাগুক্ত, প্রাপ্তিসূত্র : www.womenrio20.org/docs/Feminists_Post_2015_Declaration.pdf

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও অবিভাজ্যতা

পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার এবং নারীর যৌন ও প্রজনন অধিকার

সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা প্রকৃতপক্ষে নারী ও মেয়েদের মানবিক মর্যাদার স্বীকৃতি এবং অন্যান্য অধিকার বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতনতা, বিশেষ করে ব্যক্তিসত্তা, স্বাধীনতা ও শারীরিক প্রত্যয়-এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত।

খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার বিষয়ে বিশ্ব নেটওয়ার্ক (The Global Network for the Right to Food and Nutrition) হচ্ছে একটা সংগঠন, যেটা সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোকে উদ্যোগী করে এবং কৃষক, জেলেসম্প্রদায়, পশুপালক আদিবাসী এবং কৃষি ও খাদ্য শ্রমিকসহ আন্তর্জাতিক সামাজিক আন্দোলনসমূহকে খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া ও এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে তাদের উদ্যোগী করে তোলে।[১] এটা রাষ্ট্র ও করপোরেশন কর্তৃক অদৃশ্যমান কাঠামোগত সহিংসতা শনাক্ত করে, যা নারী ও বালিকাদের মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই অবস্থান নেটওয়ার্ক চার্টারে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে এভাবে, 'নারীর বিরুদ্ধে কাঠামোগত সহিংসতা ও বৈষম্য অনেক সময় অদৃশ্য থাকে অথবা এড়িয়ে যাওয়া হয়, যা নারীর অধিকার হরণ বৃদ্ধি করছে এবং খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার সচেতনতায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সক্ষমতাকে আড়াল করছে। নেটওয়ার্কের সদস্যরা নারীর সমঅধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদের সহযোগিতা করছে। সহযোগিতা করছে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অর্জনে, তাদের প্রজনন ও যৌন অধিকার অর্জনসহ তাদের জীবনসঙ্গী নির্বাচন এবং বাচ্চা নেবে কি নেবে না সে-সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রক্ষায়ও।'[২]

যৌন ও প্রজনন অধিকারসহ নারী, বালিকা ও শিশুর অধিকার এবং মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার—এ দুয়ের সংযোগটা বোঝা ও মনে রাখার সাথে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণের মূল বিষয়টা সম্পৃক্ত। এই সম্পর্কটাকে

[১] নেটওয়ার্ক ও তার সদস্যদের সম্পর্কে আরো জানতে : www.fian.org/news/article/detail/launch_of_global_network_for_the_right_to_food_and_nutrition/

[২] গ্লোবাল নেটওয়ার্কে খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার চার্টার দেখতে : www.fian-nederland.nl/pdf/GNRtFN_-_Formatted_Charter.pdf

পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় বাল্যবিবাহ ও কিশোরী মাতার মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের দুটো পরিণতির দিকে তাকালে, যেটা অদ্যাবধি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।[৩]

বাল্য ও শিশুবিবাহ এবং কিশোরী অবস্থায় গর্ভধারণ তাদের শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, তাদের দরকষাকষিতে দুর্বল একটা অবস্থার দিকে ঠেলে দেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত করে। এগুলো তাদের খেলার স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে, পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি প্রাপ্তির সুযোগকে সীমিত করে যৌন নির্যাতনের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে এবং তারা যৌন ও প্রজনন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একেবারে গুরুত্বহীন অবস্থায় উপনীত হয়। এটা প্রকারান্তরে বাচ্চা ও প্রসূতির মুমূর্ষুতা ও মৃত্যুসহ গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের ঝুঁকিপূর্ণ সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। উপরন্তু, গর্ভবতী কিশোরী মায়েদের বাচ্চা ধারণের জন্য অতিরিক্ত পুষ্টিচাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। এটা একটা দ্বিগুণ বোঝা, একদিকে তাদের নিজেদের শরীরের বৃদ্ধি, অন্যদিকে তাদের পেটের বাচ্চার বৃদ্ধি। এতে প্রায়শই অপুষ্টিজনিত কারণে তাদের নিজেদের বৃদ্ধি যেমন যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে না, একইভাবে তারা অপুষ্ট শিশুও বহন করে চলে।[৪] অবিবাহিত কিশোরীমাতাদের ক্ষেত্রে নিরাপদে গর্ভপাত ঘটানোর সেবা গ্রহণে আর্থ-রাজনীতিক ও কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ উপায় গ্রহণের ফলে মায়ের মৃত্যু ও তার ভবিষ্যতে বাচ্চা নেওয়ার সক্ষমতা হারানোর সম্ভাবনা অধিক থাকে।[৫]

যৌন ও প্রজনন অধিকার লঙ্ঘনের ফলে শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়েই ক্ষতি হচ্ছে না, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের পরিবার এবং পুরো সমাজের সামগ্রিক স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার। উপরন্তু, যেটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বাস্থ্যের ওপর এটার পুরো আন্তঃপ্রাজন্মিক প্রভাব রয়েছে, দারিদ্র্যকে যা টিকিয়ে রাখবে, স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে নারীদের বিচ্ছিন্ন রাখবে এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের বাধাগ্রস্ত করবে।[৬] এই বৈষম্যের ব্যবধানকে ঘোচানোর জন্য এবং পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি পেতে তাদের সহযোগিতা করার জন্য নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্য সকল মানবাধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে। একদিকের অধিকার নিশ্চিত করলে তা অন্যান্য দিকের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভারতে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এটা দেখা গেছে, কীভাবে ভূমির ওপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা শিশু-অপুষ্টিকে প্রতিরোধ করছে।[৭]

সামাজিক বিভিন্ন আন্দোলন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও দল, যারা পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অধিকারসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষায় সংগ্রাম করছে নেটওয়ার্কের সদস্যরা তাদের সমর্থন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আর. ডেনিস করডোবা মনটিস (**R. Denisse Córdova Montes**), JD, MPH এবং ফ্লেভিও ল্যুইজ সিয়েক ভেলেন্টি (**Flavio Luiz Schieck Valente**), MD, MPH, FIAN International Secretariat, Heidelberg, Germany. Emails: cordova@fian.org & valente@fian.org

যা প্রয়োজন :

দারিদ্র্য মোকাবেলা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন অভিগম্যতা[১]

দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিগত তিন দশকে লক্ষণীয় অগ্রগতি লাভ করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০১১ সালে দরিদ্র মানুষের হার ২০ শতাংশের নিচে, যার তুলনায় ১৯৯০ সালে সে হার ছিল ৫০ শতাংশের বেশি[২]। তথাপি, দারিদ্র্যের হার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আয়ের বৈষম্যও বেড়েছে তীব্র হারে : ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে, বিগত দুই দশকে এশিয়ায় গিনি সহগ (Gini coefficient) তীব্রভাবে বেড়ে ৩৮ থেকে ৪৭-এ দাঁড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

[৩] শিশু ও বাল্যবিবাহ দক্ষিণ এশিয়ায় অব্যাহত আছে, যেভাবে আইসিআরডব্লিউ প্রকাশনায় গুরুত্ব পেয়েছে : Khanna, T., Verma, R. & Weiss, E. (2013). Child marriage in South Asia: Realities, responses and the way forward. Washington DC.: International Center for Research on Women (ICRW). প্রাপ্তিসূত্র : www.icrw.org/files/publications/Child_marriage_paper%20in%20South%20Asia.2013.pdf

[৪] দেখুন শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়সে জোরপূর্বক বিয়ে বিষয়ে এফআইএএন-এর তথ্য, যা মানবাধিকার হাইকমিশন কার্যালয়ে মানবাধিকার কাউন্সিলের রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য ২০১৪ সালের জুন মাসে ২৬তম অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। প্রাপ্তিসূত্র : www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage/NGO/FIAN.pdf

[৫] Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW). (2006). Young and vulnerable: The reality of unsafe abortion among adolescent and young women. *ARROWs or Change*, 12(3), 2006. Kuala Lumpur: ARROW. প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/publications/AFC/v12n3.pdf

[৬] নারী অধিকার এবং পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার বিষয়ে জানতে 'Women's rights and the right to food'-এর লিংক দেখুন, যা খাদ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন হিসেবে ২০১২ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ২২তম অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়েছিল [A/HRC/22/50]। প্রাপ্তিসূত্র : www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC2250_English.PDF; and Anne C. Bellows, Flavio L.S. Valente, & Stefanie Lemke. (Eds.) Gender, nutrition and the human right to adequate food: Towards an inclusive framework. New York: Taylor & Francis/Routledge. (dop: 2014). For information on the intergenerational cycle of growth failure, আন্তঃপ্রাজন্মিক প্রবৃদ্ধি চক্রের বিপর্যয় সম্পর্কে তথ্য পেতে দেখুন UNSCN-এর 'বিশ্ব পুষ্টি পরিস্থিতি'র ষষ্ঠ রিপোর্টের তৃতীয় অধ্যায়। প্রাপ্তিসূত্র : www.unscn.org/files/Publications/RWNS6/report/SCN_report.pdf

[৭] এ বিষয়ে উদাহরণ হিসাবে একটি আলোচনা দেখুন : The Guardian, *Land rights for women can help ease India's child malnutrition crisis*, প্রাপ্তিসূত্র: www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2012/jan/20/land-rights-india-women-ease-malnutrition

[১] বর্তমান নিবন্ধ লেখক কর্তৃক এই শিরোনামে প্রণীত পূর্ণ নিবন্ধের সারসংক্ষেপ। পূর্ণ নিবন্ধ পাওয়া যাবে এখানে: www.arrow.org.my/publications/ARROW%20Thematic%20Paper%2001.pdf

[২] United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). (2013). Income poverty and inequality. In Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2013. Bangkok: UNESCAP. প্রাপ্তিসূত্র : www.unescap.org/stat/data/syb2013/ESCAP-syb2013.pdf

সেই সাথে প্রতি ১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ০.৪ শতাংশ।[৩]

ক্ষুধা এবং পুষ্টিহীনতার মাত্রা উক্ত অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাওয়ার সাথে একই গতিতে হ্রাস পায় নি। দক্ষিণ-এশিয়ায় ২০১১-১২ সালে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়েসি শিশুদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পুষ্টিহীন শিশুর উপস্থিতিই শুধু ছিল না (৩০%),[৪] বরং সেই সাথে শিশু পুষ্টিহীনতার মাত্রা হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ধনি (১৯৯৫ সালে ৩৭% থেকে ২০০৬ সালে ২৬%) এবং সর্বাধিক দরিদ্র (১৯৯৫ সালে ৬৪% থেকে ২০০৯ সালে ৬০%) শ্রেণির মাঝে দৃষ্টিগোচর বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে[৫]। বিশ্ব স্বাস্থ্যসূচক (Global Health Index-GHI)-এর পরিমাপ অনুসারে ২০১১ সালে এশিয়ার ১৪টি দেশের মধ্যে এগারোটিতে ক্ষুধার মাত্রা 'গুরুতর' বা 'আশঙ্কাজনক' বলে সন্ধান পাওয়া গেছে[৬]।[৭]

২০০৭ এবং ২০০৮ সালে খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানির অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির ফলে ৩০-এর দশকের মহামন্দা-উত্তর সবচেয়ে তীব্র অর্থনৈতিক এবং আর্থিক সংকটের প্রেক্ষিতে নতুন সহস্রাব্দে ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়েছে। একই সময়ে, স্বাস্থ্যসেবার উচ্চ মুল্যের দরুন সারা পৃথিবীতে ১.৩ বিলিয়ন দরিদ্র মানুষ স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ১৫ কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসেবার চরম মূল্য ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে, অসুস্থতার দরুন কাজ করতে অপারগ হয়েছে এবং সুস্থ হয়ে ওঠার স্বার্থে সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছে এবং ১০ কোটি মানুষের জীবনযাত্রা দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে।[৮]

এই প্রেক্ষাপটে অবাক বিষয় নয় যে, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন অভিগম্যতা একটি অলীক লক্ষ্যে পরিণত হবে, যেমনটি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নির্বাচিত কিছু দেশে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে।[৯]

দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা-সুবিধায় অভিগম্যতা একটি অপরটির সঙ্গে বহুমাত্রিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটি ক্ষেত্রে উন্নতির ফলাফল অন্য দুইটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার কথা। তবে, উক্ত তিন ক্ষেত্রের মধ্যে অধিক জটিল এবং তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ নয়া-উদারপন্থী বিশ্বায়ন। নয়া-উদারপন্থী বিশ্বায়ন যে অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, তা অবকাঠামোগত সমন্বয়-সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ নীতিমালা বোঝাবে, যার রূপরেখা ১৯৯৮ সালের 'ওয়াশিংটন কনসেন্সাস' (Washington Consensus)-এ প্রণীত হয়। নিম্নআয়ের দেশসমূহের জন্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ থেকে নতুন ঋণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সেগুলোর অনুসরণ আবশ্যক করা হয়, যাতে ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সরকারসমূহের জন্য উক্ত নীতিমালায় বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনা এবং সম্পূর্ণ দূর করার বিধান রাখা হয়, এমনকি তার অর্থ যদি দাঁড়ায়, জনসম্পৃক্ত-খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হ্রাস; বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের পক্ষে উদার নীতি গ্রহণ; রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারিকরণ, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাসেবাসমূহ; এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি রক্ষা এবং সম্পদ ও আয়ের ওপর কর কমিয়ে ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি করা।[১০]

নয়া-উদারপন্থী অর্থনৈতিক নীতিমালা দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যের বিপরীতে চলে। উক্ত নীতিমালা জনসম্পৃক্ত সকল পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় কমানোকে উৎসাহিত করেছে, যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পয়ঃপ্রণালি, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং দেশের অবকাঠামো, যেমন রাস্তাঘাট, জনপরিবহন ও অন্যান্য। উদার বাণিজ্যনীতি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমদানি ও রপ্তানির ওপর থেকে বিধিনিষেধ এবং সেই সাথে শুল্ক এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত কর ইত্যাদি প্রত্যাহার করে। ফলে একদিকে, যে সকল দেশের অর্থনীতি রপ্তানিমুখী সে সকল দেশ লাভবান হয়েছে, অপরদিকে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এবং কৃষকের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। উপরন্তু, কর মওকুফের ফলে উন্নয়নশীল দেশের রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে।

নয়া-উদারপন্থী অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের স্বার্থে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাব্লিউটিও)-র মতো অনেকগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং চুক্তিপত্র তৈরি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিসম্পর্কিত ডব্লিউটিও চুক্তির ফল হয়েছে উচ্চ আয়ের দেশসমূহের চড়া ভরতুকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্য পৃথিবীর দক্ষিণের দেশগুলোতে খালাস করা;[১১] উত্তরের বিনিয়োগকারীদের দ্বারা দক্ষিণে ব্যাপক পরিমাণে জমি দখল করা; বীজে একাধিপত্য; খাদ্যজাত পণ্যের বাজারে আর্থিক ফটকাবাজি; এবং কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে ভূমির ব্যবহারকে জৈব-জ্বালানি উৎপাদনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। একবিংশ শতকের প্রথম দশকে সৃষ্ট খাদ্য সংকটের মূলে রয়েছে এ সকল বিষয়। নয়া-উদারপন্থী অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রকৃতিকে বিনামূল্যে অফুরন্ত ভাণ্ডারস্বরূপ কাজে লাগাতে চেয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে টেকসই সীমার অতিরিক্ত শোষণ করে ফেলেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, বন ধ্বংস, শিল্প কারখানা এবং বিশেষ রকমের কৃষিচর্চার ফলে বায়ুমণ্ডলে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসৃত হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে; অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত আবহাওয়া তৈরি করে খরা এবং বন্যার দ্বৈত আবর্তনে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে কৃষকের জীবন আগের তুলনায় আরো

তথ্যসূত্র ও টীকা

[৩] Chhibber, A., Ghosh, J., & Palanivel, T. (2009). The global financial crisis and the Asia-Pacific region: A synthesis study incorporating evidence from country case studies. Colombo: UNDP Regional Centre for Asia and the Pacific. 2009. প্রাপ্তিসূত্র : www.indiaenvironmentportal.org.in/files/P1116.pdf

[৪] United Nations. (2013). The Millennium Development Goals Report 2013.New York: United Nations. প্রাপ্তিসূত্র : www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf

[৫] Asian Development Bank (ADB). (2012). ADB fast fact: How can Asia respond to global economic crisis and transformation? Manila: Asian Development Bank. প্রাপ্তিসূত্র : www.adb.org/features/fast-facts-global-economic-crisis-and-transformation

[৬] GHI = (PUN+CUW+CM)/3: যেখানে PUN = পুষ্টিহীন জনগোষ্ঠীর হার (%), CUW = অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে স্বল্প ওজনের হার (%), এবং CM = পাঁচ বছর বয়সের আগে শিশু মৃত্যুর হার (%)

[৭] International Food Policy Research Institute (IFPRI). (2011). Global Hunger Index. The challenge of hunger: Taming price spikes and excessive food price volatility. Bonn, Washington DC & Dublin: IFPRI, Concern Worldwide and Welthungerhilfe. প্রাপ্তিসূত্র : www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf

[৮] World Health Organisation [WHO]. (2010). The World Health Report 2010. Health systems financing: The path to universal coverage. Geneva, World Health Organisation, 2010. p.5. প্রাপ্তিসূত্র : http://whqlibdoc.who.int/whr/2010/9789241564021_eng.pdf?ua=1

[৯] Ravindran, T.K.S. (2012). Universal access to sexual and reproductive health: How far away are we from the goal post? In Action for sexual and reproductive health and rights: Strategies for the Asia-Pacific beyond ICPD and the MDGs. Paper presented at "Beyond ICPD and the MDGs: NGOs Strategising for Sexual and Reproductive Health and Rights in the Asia-Pacific Region," Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW). প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/uploads/Thematic_Papers_Beyond_ICPD_&_the_MDGs.pdf

[১০] Juego, B. & Schmidt, J.D. (2009).The political economy of the global crisis: Neo-liberalism, financial crises, and emergent authoritarian liberalism in Asia. Paper presented at the Fourth APISA Congress (Asian Political and International Studies Association), "Asia in the Midst of Crises: Political, Economic, and Social Dimensions", 12-13 November 2009, Makati City, Philippines. প্রাপ্তিসূত্র : http://vbn.aau.dk/files/19023517/Juego-Schmidt_APISA_4_Paper__Final_.pd

নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে।

স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থসেবার সুবিধার ক্ষেত্রে নয়া-উদারপন্থী বিশ্বায়নের প্রভাব পড়েছে ভিন্ন দুই দিক থেকে : সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, যেমন খাদ্যসংকট, দারিদ্র্য ও বৈষম্য ইত্যাদির ওপর নয়া-উদারপন্থী অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রভাবের মধ্য দিয়ে এবং সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থায় পরিবর্তনের মাধ্যমে। স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া বাদেও স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়হ্রাস এবং স্বাস্থ্যসেবার 'বাজারিকরণ' প্রক্রিয়া জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতিতে ভূমিকা রেখেছে— প্রথমত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী মেধা অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সরকারি খাত থেকে বেসরকারি খাতে শোষণের ফলে; এবং দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের ব্যয়হ্রাস পাওয়ার ফলে এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন মুনাফা-সন্ধানী বিমার কারণে। এর ফলে দুই স্তরবিশিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে, যাদের বিমা করা আছে তারাই কেবল স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের নিশ্চয়তা পেয়ে থাকে।

নয়া-উদারপন্থী বিশ্বায়ন আরো দিয়েছে বিশ্ব সুস্বাস্থ্য উদ্যোগ (Global Health Initiatives-GHIs) এবং বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট মেধাস্বত্ব অধিকার (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS)। বিশ্ব সুস্বাস্থ্য উদ্যোগ পরিস্থিতির ওপর উলম্ব হস্তক্ষেপ করেছে; যথা, সুস্বাস্থ্যের সামাজিক প্রেক্ষিতের প্রতি প্রায় কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, কিংবা স্বাস্থ্যগত বৈষম্য দূরীকরণের কোনো প্রয়াস গ্রহণ করা হয় নি। ফলে তা জনসংখ্যা ও উন্নয়ন-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (International Conference on Population and Development-ICPD)-এর যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকারের সর্বাঙ্গীন লক্ষ্যকে 'মাতৃস্বাস্থ্য', 'এইচআইভি/এইডস' এবং 'অন্যান্য যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য'— এভাবে খণ্ডিত হওয়ার পেছনে ভূমিকা রেখেছে। অপরদিকে ট্রিপস ঔষধের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়েছে, যা স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বাড়তি অর্থনৈতিক অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

পুরুষের তুলনায় নারীদের ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় বাজারিকরণের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অনুসন্ধানে পুরুষের তুলনায় নারীদের ক্ষেত্রে নিজের আয় থেকে অধিক পরিমাণে ব্যয় নির্বাহ করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সম্ভবত প্রজননসংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবার অধিক প্রয়োজনীয়তার কারণে এবং দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগের অধিক চাপ থাকার দরুন। প্রসব ও গর্ভপাতসংক্রান্ত সেবা গ্রহণ এবং জনননালি সংক্রমিত হলে, গড়ে একটি পরিবারের সারা মাসের আয়ের সমান ব্যয় হতে পারে এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের ক্ষেত্রে তা এক মাসের আয়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক সম্পদে অধিকারবঞ্চিত অরক্ষিত জনগোষ্ঠী, যেমন কিশোরবয়েসি, বয়স্ক এবং যেসব নারী আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত নয় তারা মূল্য পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অধিক সংবেদী।[১২] নারীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয়নির্বাহের উপায় হিসেবে ব্যক্তিমালিকানাধীন বিমায়ও অভিগম্যতা সীমিত, যেহেতু অনেক নারীই অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক কোনো খাতে নিযুক্ত নয়। নৈমিত্তিক প্রজননস্বাস্থসেবা সুবিধা, যেমন গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত এবং সন্তান প্রসব 'বিমার অনুপযুক্ত' স্বতন্ত্র সুযোগ (stand-alone benefits) হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, কেননা সেগুলো উচ্চ ঝুঁকির সম্ভাব্যতাপূর্ণ (high-probability) নিয়মিত (non-random) ঘটনা। প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবা অনেক স্কিমেই অন্তর্ভুক্ত করা হয় না এবং কেউ তা অন্তর্ভুক্ত করতে ইচ্ছুক হলে বাড়তি প্রিমিয়ামের মূল্য পরিশোধ করতে হতে পারে এবং যার মধ্যেও শুধু সীমিতসংখ্যক প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। একইভাবে, কিছু স্কিম শুধু প্রতিবর্তনযোগ্য গর্ভনিরোধ পদ্ধতির মধ্য থেকে কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।[১৩] প্রজননস্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী এই সকল নীতিমালা জনসংখ্যা ও উন্নয়ন-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিপিডি) কর্তৃক ধার্যকৃত, ২০১৫ সালের মধ্যে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিত করার সার্বিক লক্ষ্যের পরিপন্থী হিসেবে কাজ করে, যা উক্ত লক্ষ্যের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়।[১৪]

বর্তমানে, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন লক্ষ্যসূচি নির্ধারণের সময় এসেছে, যে লক্ষ্যসূচি দারিদ্র্য, বৈষম্য, ক্ষুধা এবং রোগের মূলে আঘাত করবে। বিশ্বায়নের ধারা প্রতিহত করে বিকল্প সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য সার্বভৌমত্ব, পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের অধিকার এবং মানবাধিকার আন্দোলনসমূহের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। যার মধ্যে রয়েছে :

- বিদ্যমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ধারা পরিবর্তন, যা নির্দেশ করে, যেমন Chhibber ও অন্যরা পরামর্শ দিয়েছেন, মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারে অহেতুক অতিরিক্ত উদ্বেগ পোষণ না করে মধ্য ও স্বল্পআয়ের দেশসমূহের বৈদেশিক ঋণ বাতিল করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে লব্ধ আয় দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পুনরায় প্রয়োজন অনুসারে বিনিয়োগ করা উচিত, বিশেষত যে সকল এলাকায় দরিদ্র মানুষ কাজ করে (কৃষি), বসবাস করে (গ্রামাঞ্চল, প্রত্যন্ত এবং তুলনামূলকভাবে দুর্গম অঞ্চল), উৎপাদনের যে সকল উপাদান তাদের অধিকারে থাকে (অদক্ষ শ্রম) এবং যে উৎপাদন তারা ভোগ করে থাকে (খাদ্য)।

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১১] Von Werlhof, C. (2008). The consequences of globalisation and neoliberal policies. What are the alternatives? Global Research, 01 February 2008. প্রাপ্তিসূত্র : www.globalresearch.ca/the-consequences-of-globalization-and-neoliberal-policies-what-are-the-alternatives/7973

[১২] World Health Organisation (WHO). (2010). Gender, women and primary health care renewal: A discussion paper. Geneva: World Health Organisation. প্রাপ্তিসূত্র : http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564038_eng.pdf

[১৩] Codispotim, L., Courtot. B, & Swedish, J. (2008).Nowhere to turn: How the individual health insurance market fails women. Washington DC: National Women's Law Centre. প্রাপ্তিসূত্র :www.nwlc.org/sites/default/files/pdfs/NWLCReport-NowhereToTurn-81309w.pdf

[১৪] Ravindran, T.K.S & de Pinho H. (2005). The Right Reforms? Health sector reforms and reproductive health. Johannesburg: School of Public Health, University of Witwatersrand.f

দুটি প্রতিবন্ধকতা কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং অপসারণ না করা পর্যন্ত যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রথমটি হলো, নিরাপদ গর্ভপাতসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনি বিধিনিষেধ এবং কিশোরবয়সি তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য যে সকল নীতিমালা বেশ কিছু যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সেবা-সুবিধায় অভিগম্যতা সীমিত করে রাখে, এবং দ্বিতীয়টি হলো, সমাজের লৈঙ্গিক ক্ষমতাজনিত বৈষম্যের প্রতি অন্ধ স্বাস্থ্যব্যবস্থা।

- খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদনের বিদ্যমান ব্যবস্থা এবং কৃষিসংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন করা; এবং
- স্বাস্থ্যসেবায়, বিশেষত যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন অভিজ্ঞতার পথ সুগম করতে ব্যক্তি মালিকানার প্রাধান্যের ফলে কলুষিত বিদ্যমান স্বাস্থ্যখাতে পরিবর্তন আনা। উপরন্তু, দুটি প্রতিবন্ধকতা কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং অপসারণ না করা পর্যন্ত যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রথমটি হলো, নিরাপদ গর্ভপাতসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনি বিধিনিষেধ এবং কিশোরবয়েসি তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য যে সকল নীতিমালা বেশকিছু যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সেবা-সুবিধায় অভিগম্যতা সীমিত করে রাখে, এবং দ্বিতীয়টি হলো, সমাজের লৈঙ্গিক ক্ষমতাজনিত বৈষম্যের প্রতি অন্ধ স্বাস্থ্যব্যবস্থা।

টি.কে. সুন্দরী রবীন্দ্রন (T.K. Sundari Ravindran), অধ্যাপক, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সমীক্ষা, Achutha Menon Centre for Health Science Studies, Trivandrum, India. Email: ravindrans@usa.net

---

দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার রক্ষায় আন্তঃআন্দোলন জোটকে শক্তিশালীকরণ

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিপিডি) (International Conference on Population and Development Programme of Action-ICPD POA)-র কর্মপরিকল্পনায় সরকারসমূহের অঙ্গীকারের ২০ বছর পর এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-তে তাদের সম্মতির ১৯ বছর পর এখনো এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনেক দেশ অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে আছে।

যদিও এশিয়া দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, তবু এখানেই এখনো বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষ বাস করে এবং এ অঞ্চলে অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সর্বশেষ এমডিজি-র অগ্রগতি প্রতিবেদনে এটি প্রমাণিত। প্রতিবেদনটি দেখায় যে, এ অঞ্চলের ৭৪ কোটি মানুষ এখনো শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। এটি আরো তুলে ধরেছে যে, জনসংখ্যার অনুপাতে এই পুরো অঞ্চলের গড় গিনি সূচক (অসমতার সাধারণ পরিমাপক) ১৯৯০ থেকে ২০১৩-র মধ্যে ৩৩.৫ থেকে বেড়ে ৩৭.৫ হয়েছে।[১] সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাসও এই অঞ্চলে। এককভাবে এশিয়াতেই ৫৬.৩ কোটি[২] মানুষ ক্ষুধার্ত, যাদের বেশির ভাগের (৬০ শতাংশ) বাস দক্ষিণ-এশিয়ায়।[৩] যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য পরিস্থিতি ক্রমে খারাপ হচ্ছে এবং অনেকেরই যৌন ও প্রজনন অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।[৪]

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১] UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Asian Development Bank (ADB) & United Nations Development Programme (UNDP). (2013). Asia-Pacific aspirations: Perspectives for a post-2015 development agenda. Asia-Pacific Regional MDGs Report 2012/13. Bangkok: UNESCAP, ADB, & UNDP. প্রাপ্তিসূত্র : http://asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/mdg/RBAP-RMDG-Report-2012-2013.pdf

[২] UN Food and Agriculture Organisation (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the World Food Programme (WFP). State of Food Insecurity in the World 2012.www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e00.htm

[৩] Asian Development Bank. (2012). Food security and poverty in Asia and the Pacific: Key challenges and policy issues. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank. www.adb.org/publications/food-security-and-poverty-asia-and-pacific-key-challenges-and-policy-issues

[৪] আরো তথ্যের জন্য দেখুন : Thanenthiran, S.,Racherla, S.J.M., &Jahanath, S. (2013). Reclaiming & Redefining Rights - ICPD+20: Status of Sexual and Reproductive Health and Rights in Asia-Pacific. Kuala Lumpur, Malaysia: Asian-Pacific

আইসিপিডি+২০ এবং এমডিজি+১৫-এর পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সুযোগ করে দিয়েছে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার (এসআরএইচআর) বিষয়টিকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার। যেহেতু এখন ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন অ্যাজেন্ডা প্রণীত হচ্ছে, সম্পূর্ণভাবে এসআরএইচআর বিষয়টিকে অন্যান্য আর্থ-রাজনৈতিক উন্নয়ন অ্যাজেন্ডার সঙ্গে সম্পর্কিত করা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং সবার জন্য এসআরএইচআর বিষয়ে আমাদের সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের আন্তঃসমন্বয়ে কাজ করারও এটি একটি উপযুক্ত সময়। বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়সমূহের মধ্যকার জটিল সম্পর্ক যা আমরা এখন মোকাবেলা করছি, সে-বিষয়ে বোঝাবুঝি সুদৃঢ় করতে এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, নতুন উন্নয়ন অ্যাজেন্ডাগুলো এসব সমস্যা মোকাবেলা করতে যথেষ্ট পরিমাণে সক্ষম। এই লক্ষ্যে David and Lucile Packard Foundation-এর অর্থসহায়তা ও সহযোগিতায় the Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) ২০১২-এর জুনে *Revitalising and Strengthening the SRHR Agenda through Inter-Movement Work to Impact the ICPD+20 and the MDG+15 Processes* বিষয়ে বহুবার্ষিক একটি প্রকল্পের সূচনা করেছে।[৫]

এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে[৬] ARROW ১০-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ব্যাংককে *Intersectional Understandings: A Regional Meeting to Build Inter-movement Linkages in Poverty, Food Sovereignty, Food Security, Gender and SRHR in South Asia* নামে একটি সভার আয়োজন করে। এটি ছিল দারিদ্র্য, খাদ্য সার্বভৌমত্ব, খাদ্য নিরাপত্তা, নারী অধিকার, জেন্ডার সুবিচার (gender justice) এবং এসআরএইচআর বিষয়ে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কর্মরত কর্মী, সমর্থক, সংস্থা ও নেটওয়ার্কসমূহের অন্তঃ এবং আন্তঃসমন্বয়ের প্রথম উদ্যোগসমূহের একটি। এই সভার লক্ষ্য ছিল বিষয়সমূহের আন্তঃসম্পর্ককে অনুধাবন করা এবং ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন অ্যাজেন্ডাসমূহকে প্রভাবিত করতে অভিন্ন ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা।

অংশগ্রহণকারীদের অনুমোদনে এই সভার ফল হিসেবে দারিদ্র্য, খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং এসআরএইচআর বিষয়ে 'ব্যাংকক আন্তঃসমন্বিত আন্দোলন আহ্বান' জারি হয়।[৭] এই আহ্বান প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে, সবার জন্য সামাজিক ন্যায় অর্জনের জন্য দরকার দারিদ্র্য, ক্ষুধা, ভূমিহীনতা, নারী-পুরুষ অসমতা ও এগুলোর মূল কারণ এবং এসআরএইচআর বিষয়ে একত্রে কাজ করা। এটি স্বীকার করে যে, পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার পানি, বাসস্থান, শিক্ষা, সম্পত্তি, মর্যাদাপূর্ণ কাজ, জীবনযাপন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণসহ অন্যান্য মানবাধিকারের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেবল একজন ব্যক্তি যদি ক্ষুদ্র উপাদানজনিত সুপ্ত পুষ্টিঘাটতিসহ ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্ত থাকেন, তাহলেই কেবল তিনি সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন উপভোগ করতে পারেন, যেটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সক্ষমতাসহ পরিপূর্ণ জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। একইভাবে, পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি অধিকারকে নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মনির্ভরশীলতা ও শারীরিক অধিকার এবং স্বাস্থ্য অধিকার থেকে পৃথক করা যায় না।

অংশগ্রহণকারীদের অনুমোদনে এই সভার ফল হিসেবে দারিদ্র্য, খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং এসআরএইচআর বিষয়ে 'ব্যাংকক আন্তঃসমন্বিত আন্দোলন আহ্বান' জারি হয়।[৭] এই আহ্বান প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে, সবার জন্য সামাজিক ন্যায় অর্জনের জন্য দরকার দারিদ্র্য, ক্ষুধা, ভূমিহীনতা, নারী-পুরুষ অসমতা ও এগুলোর মূল কারণ এবং এসআরএইচআর বিষয়ে একত্রে কাজ করা। এটি স্বীকার করে যে, পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার পানি, বাসস্থান, শিক্ষা, সম্পত্তি, মর্যাদাপূর্ণ কাজ, জীবনযাপন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণসহ অন্যান্য মানবাধিকারের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেবল একজন ব্যক্তি যদি ক্ষুদ্র উপাদানজনিত সুপ্ত পুষ্টিঘাটতিসহ ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্ত থাকেন, তাহলেই কেবল তিনি সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন উপভোগ করতে পারেন, যেটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সক্ষমতাসহ পরিপূর্ণ জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। একইভাবে, পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি অধিকারকে নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মনির্ভরশীলতা ও শারীরিক অধিকার এবং স্বাস্থ্য অধিকার থেকে পৃথক করা যায় না।

এই আহ্বান মানবাধিকার রক্ষায় বিদ্যমান সকল উপায় ও চুক্তিসমূহের জরুরি বাস্তবায়ন; যেসব আইন ও নীতি সমাজের নির্দিষ্ট কিছু দলকে অপরাধী ও প্রান্তিক করে তোলে সেসব পরিবর্তন; টাকাপয়সা-সম্বন্ধীয়, আর্থিক ও বাণিজ্য সংস্কার; এবং কঠোর ও জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করে। এটি জনখাত, যথা এসআরএইচআরসহ কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিনিয়োগেরও আহ্বান জানায়, যা সকল মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুফলদায়ক হবে। এছাড়াও এটি খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে এমন নারীদের, যেমন গর্ভবতী, স্তন্যদায়ী এবং এইচআইভি ও এইডস আক্রান্তদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানসহ সবার জন্য সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ, পর্যাপ্ত ও নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার আহ্বান জানায়।

আন্তঃবিভাগীয় কাজের গতিশীলতা ধরে রাখা এবং এসআরএইচআর বিষয়ে আগ্রহী বৃহত্তর পরিমণ্ডলের কাছে ব্যাংকক কর্মাহ্বান (Bangkok Call to Action)-এর বার্তা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে ARROW ২৩ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় সপ্তম স্যাটেলাইট অধিবেশন Asia Pacific Conferences on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR) আয়োজন করে। অনুষ্ঠিত অধিবেশনের শিরোনাম ছিল *The Right to Food and Sexual and Reproductive Rights: Building Inter-movement Linkages to Revitalise and Strengthen the Agenda, and Impact of the ICPD +20 and Post-2015 Processes*।[৮] এই অধিবেশনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নারীরা কীভাবে দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় সে-বিষয়ে

তথ্যসূত্র ও টীকা

Resource & Research Centre for Women (ARROW). www.arrow.org.my/publications/ICPD+20/ICPD+20_ARROW_AP.pdf

৫ প্রকল্প সম্পর্কিত আরো তথ্য এখানে পাওয়া যাবে : www.arrow.org.my/?p=revitalising-and-strengthening-the-srhr-agenda-through-inter-movement-work-to-impact-the-icpd20-and-the-mdg15-processes

৬ উপরন্তু এই তিনটি আলাদা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যক্তিবর্গকে একই ছাতার নিচে সমবেত করতে এই সভা ও কর্মশালার উদ্যোগ নীতিগত অ্যাডভোকেসির জন্য কয়েকটি জ্ঞানগত সম্পদও সৃষ্টি করা হয়। বিষয়ানুগ আলোচনাপত্র এ মুহূর্তে ধারাবাহিক প্রকাশনার আওতায় প্রস্তুতরত, যার শিরোনাম *Bridging the Divide: Thematic Paper Series on Linking Gender, Poverty Eradication, Food Sovereignty and Security, and Sexual and Reproductive Health and Rights.* এই সিরিজের প্রথম আলোচনাপত্রটি হলো : "What It Takes: Addressing Poverty and Achieving Food Sovereignty, Food Security, and Universal Access to Sexual and Reproductive Health Services" by TK Sundari Ravindran, hv ARROW-র এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় : www.arrow.org.my/publications/ARROW%20Thematic%20Paper%2001.pdf.

৭ সম্পূর্ণ আহ্বানপত্র, স্বাক্ষরকারীগণ এবং কে এ বিষয়ে ARROW-র সাথে যোগাযোগ করেছেন, তা জানতে দেখুন : www.arrow.org.my/?p=bangkok-cross-movement-call-on-addressing-poverty-food-sovereignty-rights-to-food-and-nutrition-and-srhr

৮ প্যানেলটির সঞ্চালনা করেন চিকিৎসক ও স্বাধীন গবেষক Marilen Danguilan, এবং তিনজন বিশেষজ্ঞ বক্তা ছিলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর I mrana Jalal, Achutha Menon Centre for Health Science Studies-এর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সমীক্ষার অধ্যাপক TK Sundari Ravindran এবং মায়ানমার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক Narimah Awin.

গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে যে, এসআরএইচআর অন্যান্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং যখন জনগণ মৌলিক মানবাধিকার, যেমন খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে তখন সবার জন্য এসআরএইচআর নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার নারী ও মেয়েদের জীবন ও শরীরের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বশাসন এবং তাদের এসআরএইচআর-এর সাথে অন্তর্নিহিতভাবে সম্পৃক্ত।

আন্তঃআন্দোলন বিশ্লেষণ ও জোট শক্তিশালীকরণের জোর প্রচেষ্টাকে স্থায়ী করতে *অ্যারো* (ARROW) Asia-Pacific Network on Food Sovereignty (APNFS), Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Asian Rural Women's Coalition (ARWC) Ges Pesticide Action Network Asia Pacific (PAN AP)-এর সাথে ASEAN Civil Society Conference/ASEAN Peoples' Forum (ACSC/APF)-এ যৌথভাবে একটি কর্মশালা আয়োজন করে।[১] আগে অনুষ্ঠিত আসিয়ান সম্মেলনের ফলে ACSC/APF সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানস্থল হয়ে ওঠে, যেমন টেকসই উন্নয়ন, শান্তি, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রায়ণ, যা আসিয়ান দেশসমূহের মানুষের ওপরে প্রভাব ফেলে। এই সম্মেলনটি মায়ানমারের ইয়াঙ্গুনে ২১-২৩ মার্চ ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়, যাতে অংশ নেন সুশীল সমাজ, গণমানুষ, তৃণমূল সংগঠন এবং মায়ানমার, আসিয়ান অঞ্চল ও তার বাইরে থেকে আসা ব্যক্তিবর্গের আনুমানিক ৩০০০ জন প্রতিনিধি।

ACSC/APF অধিবেশন 'Building Cross-movement Alliances for Food Sovereignty, Ending Poverty and SRHR in the ASEAN' থেকে সরকারসমূহের জন্য নিম্নলিখিত তিনটি বাস্তবসম্মত সুপারিশ বের হয়ে আসে :

১. আসিয়ান দেশসমূহের প্রদত্ত এসআরএইচআর অগ্রগতির অসম চিত্রদৃষ্টে সরকারসমূহের অবশ্যই নারী, যুবসম্প্রদায়, বৈচিত্র্যময় যৌনপ্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ, বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয় ও জেন্ডার অভিব্যক্তির মানুষ, প্রতিবন্ধী, অভিবাসী, উদ্বাস্তু, যৌনকর্মী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য প্রান্তিক মানুষসহ সবার জন্য এসআরএইচআর নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রদর্শন এবং টেকসই আর্থিক বিনিয়োগ করতে হবে। যৌন ও প্রজনন অধিকার, সকল স্থানজুড়ে সকল পর্যায়ে সমন্বিত, সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন, জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, সর্বোচ্চ মানের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অর্জন, গর্ভনিরোধ সেবা, নিরাপদ গর্ভপাত সেবা, মাতৃস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা, যৌন সংক্রমণের পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা, এইচআইভি, বন্ধ্যাত্ব ও প্রজননতন্ত্রের ক্যানসার, পরামর্শসেবা এবং সমন্বিত যৌনশিক্ষাসহ মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আইন ও নীতি পর্যালোচনা, সংশোধন ও বাস্তবায়ন।

২. সবার জন্য পর্যাপ্ত, সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ, পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের অধিকার ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। খাদ্য সার্বভৌমত্বের একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ এবং নারীসহ ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো, কারিগরি, গবেষণা, শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো। অন্যায্য মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি পর্যালোচনা ও প্রত্যাহার; জমি দখল বন্ধ করা; পানি ও ভূমিতে ন্যায়সংগত প্রবেশাধিকার প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ; টেকসই কৃষিব্যবস্থাকে সামনে এগিয়ে নেওয়া; কৃষিতে বিনিয়োগ নিয়মিতকরণ; ভূমি অধিকার সুরক্ষা এবং তাতে কৃষক, মৎস্যজীবী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভোগদখল নিশ্চিত করতে সত্যিকার অর্থেই ন্যায়সংগত ভূমি-সংস্কার এবং প্রশাসনিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন। অঞ্চলের ভেতরে কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের মধ্যে সহযোগিতার বিকাশ সাধন; ক্রমাগত এক ফসল উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের অবনতি রোধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ঠেকাতে টেকসই কৃষিব্যবস্থা অনুসরণ করা।

৩. খাদ্য সার্বভৌমত্ব, দারিদ্র্য ও এসআরএইচআর বিষয়ে আন্তঃসমন্বিত বিশ্লেষণ ও গবেষণা-উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা; আসিয়ানের ভবিষ্যৎ রূপায়ণে সুশীল সমাজের অর্থপূর্ণ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা এবং আন্তঃসমন্বিত জোটবদ্ধ আন্দোলনের অভিন্ন ভিত্তি তৈরি করা।

এরিকা সেলস (Erika Sales), কর্মসূচি সংগঠক, ARROW; এবং মারিয়া মেলিনদা আনদো **(Maria Melinda Ando)**, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, ARROW; Emails: erika@arrow.org.my and malyn@arrow.org.my

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১] তাঁরা ছিলেন Titi Soentoro (APWLD), Arze Glipo (APNFS), Maria Melinda Ando (ARROW), Narimah Awin (Consultant), and Jazminda Lumang (ARWC).

পরিবর্তনের সাহস

নানু ঘাটানির সাথে সংলাপ

এই ফিচার প্রতিবেদনে Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)-এর তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের ম্যানেজার এবং পরিবর্তনের জন্য *ARROW*-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মারিয়া মেলিনদা (মালাইন) আনদো [Maria Melinda (Malyn) Ando] আলাপ করছেন নেপালের Himalayan Grassroots Women's Natural Resource Management Association (HIMAWANTI)[১]-এর Kavre জেলার সভাপতি কৃষক নানু ঘাটানি (Nanu Ghatani)-র সাথে। এই সাক্ষাৎকার তুলে ধরছে একজন কৃষক হিসেবে এবং সম্প্রদায়ের একজন নেতা হিসেবে তাঁর কার্যক্রম ও ভূমিকা; তিনি ও তাঁর মতো একজন নারী জেন্ডার বৈষম্য, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে কীভাবে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মুখোমুখি হচ্ছেন সে-বিষয়টা।

এই সাক্ষাৎকারটা নেওয়া হয়েছিল ২০১৩ সালের ২৪-২৬ জুলাই থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত *Asia and the Pacific Regional High-level Consultation on Gender, Food Security and Nutrition: Ensuring the Other Half Equal Opportunities* সম্মেলনে।[২] তিন দিনের এই আঞ্চলিক সম্মেলন যৌথভাবে আয়োজন করেছিল Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN), United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) Ges Asian Development Bank। সম্মেলনে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৮টি দেশের বিশেষ করে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মরত সরকারি, আইএনজিও এবং সিএসও সংগঠনের প্রায় ৭০-এরও বেশি প্রতিনিধি খাদ্য নিরাপত্তা ও জেন্ডার সমতাকে এগিয়ে নেওয়ার অংশ হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খাদ্য অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি Dr. Olivier de Schutter মূল ভাষণ উপস্থাপন করেছিলেন। কৌশল প্রণয়ন বিষয়ক প্যানেল আলোচনপর্বে নানু ঘাটানি তাঁর অভিজ্ঞতা[৩] বিনিময় করেছিলেন : খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিষয়ে জেন্ডার পরিস্থিতিকে বিবেচনায় আনতে বিকল্পসমূহ কী কী হতে পারে।

সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ নিচে দেওয়া হলো :

মালাইন : অনুগ্রহ করে আপনার সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

নানু : আমার নাম নানু ঘাটানি। আমি নেপালের Kavre জেলার একজন কৃষক। আমি প্রায় ১৫ বছর ধরে কৃষিকাজ করছি। আমাদের পাঁচ সদস্যের পরিবার— দুটো মেয়ে, আমার স্বামী আর আমার শাশুড়ি। আমার বয়স এখন ৩৫ বছর। আমার মেয়েরা এখন কলেজে পড়ছে।

মালাইন : আপনি কি আমাদের বলবেন, কীভাবে আপনি সামাজিক কাজের সাথে জড়িয়ে গেলেন, এবং নারী হিসেবে সম্প্রদায়ের একজন নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে বা কৃষক হওয়ার ক্ষেত্রে কী আপনাকে উৎসাহ যুগিয়েছে?

নানু : আমি একটা অনুন্নত, সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এসেছি। আমি বিয়েও করেছি একটা দরিদ্র পরিবারে। আমার সমাজ বারবার যে বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবমাননার মুখোমুখি হয়েছে তা আমি সহ্য করতে পারি নি। আমি বিশ্বাস করেছিলাম এটা তাদের প্রাপ্য ছিল না এবং আমার নিজের কিছু করার আছে; আর সে-কারণেই আমি এই কাজে যুক্ত হয়েছিলাম।

মালাইন : কী কী কারণ আপনাকে এই সংগ্রামের রাস্তায় যুক্ত করতে সক্ষম করেছিল এবং এই সংগ্রামে আপনাকে কে সহযোগিতা করেছিলেন? আমাকে যদি HIMAWANTI সম্পর্কে আরো কিছু বলেন— এই সংগঠনটা কী কী করেছিল? কতজন সদস্য এর সাথে যুক্ত ছিলেন?

নানু : প্রাথমিকভাবে আমি নিজেই শুরু করেছিলাম। আমার এই সংগ্রামের পথে আমি অনেক মানুষের উৎসাহ পেয়েছি, বিশেষ করে বিভিন্ন নারীর। এই দীর্ঘ সময়ে আমার সাথে NariChetna, WOCAN, HIMAWANTI-র মতো কিছু সংগঠন এবং সরকারের কিছু সংস্থার পরিচয় ঘটেছিল, যারা আমাদের কাজকে অর্থ প্রদানসহ নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল। আমরা ৩ সদস্যের একটি দল গঠন করে শুরু করি, যারা সবাই প্রথমে নেপালি ১০ রুপি (০.১০ আমেরিকান ডলার) করে চাঁদা দিই। এখন আমাদের নারী সদস্যসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬১৪ জন [একটি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি)-র ৯টি ওয়ার্ড মিলে]

মালাইন : নেপালে আপনার এলাকায় নারী কৃষকেরা সাধারণত কী কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়?

নানু : নারীরা তাদের পরিবার থেকে খুবই কম সহযোগিতা পায়। তারা তাদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। নারীদের হাতে খুব সামান্য টাকাপয়সা থাকে। তাদের দৈনন্দিন গৃহকর্ম এবং পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা ও যত্ন নেওয়ার পর খুব অল্প সময়ই অবশিষ্ট থাকে। তদুপরি, নারীরা রেডিও বা টেলিভিশন থেকে খুব অল্প সংবাদ বা তথ্য জানার সুযোগ পায়, যেহেতু তাদের এটার জন্য কোনো সময় থাকে না, বা এটা দেখার কোনো উপায় থাকে না। সরকারও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ চায় না। এমনকি যদি নারীরা এ বিষয়ে আগ্রহ দেখায় এবং এ সকল সময়ে উপস্থিত হয়, তখনো তাদের আওয়াজ খুব একটা শোনা যায় না, এবং তাদের মতামতকে সরকারের লোকজন উপেক্ষা করে যান।

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১] HIMAWANTI সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন : www.nhimawanti.org.np/

[২] এই আলোচনার বিষয়ে আরো জানতে দেখুন : www.wocan.org/news/wocan-fao-adb-conduct-asia-and-pacific-regional-high-level-consultation-gender-food-security#sthash.ou7tc3KI.dpuf

[৩] নানুর কথা শুনতে দেখুন : www.youtube.com/watch?v=iPvXOgbmlw

মালাইন : কেন আপনি ভাবছেন যে এই চ্যালেঞ্জটা ব্যক্তি থেকে সমষ্টি পর্যায়ে ঘটে চলেছে? এটা কি নেপালী সমাজে একটা মেয়ের কাছে কী কী প্রত্যাশা করা হয় সে কারণে ঘটছে? এখানে মেয়েদের কাছে সমাজ কী কী প্রত্যাশা করে?

নানু : নেপালে তাদেরই ভালো মেয়েমানুষ মনে করা হয় যারা বাড়ির দায়িত্বে থাকে, বাচ্চাকাচ্চা ও বয়স্কদের সামলায়, পরিবারের জন্য মজাদার খাবারদাবার তৈরি করে, ঘরদোর সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার করে রাখে, বাচ্চা নেয় এবং মাঠঘাটসহ গৃহকর্মের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর যেসব মেয়ে বাড়ির বাইরে যায় অথবা প্রকাশ্যে কথা বলে তাদের ভালো মেয়েমানুষ ধরা হয় না। ছেলেরা বাড়ির বাইরে কাজে যাবে, পরিবাবের জন্য খাবার জোগাড় করবে এবং পরিবারকে রক্ষা করবে এটা প্রত্যাশা করা হয়; এবং মেয়েরা হবে ঘরের সৌন্দর্য। তাই মেয়েদের উৎসাহিত করা হয় বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে থাকতে। এটা এমনকি শিক্ষিত মেয়েদের কাছেও প্রত্যাশা করা হয়।

মালাইন : মেয়েদের কাছে প্রত্যাশিত এই দাবিদাওয়ার বৃত্তের বাইরে আপনি কীভাবে যেতে সক্ষম হলেন?

নানু : প্রথমত, আমি আমার নিজের সাহস সঞ্চয় করেছিলাম; এবং আস্তে আস্তে আমি পরিবার ও সমাজের কাছে বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্য করেছি। এভাবে যে, আমি যা করছি তা খারাপ কিছু না— একজন ভালো সমাজকর্মী, ব্যবস্থাপক, পরামর্শক হিসেবে কাজ করছি; একইসাথে পরিবার ও গৃহকর্মের দায়িত্ব পালন করছি; মাঠঘাট ও গবাদিপশুও সামাল দিচ্ছি। আমার পরিবার আমার বাইরে কাজের জন্য একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, যেটাকে ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছে, যেহেতু আমি আমার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে নিজেকে একেবারেই প্রত্যাহার করে নিই নি। আমার স্বামী আমার বাড়ির বাইরে গিয়ে কাজ করায় প্রথম দিকে খুব একটা খুশি ছিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে সে আমাকে সহযোগিতা করেছে। যখন আমি একটা কাজে সফল হলাম, তখন আমি উৎসাহিত হলাম আরেকটা কাজ নেওয়ার। এভাবেই আমি এগিয়ে গেছি।

মালাইন : খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিরাপত্তা বা এই মিটিং-এ আমরা যেসব বিষয় আলোচনা করলাম, সেগুলোর ক্ষেত্রে নারী/কৃষকেরা কী কী ধরনের বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়?

নানু : রীতি অনুযায়ী পরিবারের সবার খাওয়া শেষ হলে মেয়েরা খাবে। এখন যদি কোনো খাবার অবশিষ্ট না থাকে মেয়েরা শেষে অভুক্ত থাকে। মেয়েরা উপলব্ধি করেছে যে পুষ্টিকর খাবার প্রাপ্তির জন্য তাদের অনেক দূরে যাওয়ার দরকার নেই, যেহেতু এর অধিকাংশই তারা তাদের রান্নাঘরে বসেই পেতে পারে। আমরা যদি আমাদের স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য খাবারগুলো খেতে পারি; যেমন, দানাদার খাদ্য, দুধ, প্রাণীজ আমিষ এবং শাকসবজি— এগুলোই আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারে, বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, ঋতুবতী তরুণী ও অন্য মেয়েদের। দিনে দিনে বিষয়গুলো পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন আমাদের নারীদের ২১টি দল রয়েছে। কাজেই মেয়েরা পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সহজেই তথ্য পেতে পারে। আমরা অনেক সময় স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিশেষ বিষয়ে মেয়েদের বলার জন্য স্থানীয় সরকারের বিশেষজ্ঞদেরও আমন্ত্রণ করি। আমরা মেয়েদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুধ, শাকসবজি, বীজ ইত্যাদি বিক্রি করি। সে কারণে পুষ্টি বিষয়ে মেয়েরা এখন যথেষ্ট জেনেছে এবং এ বিষয়ে তারা যথেষ্ট সচেতন।

মালাইন : মেয়েরা স্বাভাবিক অবস্থায় যা খায় এবং গর্ভবতী অবস্থায় যা খায়, এ দুয়ের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? গর্ভবতী মেয়েদের খাওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আছে অথবা বিশেষ খাবার খাওয়ার নির্দেশনা আছে? গর্ভবতী মেয়েদের খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে এখন কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়?

নানু : অবশ্যই অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগে গর্ভবতী নারীদের বিশেষ পুষ্টির প্রয়োজন বিষয়ে খুবই অল্প সচেতনতা ছিল। ভুল ধারণা ছিল যে, যদি তুমি বেশি বেশি খাও তবে তোমার বাচ্চা অনেক বড়ো হয়ে যাবে, ফলে প্রসবের সময় খুব কষ্ট হবে। কিন্তু এখন খাদ্য গ্রহণ ও গর্ভধারণ বিষয়ে সবাই সচেতন হয়েছে, যেহেতু তারা সবাই গর্ভকালীন ও প্রসব-উত্তর পরীক্ষার জন্য যাচ্ছে। তারা আয়রন ট্যাবলেট খাচ্ছে এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য টিকা নিচ্ছে; যেমন, যক্ষ্মা। নারী স্বাস্থ্য-স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে, যারা সমাজের সবাইকে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করছে।

মালাইন : গ্রাম থেকে সবচেয়ে কাছের মাতৃস্বাস্থ্য ক্লিনিকটা কত দূরে? তারা কি বাসায় অথবা ক্লিনিকে সন্তান জন্ম দেয়?

নানু : গর্ভবতী অবস্থায় স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়াটা তাদের জন্য ঘণ্টাখানেকের হাঁটা পথ। কিন্তু প্রসবকালীন সেবা দেওয়ার মতো ব্যবস্থা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নেই। কাছের হাসপাতালে যেতে (গাড়িতে করে ও হাঁটা

পথ মিলিয়ে) ঘণ্টাতিনেক সময় লাগবে। তা সত্ত্বেও, হাসপাতালের খরচ অনেক বেশি (যাতায়াত ও চিকিৎসা খরচ মিলিয়ে), তাই সাধারণত মেয়েরা বাসায়ই সন্তান প্রসব করে। তারা মনে করে টাকাটা খাবারের জন্য ব্যয় করা যাবে। স্বাস্থ্য-স্বেচ্ছাসেবকরা বলেন যে, যদি সন্তান জন্ম দিতে ২৪ ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়, তবে জরুরি ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের হাসপাতলে নিতে হবে।

মালাইন : প্রসূতি ও শিশুর কোনো ধরনের জটিলতা, অসুস্থতা, মৃত্যুর মতো কোনো ঘটনা কি ঘটে না? আর গর্ভকালে মাঠে কাজ করার সময় মেয়েদের কী ধরনের সমস্যা হয়?

নানু : হ্যাঁ, এমন কিছু ঘটে। কিন্তু এটার হার আগের চেয়ে কমে গেছে। সাধারণত জন্মের পর ফুল (placenta) পড়া নিয়ে সমস্যা হয়। সাধারণত, মেয়েরা হাসপাতালে যায় যদি কোনো সমস্যা হয়। স্বাস্থ্যসমস্যা নিয়ে খুঁতখুঁতে এমন মেয়ে গ্রামে খুব কম।

মালাইন : আপনার এলাকায় দুটো বাচ্চা নেওয়ার প্রবণতা কি স্বাভাবিক? আপনি কি মনে করেন, কতগুলো বাচ্চা তারা নিতে চায় সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার আছে এবং তারা সেটার প্রয়োগ করে?

নানু : আমরা গরিব মানুষ এবং অনেক বাচ্চা হলে তাদের মানুষ করা ও লেখাপড়া শেখানো আরো কঠিন হবে। যখন আমি বাইরের দুনিয়াটা বুঝতে শিখলাম আমিও উপলব্ধি করলাম যে বাচ্চাকাচ্চা কম হলেই ভালো, বিশেষ করে আর্থিক ব্যয়, ইত্যাদি ভেবে।

মালাইন : আপনি এবং আপনার এলাকার মেয়েরা কি জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? এ বিষয়ে ছেলেদের প্রতিক্রিয়া কী?

নানু : ছেলেরা ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের দায়দায়িত্ব মেয়েদের, সে-কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টা মেয়েদের ওপর গিয়ে পড়ে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খুব একটা সহজলভ্য নয়, সে-কারণে মেয়েরা হাসপাতাল থেকে নরপ্লান্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মেয়েরা এটা পছন্দও করে, কারণ এটার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়।

মালাইন : এই সম্মেলনে বলা হলো, ক্ষুধা মোকাবেলা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মেয়েরাই হচ্ছে অনাবিষ্কৃত গোপন শক্তি। আপনি কী মনে করেন?

নানু : আমি এই বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত। মেয়েরা পরিবারের খাদ্য-ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য-বণ্টনে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মালাইন : নারীনেত্রী হিসেবে এত বছরের অভিজ্ঞতায় আপনি কোন অর্জনগুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি গর্ব করেন এবং আপনার সংগঠন আসলে কী অর্জন করতে পেরেছে?

নানু : সবাই আমাকে সমাজকর্মী-নেতা নানু হিসেবে চেনে, এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। যখন আমি দেখি যে আমার পরামর্শগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং যখন দেখি যে আমার সমাজের মেয়েদের অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে, তখন আমি খুব গর্ব অনুভব করি।

আমার সমাজে *HIMAWANTI*-র কাজের অংশ হিসেবে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে; মেয়েরা তাদের শক্তির জায়গাগুলো শনাক্ত করতে পেরেছে এবং তারা অনুভব করছে যে তারা কিছু করতে পারে। তারা আর্থিকভাবে অনেকটা স্বাবলম্বী হয়েছে এবং সমাজে তাদের প্রতি যে বৈষম্য রয়েছে সেগুলো তারা এখন শনাক্ত করতে পারে এবং এ বিষয়ে কথা বলতে তারা ভীত নয়।

মালাইন : সরকারের কাছে আপনার প্রধান চাওয়াটা কী?

নানু : কৃষি বাজেটে যে বরাদ্দই দেওয়া হোক, নারী কৃষকদের বিষয়টা বিবেচনায় আনতে হবে এবং এটা থেকে তারা যাতে সুবিধা পেতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। টাকাটা সরাসরি নারী কৃষকদের হাতে যেতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নারীদের সরাসরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে— শুধু হোটেল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ নয়, এর সাথে ঘরে বসে নারীরা খাদ্যের পুষ্টিগুণ একটুও না কমিয়ে কীভাবে রান্না করবে তার প্রশিক্ষণও দিতে হবে।

মালাইন : অন্য নারী কৃষক যারা সংগঠিত হতে চায়, তাদের প্রতি আপনার পরামর্শ কী?

নানু : নিজের থেকে পরিবর্তন শুরু করো। আর পরিবর্তন হতে পারে একমাত্র তখনই, যখন নারীরা বাড়ির বাইরে যাবে।

নেপালি ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন কপিলা থাপা (***KopilaThapa*), *Gender and Development Studies, Asian Institute of Technology, Thailand***। নানু ঘাটানির সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে এই ইমেইলে : **nhimawanti@gmail.com**

দেশীয় ও আঞ্চলিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে আন্তঃদেশীয় ভ্রাম্যমাণ জার্নাল

পৃথিবীর দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রামীণ নারীরা তাদের অধিকার আদায়ে, বিশেষ করে তাদের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে নিজেদের সৃজনশীলভাবে ক্ষমতায়িত করছে। এশিয়া ও আফ্রিকায় তারা তাদের জীবন-বাস্তবতাকে এমন সক্রিয়ভাবে তুলে ধরছে, যা তাদের ক্ষমতায়ন করছে, তাদের বর্তমান বাস্তবতাকে পরিবর্তিত করছে এবং এতে করে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে তাদের সম্মিলিত দাবি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে আছে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনায়।

গত বছর[১] Asian Rural Women's Coalition (ARWC) কর্তৃক গ্রামীণ নারীদের প্রথম আন্তঃদেশীয় ভ্রাম্যমাণ জার্নালের একটা সফল বাস্তবায়নের পর ARWC-এর সথে Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) দ্বিতীয় ভ্রাম্যমাণ জার্নাল প্রকল্প 'Our Stories, One Journey: Empowering Rural Women in Asia and Africa on Sexual and Reproductive Health and Rights'-এর সাথে যুক্ত হয়।

২০১৪ সালের শুরুর দিকে ভ্রাম্যমাণ জার্নাল প্রকাশ করা হয় এবং এটা আশা করা হয় যে, লেখাগুলো শুধু গ্রামীণ নারীদের দারিদ্র্যের স্বরূপ এবং সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সীমিত সুযোগের বিষয়টাই তুলে ধরবে না, তুলে ধরবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংকট বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্যের ওপর তার প্রভাব বিষয়েও। এই লেখা/কাহিনিগুলো বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সংযোগের জায়গাগুলোও স্পষ্ট করবে; ফলে এগুলো অ্যাডভোকেসির জন্য প্রমাণ সরবরাহ করবে যে, খাদ্য অধিকার ও খাদ্য সার্বভৌমত্বের দাবিতে নারীর শরীরের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারের কেন্দ্রীয় বিষয়টিকেও সামনে আনা প্রয়োজন।

এই জার্নাল সাতটি দেশ[২] ঘুরেছে এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরো দশটি দেশ[৩] ঘুরবে; দারিদ্র্য, পুষ্টি এবং খাদ্য সার্বভৌমত্বের সাথে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকারের আন্তঃসংযোগের কাহিনি সংগ্রহের জন্য, গ্রামীণ নারীরা তাদের গৃহে, গ্রামে ও সংগঠনে যেগুলোর মুখোমুখি হয়। চলমান ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন অ্যাজেন্ডায় কীভাবে এই বিষয়গুলো যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর)-এর সাথে সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন সে-বিষয়ে এই লেখাগুলোতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩৭ বছর বয়েসি লিলিয়ান ফালইয়ো (Lillian Falyao) উত্তর ফিলিপাইনের ব্যঙ্গুয়েট (Benguet) প্রদেশের খনি শ্রমিকদের একজন নেত্রী। তিনি খনিশ্রমিকদের তাঁবুগুলোতে যে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়, যেখানে ধর্ষণের মতো ঘটনা এবং বউ-বিনিময়ের মতো ঘটনা একেবারে নৈমিত্তিক ব্যাপার, সে বিষয়ে জার্নালে তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। খাবারদাবারের অভাব, সামাজিক সেবার অপ্রতুলতা, মানসিক চাপ ইত্যাদি কারণে তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও লিলিয়ান তাঁর সমাজের নারীদের অধিকার আদায়ে কমিউনিটিতে শিক্ষা দেওয়ার কাজে, শ্রমিকদের কল্যাণে এবং এলাকায় পুনরায় খনি-সম্প্রসারণ প্রতিরোধে তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। 'আমাদের প্রতিনিয়ত শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকার প্রয়োজন আছে এবং যেভাবে আমাদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তাতে সহজেই ভেঙে পড়লে চলবে না। আমরা যদি কিছু না করি তবে আমাদের জন্য কে করবে?' লিলিয়ান জার্নালে এটা লিখেছেন। প্রথমবারের মতো বাইরের দেশ ভ্রমণ শেষে জার্নালটা পৌঁছায় ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব জাভার বন্দোওয়াসো (Bondowoso) রাজ্যের লিনার কাছে। তাঁর জার্নালে লিনা কীভাবে জোরপূর্বক বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন সে বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানান। সৌভাগ্যবশত, এটা এমন একটা সংগ্রাম, যাতে তাঁর সমাজের মেয়েরা আয় বাড়াতে এসআরএইচআর শিক্ষার মাধ্যমে, বাল্যবিবাহ বন্ধের তৎপরতায় অংশ নিয়ে

তথ্যসূত্র ও টীকা

১ 'Our Stories, One Journey: Empowering Rural Women in Asia' ২০১৩ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে এশিয়ার ৮টি দেশের ৮ জন নারী লেখকের কাছে পৌঁছেছে। ১০ দিন ধরে প্রত্যেক লেখক গদ্যে, কবিতায়, চিত্রে এবং আলোকচিত্রে তাঁদের ঘরে, খামারে ও সমাজে প্রতিদিন যেসব কাজ করেন তা তুলে ধরেছেন: যেগুলো খাদ্য নিরাপত্তা, টেকসই কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো বিষয় প্রকাশ করছে।

২ ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা ও নেপাল

৩ মঙ্গোলিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, বেনিন, মালি ও সেনেগাল

তথ্যসূত্র ও টীকা

এবং নির্ভরযোগ্য জীবনের নির্বাহ নিশ্চিতের প্রচারণায় অংশ নিয়ে সহযোগিতা করছে।

জার্নালের তৃতীয় বিরতি ছিল থাইল্যান্ডের তক (Tak) রাজ্যে ৩০ বছর বয়েসি মা ঈ (Ma Ee)-র কাছে। মা ঈ বার্মা থেকে অভিবাসন করা একজন তৈরি পোশাক শ্রমিক। যখন তিনি গর্ভবতী হন, তাঁর মালিক তাঁকে গর্ভকালীন পরিচর্যার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে দেন নি। অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানায় গর্ভবতী হলে মেয়েদের চাকুরি থেকে বাদ দেওয়া হয়, যা থাইল্যান্ডের শ্রম অধিকার আইন (লেবার প্রটেকশন অ্যাক্ট)-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অনেকে যা পারেন নি, মা ঈ সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষায় ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেও তাঁর চাকুরি টিকিয়ে রাখতে। তা সত্ত্বেও তিনি সবেতন মাতৃকালীন ছুটি না পাওয়াসহ বৈষম্যমূলক বিভিন্ন আচরণের কারণে সন্তান জন্মদানের পূর্বে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। মা ঈ এখন Yaung Chi Oo Worker's Association-এ কাজ করেন। তিনি বেআইনিভাবে পরিত্যক্ত নারী বা দুস্থ নারীদের জরুরি সহায়তার জন্য একটা ত্রাণকেন্দ্র পরিচালনা করেন। যারা প্রায়শই যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এবং যাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বিষয়ে খুব অল্প জ্ঞান ও সুযোগ আছে, তাদের মতো দুস্থদের নিয়ে কাজ করার সময় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো তাঁকে সহযোগিতা করে। অ্যাডভোকেসি উপকরণ হিসেবে সকল নারী লেখকের লেখা এবং এগুলোর একটি ভিডিওচিত্র একত্রে প্রস্তুত করা হবে, যেগুলো আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস এবং এ বছরের শেষের দিকে ARROW-র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ARROW এবং ARWC-র নীতি নির্ধারণী বিষয়ের অংশ হিসেবে গৃহীত হবে।

এই প্রকল্প বিষয়ে আরো জানার জন্য দেখুন : http://travellingjournal.asianruralwomen.net/srhr/

জাজমিন্দা লুমাং (**Jazminda Lumang**), সমন্বয়কারী
The Travelling Journal, ARWC. Email jaz.arwc@gmail.com

এশিয়ার নারী কৃষকের কথা

এশিয়ার কৃষি শ্রমিকদের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশই হচ্ছে গ্রামীণ নারী।[5] তবু তারা কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি, বন, বীজ ও পানির মতো মূল সম্পদ থেকে এখনো বিচ্ছিন্ন আছে। তারা বিশ্ব বাজার, দামের অনিশ্চয়তা, উচ্চ উৎপাদন খরচ, ভূমি দখল, বীজের ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়া, জলবায়ুর অনিশ্চয়তার মতো অসম প্রতিযোগিতারও সম্মুখীন। নারী কৃষকেরা পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করা ও ঘরবাড়ির কাজ করাসহ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের দ্বৈত বোঝা বহন করে। ফসল বপন, ফসল তোলা, সংরক্ষণ করা, উপযোগী করা এবং সার ছিটানোসহ কৃষির সিংহভাগ কাজ মেয়েরা করে, যেগুলো শারীরিকভাবে শ্রমসাধ্য কাজ এবং যার ফলে তাদের বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি ডেকে আনছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সীমাবদ্ধ জীবনমানের সুযোগ, আয়স্বল্পতা, কাজের ক্রমাগত চাপ, খাদ্য অনিরাপত্তা এবং অপুষ্টি, যেগুলো আবার যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্যসহ দুর্বল স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।

"নারীর ভূমিকা শুধু কলতলা, বিছানা আর রান্নাঘরে নয়। নারীরা একটা সংগঠনের উন্নয়ন বা অধঃপতনও নিশ্চিত করতে পারে।"

সূর্যতি, কৃষক ও সমাজনেতা
ইন্দোনেশিয়া

[5] Food and Agricultural Organisation (FAO). (2014). The State of Food and Agriculture in Asia and the Pacific 2014. Bangkok, FAO Regional Office for Asia and the Pacific. Retrieved from www.fao.org/docrep/019/i3625e/i3625e.pdf

আমাদের কাহিনি, একটি ভ্রমণ : এশিয়ার গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন, একটি ভ্রাম্যমাণ জার্নাল[২] হচ্ছে একটি যৌথ উদ্যোগ, যা গ্রামীণ নারীদের জীবন বাস্তবতা ও মতামতকে নথিবদ্ধ করার মাধ্যমে এদের ক্ষমতায়ন করার উদ্দেশ্যে Pesticide Action Network Asia Pacific (PAN AP), the Asian Rural Women's Coalition (ARWC) এবং Oxfam's GROW ক্যাম্পেইন, যা ২০১৩ সালের ৮ মার্চ শুরু হয়। এই জার্নাল ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, চীন, কম্বোডিয়া, ভারত, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনাম— এই ৮টি দেশে ভ্রমণ করেছে; লিপিবদ্ধ করেছে ৮ জন নারীর ১০ দিনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিবরণ। নারী কৃষকেরা তাঁদের দৈনন্দিন কাজের বিবরণ, তাঁদের সাথে সমাজের সম্পর্ক, কীভাবে তাঁরা সমাজের নানা বিষয় মোকাবেলা করতে নিজেদের সংঘবদ্ধ করেছেন এসব বিষয় নিয়ে লিখেছেন। সেগুলো তাঁরা গদ্যে, কবিতায়, চিত্রে, আলোকচিত্রে এবং গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের বক্তব্য সহজ কিন্তু শক্তিশালী, যেগুলো কৃষিকে আরো সুষম, বৈষম্যহীন এবং টেকসই ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলবে। তাদের সেই ৮টি লেখার মধ্যে এখানে ২টি লেখা তুলে ধরা হলো।

৩৬ বছর বয়েসি **সুর্যতি (Suryati)** ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এর পাংগালেংগান (Pangalengan)-এর একজন কৃষক এবং সম্প্রদায়ের নেতা। তিনি আজ ৮ বছর ধরে সেরুনি (Seruni) নামের একটি সংগঠনের সদস্য, যারা ভূমি-অধিকার নিয়ে কাজ করছেন। একটা দরিদ্র কৃষি পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি সমাজে নারীদের ভূমিকার গুরুত্ব ও বহুমুখীনতা উপলব্ধি করেন। তিনি লিখেছেন : 'নারীর ভূমিকা শুধু কলতলা, বিছানা আর রান্নাঘরে নয়। নারীরা একটা সংগঠনের উন্নয়ন বা অধঃপতনও নিশ্চিত করতে পারে।' তাঁর কবিতায় তিনি বর্ণনা করেছেন গ্রামীণ নারীর দৈনন্দিন সংগ্রামের চিত্র এবং তাদের আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে : '...দুমড়ে দিতে শাসনবেড়ি গণবিরোধীর, যৌথভাবে আঁকড়ে ধরো হাত।' (*...arise united clench your hand to fight anti-people regime.*)

লি জিজেন (Li Zizhen) চীনের একজন ৫০ বছর বয়েসি নারী কৃষক। তিনি রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমাতে কাজ করছেন। তিনি লিখেছেন : 'শাকসবজিতে, বিশেষ করে কীটনাশক ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে। বিশেষ করে গর্ভবতী মেয়েদের কীটনাশক ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে হবে। মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি আরো মনোযোগ দিতে হবে...'।

তাঁদের বক্তব্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি-নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরতে ১৯১৩ সালের ৭-১১ অক্টোবর রোমে অনুষ্ঠিত Food and Agriculture Organisation's Committee-র খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক ৪০তম অধিবেশনে এই জার্নাল উপস্থাপন করা হয়েছিল। এটা আরও আলোচিত হয়েছিল ক্ষুদ্র চাষিদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক অধিবেশনেও। এই দাবিগুলো ২০১৩ সালের ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস এবং ১৬ অক্টোবর আন্তর্জাতিক খাদ্য দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে বিভিন্ন দেশের সমন্বিত কার্যক্রমেরও কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল।

একটি সফল পরিভ্রমণ শেষে, জার্নালটি এখন এর দ্বিতীয় পর্যায়ে এশিয়া ও আফ্রিকার ১৭টি দেশ পরিভ্রমণ করছে। এই দেশগুলো হচ্ছে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা, নেপাল, মঙ্গোলিয়া, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, সেনেগাল, বেনিন এবং মালি। ARWC-এর সাথে Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) হচ্ছে জার্নালের দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়োজক; এ পর্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে গ্রামীণ নারীদের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে।

মারজো বুসতো (Marjo Busto), Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PAN AP) and Secretariat to the Asian Rural Women's Coalition (ARWC).
Email: marjo.busto@panap.net and secretariat@asianruralwomen.net

তথ্যসূত্র ও টীকা

[২] Asian Rural Women's Travelling Journal বিষয়ে আরো জানতে এবং অন্য লেখা পড়তে দেখুন : http://travellingjournal.asianruralwomen.net/

পুষ্টিজনিত রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে স্থানীয় সমাধান

ভারতের একটি দৃষ্টান্ত

২০১৩ সালে সারা বিশ্বে প্রায় ২ লক্ষ ৮৯ হাজার মাতৃমৃত্যু ঘটেছে। এর তিন ভাগের একভাগ মৃত্যু ঘটেছে ভারত এবং নাইজেরিয়া মিলে, যেখানে ভারতের অংশ প্রায় ১৭ শতাংশ (পঞ্চাশ হাজার) এবং নাইজেরিয়ার অংশ প্রায় ১৪ শতাংশ (৪০ হাজার)।[১] প্রসবকালে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণই বিশ্বজুড়ে ও দক্ষিণ-এশিয়ায় মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ, তবে মাতৃকালীন রক্তশূন্যতাও পরোক্ষভাবে মাতৃমৃত্যুর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এবং যা মায়েদের বাকি জীবনেও অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেয়।

পুষ্টিঘাটতি-জনিত রক্তশূন্যতা হচ্ছে রক্তশূন্যতার অন্যতম প্রধান রূপ। এই পুষ্টি উপাদানসমূহ গর্ভবতী নারী ও কিশোরীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু আয়রন ও ফলিক উপাদানের ঘাটতি মুমূর্ষুতা ও মৃত্যু, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া, রক্তক্ষরণ এবং চিকিৎসাগত জটিলতা ডেকে আনতে পারে।[২] ভারতে নারীদের প্রজননসক্ষম বয়সে (১৫-৪৯) রক্তশূন্যতার বিস্তৃতি ক্রনিক পর্যায়ে (৫৬%)[৩]; অর্থাৎ প্রতি ২ জন নারীর মধ্যে ১ জন রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত। মাতৃমৃত্যুর ১৭ শতাংশ ঘটে রক্তশূন্যতাজনিত কারণে।[৪]

অন্য ধরনের রক্তশূন্যতার কথা বাদ দিলে, পুষ্টিগত রক্তশূন্যতাকে আয়রন, প্রোটিন এবং ভিটামিন এ ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার নিশ্চিত করে প্রতিরোধ করা সম্ভব। আয়রনসমৃদ্ধ খাবার দুনিয়ার অধিকাংশ স্থানে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য এবং সে কারণে যথাযথ খাবার দিয়ে সহজেই আয়রন ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে পৌছানো যায়। তা সত্ত্বেও পুষ্টি ও স্থানীয় খাবার সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি এবং অন্যান্য সামাজিক ও কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ, বিশেষ করে দারিদ্র্য ও জেন্ডার বৈষম্য, ভারতে পুষ্টিগত রক্তশূন্যতাকে অব্যাহত রাখতে ভূমিকা রাখছে।

রক্তশূন্যতা প্রতিরোধ করতে ভারতের স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৭০ সালে জাতীয় পুষ্টিস্বল্পতা প্রতিরোধ কর্মসূচি (National Nutrition Deficiency Prophylaxis Programme) চালু করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী এবং স্কুল-পূর্ব শিশুদের রক্তশূন্যতা কমানোর বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯১ সালে জাতীয় পুষ্টিজনিত রক্তশূন্যতা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (National Nutritional Anaemia Control Programme) গৃহীত হয়। তা সত্ত্বেও, এই কর্মসূচি স্থানীয় খাদ্য খাওয়ার ক্ষেত্রে এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা যেমন AYUSH (Ayurveda[৫], Yoga, Unani[৬], Siddha[৭] and Homeopathy) গ্রহণের ওপর খুব জোর দিতে পারে নি।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও গুজরাট ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি খুবই খারাপ। যদিও গুজরাটে ১ লক্ষ জীবিত শিশুর জন্মপ্রতি মাতৃমৃত্যুহার (এমএমআর) ২০০১ সালের ১৭২-এর তুলনায় হ্রাস পেয়ে ২০১৩ সালে ১২২ হয়েছে[৮], তবু অর্ধেকেরও বেশি (৫৫%) প্রজননসক্ষম নারী রক্তশূন্যতায় ভোগেন; ৩৬.৩ শতাংশ নারী উচ্চতার অনুপাতে কম ওজনের (body mass index-BMI); এবং ২১.৩ শতাংশ নারী স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক ওজনের অথবা মোটা।[৯]

২০০৪-২০০৬ মেয়াদে Centre for Health, Education, Training and Nutrition Awareness (CHETNA) এবং তার সহযোগীরা[১০] গুজরাটে পুষ্টিসংকটগত রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে একটা সমাজভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এটা করা হয়েছিল জনসাধারণের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় স্থানীয় খাবার ও শাকসবজিকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করে। প্রকল্পটি Sabarkanthaand Mehsanain Gujarat-এর-Malpur, Satlasna ব্লকের ৪৯টি গোত্রের নারী ও শিশুদের ভগ্নস্বাস্থ্য ও অপুষ্টি এবং আয়স্বল্পতার ওপর ভিত্তি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারীসহ দাই বা স্থানীয় ধাত্রী, শিশু ও কিশোরী নারীরা ছিল এই সমীক্ষার মূল নির্ধারিত গ্রুপ। ১০০-রও বেশি AYUSH ডাক্তার এই

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১] World Health Organisation (WHO) et al. (2014). Trends in maternal mortality: 1990 to 2013. Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank and the United Nations Population Division.Geneva: WHO. প্রাপ্তিসূত্র : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112682/2/9789241507226_eng.pdf

[২] Thanenthiran, S., Racherla, S.J. &Jahanath, S. (2013). Reclaiming and redefining rights: ICPD+20: Status of sexual and reproductive health and rights in Asia.Kuala Lumpur: ARROW. প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/publications/ICPD+20/ICPD+20_ARROW_AP.pdf

[৩] ঔnternational Institute for Population Sciences (IIPS)& Macro International.(2007). National Family Health Survey (NFHS-3), 2005–06: India: Volumes I.& II. Mumbai: IIPS. প্রাপ্তিসূত্র : www.rchiips.org/nfhs/nfhs3_national_report.shtml

[৪] Racherla, S.J. (Ed.). (2009). Reclaiming and Redefining Rights-Thematic Series 4: Maternal Mortality and Morbidity in Asia.Kuala Lumpur:ARROW. প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/publications/ICPD+15Country&ThematicCaseStudies/MaternalMortality&MorbidityinAsia.pdf

[৫] আয়ুর্বেদ ভারতীয় উপমহাদেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত এক ধরনের জনপ্রিয় ও বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি।

[৬] ইউনানী হচ্ছে প্রাচীন গ্রিস ও রোমানদের চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে দক্ষিণ-এশিয়ার দেশসমূহে চালু এক ধরনের স্থানীয় চিকিৎসাপদ্ধতি।

[৭] সিদ্ধ হচ্ছে অন্যতম প্রাচীন একটা চিকিৎসাপদ্ধতি, যার উদ্ভাবন দক্ষিণ ভারতে।

[৮] Sample Registration System Bulletin, December 2013

প্রকল্পে সহযোগিতা করেছিল। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রক্তশূন্যতা বিষয়ে নারীদের ধারণা, তার কারণ, ব্যাপ্তি ও চিকিৎসা নিয়ে জানতে প্রায় ১০০-র অধিক স্থানীয় নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল। নারীরা রক্তশূন্যতা সম্পর্কে যা চিহ্নিত করতে পেরেছিল তা হচ্ছে, এটা এক ধরনের দুর্বলতা যা অতিরিক্ত কাজ করলে, মানসিক চাপ বাড়লে এবং ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া না করলে হয়। তারা রক্তশূন্যতা প্রতিরোধ করতে পারে এমন সাত ধরনের দানা জাতীয় খাবার, চার ধরনের শাক এবং পাঁচ ধরনের ভেষজ শনাক্ত করতে পেরেছিল।[১১] এই তথ্যগুলো স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়াদি প্রচারের জন্য প্রস্তুতকৃত শিক্ষা ও সচেতনতামূলক উপকরণসমূহে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রক্তশূন্যতা চিকিৎসায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মৌলিক বিষয়গুলো সামনে আনা হয়েছিল এবং যেসব খাদ্য ও ভেষজ আয়রনসমৃদ্ধ, সেগুলো চিহ্নিতকরণ ও সংক্ষিপ্ত তালিকাকরণও করা হয়েছিল। যোগাযোগ ও প্রচারণা কৌশলের মধ্যে কীভাবে রক্তশূন্যতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করতে হয় সে তথ্য প্রচারের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে মিটিং এবং মেলা আয়োজনের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্কুলগুলোতে সাপ্তাহিক যোগব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হতো এবং পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের শেখানো হতো কীভাবে শরীরের নানা বৈশিষ্ট্য খেয়াল করে, যেমন ত্বকের ঔজ্জ্বল্য দেখে, তারা বুঝতে পারবে তাদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কতটা সে বিষয়ে। এর সাথে পুরো পরিবারের জন্য পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হতো এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধের দোকান থেকে নারীদের বিনামূল্যে ভেষজ ওষুধ বিতরণ করা হতো। কৃষক, বিশেষ করে সমাজের নারী কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আরো একটা কৌশল গৃহীত হয়েছিল। ২০০-রও বেশি কৃষককে পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ ফসল এবং ভেষজের চাষ করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। কোনো ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার ছাড়াই স্বাভাবিক চাষাবাদ প্রক্রিয়াও তাদের শেখানো ও বোঝানো হয়েছিল; এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ স্থানীয় জাতের ফসলের চারা রোপণের জন্য দেওয়া হয়েছিল।

এই উদ্যোগ রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য খাদ্য ও ভেষজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলে; এবং এটা দেখা যায় যে আয়রনের ঘাটতি স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিলেই কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব। খাবারদাবারে পরিবর্তন ও খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনে এবং ভেষজ ওষুধপত্র ব্যবহার করেই ছয় মাসের মধ্যে ৫০ জনের মধ্যে ৮০ শতাংশ নারীর হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে (শতকরা ২ গ্রামের ওপরে)। নারীরা আরো বলেছেন, তারা আগের মতো ক্লান্ত হয়ে পড়েন না। এই প্রকল্পের ফলাফলগুলো International Women and Health Meeting (IWHM)-এর মতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সভা ডেকে রাজ্যের নারীবাদী সংগঠনসমূহ এবং গুজরাট রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর (Department of Health and Family Welfare, Government of Gujarat), AYUSH-এর পরিচালক এবং পত্রপত্রিকাকে জানানো হয়েছিল।

এই পাইলট প্রকল্প থেকে এটা বোঝা যায় যে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে পুষ্টিগত রক্তশূন্যতা স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ নিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব। জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের নীতিসমূহে অবশ্যই রক্তশূন্যতাকে একটা জটিল পুষ্টিগত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, যার কারণে ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ, বিশেষ করে নারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভেষজ ওষুধের সাথে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া— অপুষ্টি প্রতিরোধ কৌশলে এ দুয়ের সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ধরনের প্রচেষ্টা স্বল্পব্যয়ী এবং এটা সমাজের শক্তি বাড়ায়, বিশেষ করে এতে পুষ্টিপ্রাপ্তি ও সুস্বাস্থ্যের বিষয়টা মেয়েদের আয়ত্তের মধ্যে থাকে। উপরন্তু এতে :

- রক্তশূন্যতা হ্রাসের জন্য AYUSH বিভাগের প্রাকৃতিক ও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য খাবার, ভেষজ ও ভেষজ জাতীয় খাবারের ওপর বহুমাত্রিক একটা সমন্বিত গবেষণায় বিনিয়োগ করা প্রয়োজন;
- সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয় জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্যোগ হিসেবে অবশ্যই তথ্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারকে উৎসাহ প্রদানের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করবে; এবং
- জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ বোর্ড (National Medicinal Plants Board) এবং কৃষি মন্ত্রণালয়-এর পুষ্টিগত রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে ভেষজ উদ্ভিদের চাষকে উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন।

সকলের জীবন, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের মান উন্নয়ন করার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা।

স্মিতা বাজপেয়ি (Smita Bajpai) কর্মসূচি সংগঠক
Centre for Health, Education, Training and Nutrition Awareness (CHETNA), India.
Email: chetna456@gmail.com

তথ্যসূত্র ও টীকা

[৯] International Institute for Population Sciences (IIPS) and Macro International. (2008). National Family Health Survey (NFHS-3), India, 2005-06: Gujarat. Mumbai: IIPS. প্রাপ্তিসূত্র : www.rchiips.org/nfhs/NFHS-3%20Data/gujarat_state_report_for_website.pdf

[১০] সহযোগীদের মধ্যে ছিল Social Action for Rural and Tribal In-Habitants of India (SARTHI),Vikram Sarabhai Centre for Development Interaction (VIKSAT), Young Citizens of India Charitable Trust, and Government Departments, Gujarat State and District AYUSH Departments, and District Horticulture and Education Departments]

[১১] স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত আয়রনসমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : www.mdg5watch.org/CHETNA/12-Food%20and%20Herbs.pdf

ARROW-এর এসআরএইচআর বিষয়ক জ্ঞান সহভাগিতা কেন্দ্রের তথ্যভাণ্ডার

ARROW-এর এসআরএইচআর বিষয়ক জ্ঞান সহভাগিতা কেন্দ্র নারীর যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ক একটি বিশেষ সংগ্রহ পরিচালনা করে। এটি এসআরএইচআর বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে সবার অভিগম্যতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে লিখুন dc@arrow.org.my অথবা arrow@arrow.org.my ঠিকানায়।

তথ্য উপকরণ ও টীকাভাষ্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য পরিবর্তনের জন্য ARROW (এএফসি) বুলেটিনটির অনুষঙ্গ হিসেবে তৈরি **ARROW's Annotated Bibliography on Poverty, Food Sovereignty and Security, and SRHR**। এটি পাওয়া যাবে নিচের লিংকে :
http://www.arrow.org.my/IDC/Bibliographies/Poverty_FoodSov_SRHR_Annotated.pdf

Asian Development Bank. (২০১৩), *Gender equality and food security: Women's empowerment as a tool against hunger.* **Manila**: ADB. প্রাপ্তিসূত্র : www.adb.org/sites/default/files/pub/2013/gender-equality-and-food-security.pdf

নারী-পুরুষ অবস্থান খাদ্যে অভিগম্যতার একটি মৌলিক নির্ধারক, যাদের নিজস্ব খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভূমি, চাকুরি অথবা সামাজিক নিরাপত্তা রয়েছে। তবু, বিষয়টি তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেওয়া হয় নি, বা তাতে যেসব কর্মকৌশলের ভিত্তিতে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জেন্ডার সমতা ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় সমাধা করার প্রয়াস নেওয়া হয় তা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। জাতিসংঘের খাদ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার Olivier De Schutter কর্তৃক রচিত উপরোল্লিখিত প্রতিবেদনে বিশ্বের বর্তমান চ্যালেঞ্জ খাদ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, অর্থনৈতিক এবং আর্থিক সংকট ও পরিবেশগত সংকটের পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা জেন্ডারমাত্রাকে সম্পর্কিত করে, বিশেষ করে নারী এবং মেয়েদের জন্য যার ফলাফল মারাত্মক। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার তিনটি স্তম্ভ— প্রাপ্যতা, প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার— এর প্রতিবেদনে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও বিশ্বের অন্যান্য অংশে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কার্যকর কর্মকৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে দেখানো হয়েছে জেন্ডারসংবেদী পদক্ষেপ কেমন করে অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে। উক্ত প্রতিবেদনে জরুরি ভিত্তিতে প্রথাগত জেন্ডার ভূমিকায় পরিবর্তন আনার আহ্বান করা হয়েছে, পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কর্মভার বণ্টনের ধারা পালটানোর কথা বলা হয়েছে এবং কর্মকৌশলের ক্ষেত্রে পরিপূরকীয়তার ধারা অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

Caro, A. (২০১১). *Feminist perspectives towards transforming economic power. Topic 1: Food sovereignty: Exploring debates on development alternatives and women's rights.* Toronto, Mexico City, Cape Town: Association of Women's Rights in Development (AWID). প্রাপ্তিসূত্র: http://awid.org/content/download/120099/1363617/file/FPTTEC_FoodSovgty_ENG.pdf

এটা রচনামালার মধ্যে প্রথম, যাতে জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিষয়ক সাম্প্রতিক বিতর্ক বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। এতে উক্ত ধারণার ইতিহাস অন্বেষণ করা হয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক ও লাতিন আমেরিকার নারী কৃষিজীবীদের আন্দোলন একটা কেন্দ্রীয় জায়গাজুড়ে আছে; এবং জেন্ডার সমতায় সোচ্চারদের কীভাবে কৃষকদের খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও অধিকার বিষয়ক আন্দোলনের উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করা যাবে, সে বিতর্ক চাঙ্গা করতে এটা এর উদ্দেশ্য ও চ্যালেঞ্জসমূহকে উপস্থাপন করছে।

Hawkins, K. et al. (২০১৪). *Sexuality and poverty synthesis report. IDS Evidence Report 53.* Brighton: Institute of Development Studies (IDS). প্রাপ্তিসূত্র : http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/3525/ER53.pdf?sequence=1

এই প্রতিবেদন একটি নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা তুলে এনেছে, যা একটি বৃহত্তর প্রকল্পের অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়েছিল। এটি যৌনতা, লিঙ্গীয় বৈচিত্র্য/বহুত্ববাদিতা ও দারিদ্র্যের মধ্যকার সংযোগ সম্পর্ক বোঝার ওপর নিবিষ্ট ছিল এবং এটি পরিচালিত হয়েছিল যৌন পরিচয়ের কারণে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে এমন মানুষের সহায়তার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক নীতি ও কর্মসূচির উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে। ২০১২-১৩ সালের মধ্যে ফিলিপাইন, ব্রাজিল, চীন, ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা— এই পাঁচটি অগ্রাধিকারভিত্তিক দেশে দারিদ্র্য ও নীতিমালা বিষয়ক উক্ত নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষায় মানুষ, সম্পদ, তত্ত্ব, ধারণা/জ্ঞান, স্থান এবং ক্ষমতার মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক যাচাই করা হয়। ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, যৌনতার বিষয়টি সরাসরি ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও আর্থ-সামাজিক সম্পৃক্ততা এবং মানবাধিকারের প্রতিফলনের ওপর নির্ভর করে, বিশেষ করে দরিদ্র ও একেবারে প্রান্তিক মানুষের ক্ষেত্রে।

Jolly, S. (২০১০). *Poverty and sexuality: What are the connections?* Sweden: Swedish International Development Agency (Sida). প্রাপ্তিসূত্র : www.sxpolitics.org/wp-content/uploads/2011/05/sida-study-of-poverty-and-sexuality1.pdf

যদিও দরিদ্র মানুষের বেলায় যৌন অধিকার লঙ্ঘিত হবার ঝুঁকি কতখানি এবং এটা কীভাবে তাদের আরো দারিদ্র্যের ভেতরে জড়িয়ে ফেলতে পারে তার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু দারিদ্র্য ও যৌনতার মধ্যে সংযোগসূত্র পদ্ধতিগত ধারায় তা লিপিবদ্ধ করা হয় নি। উল্লিখিত গবেষণায় অর্থনৈতিক নীতিমালা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক উদ্যোগে যৌনতার ভূমিকা-সংশ্লিষ্ট সেসব বাস্তব প্রমাণ একত্রিত করা হয়েছে। এতে সাবধানবাণী দেওয়া হয়েছে যে, উন্নয়ন বিষয়ক নীতিমালা ও প্রকল্পসমূহে যৌনতার বিষয় উপেক্ষা করা হলে বঞ্চনা ও বৈষম্য আরো বাড়বে, যা এসব উদ্যোগের কার্যকরতা খর্ব করবে। উক্ত গবেষণাপত্রটি দাতাসংস্থা, নীতি-নির্ধারক এবং কর্মী, যারা অর্থনৈতিক নীতিমালা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেয়, তাদের জন্য লিখিত হয়েছে।

Mathur, A. (২০১১). *Women and food security: A comparison of South Asia and Southeast Asia.* Asia Security Initiative Policy Series No. 12. Singapore: RSIS Centre for Non-Traditional Security (NTS) Studies. প্রাপ্তিসূত্র : www.rsis.edu.sg/NTS/resources/research_papers/MacArthur_Working_Paper_Arpita.pdf

এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা রেখেও নারী, একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে, খাদ্য নিরাপত্তার অভাবে পড়ার কতখানি ঝুঁকিতে আছে। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে; পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কম থাকা এবং অল্প বয়সে বিয়ের ঘটনা বাড়ার মাধ্যমে এটা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাব ফেলে। দক্ষিণ-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উভয় অঞ্চলের নারীরা যদিও অতি নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকে, গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তুলনায় দক্ষিণ-এশিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি আরো খারাপ। উপসংহারে বলা হয়েছে, নারীর ওপর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পড়ার বিদ্যমান ঝুঁকি সামাল দিতে হলে গৃহ থেকে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নিচ-থেকে-ওপরমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি (bottom-up approach) প্রয়োজন।

Oxfam. (২০১৩). *Universal health Coverage: Why health insurance schemes are leaving the poor behind.*১৭৬ Oxfam Briefing Paper. Oxford: Oxfam. প্রাপ্তিসূত্র : fww.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp176-universal-health-coverage-091013-en_.pd

এই গবেষণাপত্রে সর্বজনীন স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে অর্থ সংকুলান সম্পর্কিত কিছু মৌলিক সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, প্রকল্পগুলো আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে নিযুক্ত মানুষদের প্রাধান্য দেওয়ায় এবং সবচেয়ে দরিদ্র আর প্রান্তিক মানুষ, যারা প্রিমিয়ামের অর্থ দেওয়ার সামর্থ্য রাখে না, বিশেষ করে নারীরা, তাদের বাদ দিয়ে রাখায় বৈষম্য বাড়িয়ে তুলতে পারে। এতে বাস্তবায়নোপযোগী পন্থা তুলে ধরা হয়েছে, সুপারিশাদি রাখা হয়েছে এবং বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের কর ফাঁকি রোধসহ স্বল্পআয়ের দেশগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে অনুদান বাড়ানোর ব্যাপারে বিশ্ব ঐক্যের জন্য আহ্বান রাখা হয়েছে।

Paruzzolo, S. et al. (২০১০). *Targeting poverty and gender inequality to improve maternal health.* Washington DC, New Delhi: International Centre of Research on Women (ICRW). প্রাপ্তিসূত্র : www.icrw.org/files/publications/Targeting-Poverty-Gender-Inequality-Improve-Maternal-Health_0.pdf

এই গবেষণায় মাতৃমৃত্যু এবং সার্বিকভাবে প্রসূতি স্বাস্থ্যের দুরবস্থার দুটি মূল কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য ও জেন্ডার মাতৃস্বাস্থ্যের মূল দুটি নির্ধারক, যা দরিদ্র এবং পশ্চাদপদ এলাকাগুলোতে মাতৃস্বাস্থ্যসেবা

অপ্রতুল, দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং পুরুষ জনগোষ্ঠীকে অধিক স্বাস্থ্যসুবিধা দেয়। জেন্ডার বৈষম্য মাতৃস্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের পথে কীভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তা বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় মাতৃস্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ধারা উন্নত করার কৌশলগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং আগামী দিনের নীতিমালায় মাতৃস্বাস্থ্যসেবা সুবিধায় অভিগম্যতার পথে আর্থিক বাধা দূর করার এবং মাতৃস্বাস্থ্যসেবার মান ও প্রাপ্যতা বাড়ানোর অবশ্য কর্তব্য বিষয়ে সুপারিশ রাখা হয়েছে। নারীর সার্বিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া; নীতিমালা ও প্রকল্পের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি হিসেবে নারীর প্রয়োজন ও বাস্তবতা সামনে রাখা; যে সকল জেন্ডার প্রথা নারীর ক্ষেত্রে মাতৃস্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ অবরুদ্ধ করে রাখে তা বদলানো; এবং নারীর ক্ষমতায়নকে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করাও গুরুত্বপূর্ণ।

Raghuram S. (২০১২). *Reclaiming and redefining Rights: Thematic series 5: Poverty, food Security and Reproductive Health and Rights – Integrating and Reinforcing State Responsibilities, Integrating Societal Action.* Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW). প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/publications/ICPD+15Country&ThematicCaseStudies/Poverty_FoodSecurity_SRHR.pdf

উক্ত গ্রন্থে দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর)-এর মধ্যে সংযোগ সম্পর্ক সন্ধান করে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী নারীর জীবনে বিদ্যমান ঝুঁকির কথা, একই সাথে এসআরএইচআর-এর ক্ষেত্রে সেসব অনুষঙ্গের প্রভাব মাথায় রেখে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। গ্রন্থে, সারা বিশ্বের তৃণমূল পর্যায়ের ভুক্তভোগী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের ধারা নির্ণয় করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেখানে এসআরএইচআর কর্মীরা দারিদ্র্যের ব্যাপকতর প্রভাব বিবেচনায় রাখবে এবং সার্বিক উন্নয়ন ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করবে। গ্রন্থে এমন একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে, যা উল্লিখিত মানবিক প্রয়োজনের সকল দিকের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশাসনের সমন্বয় ঘটাতে প্রয়াসী হবে, যার ফলে সমতাভিত্তিক উন্নয়নের একটি সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়ে উঠবে। গ্রন্থে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার কথা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা সমস্যাগুলো অনুধাবন করার উপযুক্ত একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করবে; এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও এসআরএইচআর বিষয়ক সামাজিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করবে, যাতে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী ও সরকারসমূহের সঙ্গে সাবলীল ধারায় কাজ করা সম্ভব হয়।

Ravindran, T.K.S. (২০১৪). *What it takes: Addressing poverty and achieving food sovereignty, and universal access to sexual and reproductive healthcare services.* Bridging the divide: জেন্ডার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য স্বার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকারের মাঝে যোগসূত্র অনুসন্ধান বিষয়ে প্রসঙ্গানুক্রমিক ধারাবাহিক প্রবন্ধমালা : Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW). প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/publications/ARROW%20Thematic%20Paper%2001.pdf

এই প্রবন্ধপত্রটি জেন্ডার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন অভিগম্যতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র পর্যালোচনা করে রচিত প্রসঙ্গানুক্রমিক ধারাবাহিক প্রবন্ধপত্রের মধ্য থেকে প্রথম। এতে যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবা-সুবিধায় সর্বজনীন অভিগম্যতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয় এবং বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটিতে তেমন অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব নয়। একদিকে যেমন, নয়া-উদারবাদী বিশ্বায়নের ফলাফলস্বরূপ দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং বারবার ফিরে আসা অর্থনৈতিক এবং খাদ্য সংকটের গোড়ার কারণ সমাধান না করে প্রজননস্বাস্থ্য-সেবায় সর্বজনীন অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; অপরদিকে, এসআরএইচআর উন্নয়ন ও মৌলিক মানবাধিকার অর্জন, যেমন পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণ প্রভৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রবন্ধপত্রটিতে খাদ্য অধিকার ও এসআরএইচআর-এর পক্ষে কাজ করে এমন সকল সামাজিক আন্দোলনের প্রতি দারিদ্র্য ও নয়া-উদারবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াতে এবং গোড়ার কারণ উপড়ে ফেলতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

Ravindran, T.K.S. & Nair, M.R. (২০১২). Poverty and its impact on sexual and reproductive health and rights of women and young people in the Asia-Pacific Region. In *Action for sexual and reproductive health and rights: Strategies for the Asia-Pacific beyond ICPD and the MDGs.* Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW). প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/uploads/Thematic_Papers_Beyond_ICPD_&_the_MDGs.pdf

এই প্রবন্ধপত্রটি প্রসঙ্গানুক্রমিক প্রবন্ধমালার অংশ, যা কুয়ালালামপুরে ২-৪ মে ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সভা *Beyond ICPD and the MDGs: NGOs Strategising for Sexual and Reproductive Health and Rights in the Asia-Pacific Region*-এ উপস্থাপিত হয়েছিল। এতে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার সাপেক্ষে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক সংশ্লিষ্টতা তুলে ধরা হয়েছে।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় ২১টি দেশ থেকে সংগৃহীত যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কিত উপাত্ত ব্যবহার করে এতে দারিদ্র্যের বাস্তব চিত্র এবং নারী ও অল্পবয়েসি মেয়েদের ক্ষেত্রে এসআরএইচআর-এর ফলাফলের ওপর তার প্রভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

Shiva, V. & Singh, V. (২০১১). *Health per acre: Organic solutions to hunger and malnutrition.* New Delhi: Navdanya & Research Foundation for Science, Technology & Ecology. প্রাপ্তিসূত্র :
www.navdanya.org/attachments/Latest_Publications5.pdf

এই প্রতিবেদনটি কৃষি উৎপাদন পরিমাপ করার চলমান ফলনভিত্তিক পরিমাপকের বিপরীত ধারণা থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, ফলন যখন ঐকান্তিক লক্ষ্য ও কৃষিজাত উৎপন্নের পরিমাপক, যখন চাষপ্রণালি এক ফসল ও রাসায়নিক সার নির্ভর, তখন পরিমাণই প্রাধান্য পায়; মান, পুষ্টিগুণ বা প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য নয়। এতে দেখানো হয়েছে যে, প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্যপূর্ণ জৈবিক চাষপদ্ধতি গ্রহণ করা হলে এবং পরিবেশগত দিকে অধিক দৃষ্টি দিলে অধিক মাত্রায় খাদ্যগুণ উৎপন্ন হবে ও পক্ষান্তরে চাষের ব্যয়ভারও হ্রাস পাবে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, শুধু কৃষকের জীবিকা রক্ষার স্বার্থেই এটি উপযুক্ত পন্থা নয়, বরং সমগ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য অধিকার ও স্বাস্থ্য অধিকার রক্ষার জন্যও তা উপযুক্ত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কৃষি পদ্ধতিতে এমন পরিবর্তন খাদ্যব্যবস্থা-সংশ্লিষ্ট বহুমাত্রিক সংকটের সুরাহা করতে পারে। কীভাবে পরিবেশ রক্ষা করার পাশাপাশি আমরা আমাদের কৃষক এবং নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারি, এতে তা দেখানো হয়েছে।

Smiles, S. (Ed.) (২০১২). *Breaking through the development silos: Sexual and reproductive health and rights, Millennium Development Goals and gender equity. Experiences from Mexico, India and Nigeria.* Quezon City: Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN). প্রাপ্তিসূত্র :
http://www.dawnnet.org/uploads/documents/SRHR.pdf

এই প্রকাশনায় মেক্সিকো, ভারত ও নাইজেরিয়া থেকে প্রাপ্ত গবেষণা তুলে ধরে আলোকপাত করা হয়েছে যে, দক্ষিণের অর্থনীতিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতীয় কিছু কর্মপন্থা কীভাবে জেন্ডার বৈষম্যের মূল হেতু দূরীভূত করতে ব্যর্থ হয়েছে; কীভাবে তা শ্রমের জেন্ডার বৈষম্য নির্ভর বিভাজন অক্ষুণ্ণ রেখেছে; এবং কীভাবে তা দারিদ্র্য ও এসআরএইচআর একীভূত করার বিষয়ে নিতান্ত সীমাবদ্ধ। তদুপরি, উক্ত নীতিমালা উন্নয়নের লক্ষ্যসূচি খণ্ডিত করে কায়রো এবং বেইজিং-এ অর্জিত সাফল্যের ফলাফলকে বিলোপ করে দিয়েছে।

UN Food and Agriculture Organisation (FAO). (২০১৩). *2012 Guidance note: Integrating the right to adequate food into food and nutrition security programmes.* Rome: FAO. প্রাপ্তিসূত্র :
www.fao.org/docrep/017/i3154e/i3154e.pdf

এই প্রকাশনায় অনেকগুলো মূল বিষয়, যেগুলো চিহ্নিত করছে মাঠপর্যায়ের মানুষ যারা তাদের কাজের সাথে সবচেয়ে বেশি সংগতিপূর্ণ, তাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে কীভাবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকল্পসমূহের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণের অধিকার একীভূত করা যাবে তার কার্যকর রূপরেখা তুলে ধরা। নির্দিষ্ট কিছু উদাহরণ পর্যালোচনা করে এতে সুষ্ঠু চর্চার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে এবং কার্যক্ষেত্রের কিছু কিছু সংকটের প্রতি আলোকপাত করার মধ্য দিয়ে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান সামনে এনে বলা হয়েছে, কীভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবে রূপায়ণ করা যাবে।

UN FAO, the International Fund for Agricultural Development and the World Food Programme. (২০১৩). *State of Food Insecurity in the World 2013: The multiple dimensions of food security.* Rome: FAO, IFAD & WFP. প্রাপ্তিসূত্র :
http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e.pdf

২০১৩ সালের প্রতিবেদন 'খাদ্য নিরাপত্তার বহুমাত্রিক দিক'-এ খাদ্য থেকে বঞ্চিত হবার পরিমাণ নির্ণয় করবার বিস্তৃত পরিসরের কিছু সূচক দেখানো হয়েছে, যাতে বিভিন্ন দেশে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিদ্যমান পরিস্থিতি বিষয়ে আরো সূক্ষ্ম ধারণা তৈরি হয় এবং যার আলোকে ক্ষুধা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও পুষ্টিহীনতা দূর করার সুনির্ধারিত কার্যসূচি গ্রহণের উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে। ২০১৫ সাল নাগাদ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিষয়ে এই প্রতিবেদন আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ, ঘানা, নেপাল, নিকারাগুয়া, তাজিকিস্তান এবং উগান্ডা— এই ছয়টি দেশের খাদ্য নিরাপত্তার মাত্রা নিরূপণ করে দেখানো হয়েছে।

UN Human Rights Council. (২০১২). খাদ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদন : Women's rights and the right to food, 24 December

2012, A/HRC/22/50. প্রাপ্তিসূত্র : http://www.refworld.org/docid/511cae602.html

এই প্রতিবেদনে নারীর খাদ্য অধিকারের প্রতি হুমকি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে যেসব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার সে বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। কর্মসংস্থানে অভিগম্যতা ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে নারী যেসব বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং খাদ্যপ্রস্তুত, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করা ও মূল্য প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য উৎপাদনোপযোগী যে সকল উপকরণ প্রয়োজন হয়, প্রতিবেদনে সে সমস্ত পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বিশেষ করে রাষ্ট্রের প্রতি সুপারিশ রাখা হয়েছে তার খাদ্য নিরাপত্তার পরিকল্পনায় নারী ও মেয়েদের প্রয়োজন সামনে রেখে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা; নারীকে বাড়ির ভেতরের অবৈতনিক দায়িত্বের চাপ থেকে মুক্ত করা; একই সাথে নারী যে বিশেষ ধরনের বাধার সম্মুখীন তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং বিদ্যমান জেন্ডারভিত্তিক দায়িত্ব বিভাজনের রূপান্তর ঘটানোর ব্যাপারে।

Watt, M. (২০১৩). *Breast cancer, pesticides and you!* Penang: Pesticide Action Network Asia and the Pacific. প্রাপ্তিসূত্র : www.panap.net/sites/default/files/Breast-cancer-pesticides-and-you.pdf

এই প্রকাশনায় কীটনাশক ব্যবহারের প্রচলন এবং ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত হবার ঝুঁকির মধ্যে যোগসূত্র প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে দাবি করা হয়েছে, ৯৮-এর অধিক প্রকার কীটনাশক ব্রেস্ট ক্যানসারের সাথে জড়িত এবং এতে বিশেষ করে নারীরাই আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ও ঝুঁকির মুখে পড়ছে। পুষ্টিহীন অবস্থা কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাবে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। সরকারি স্তরে বিধিমালা ও জবাবদিহিতার অভাব এবং কীটনাশক বিক্রয়কারী ও স্তন ক্যানসারের ঔষধ বিক্রয়কারী করপোরেশনের মধ্যে যোগাযোগজনিত কারণে উক্ত সংকট নিরসন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রকাশনায় উক্ত সংকট মোকাবেলার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ উত্থাপন করা হয়েছে এবং জোর দেওয়া হয়েছে যে, প্রজননস্বাস্থ্যসহ স্বাস্থ্যের প্রতি নারীর অধিকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও কর্মসূচিতে সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে।

অন্যান্য তথ্য উপকরণ

Alkire S., Roche J.M., Santos M.E., & Seth S. (২০১৩). *Multidimensional Poverty Index 2013 (বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক ২০১৩).* Oxford: Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford. প্রাপ্তিসূত্র : www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Global-Multidimensional-Poverty-Index-2013-8-pager.pdf?79d835

Armas, H. (২০০৬). Exploring linkages between sexuality and rights to tackle poverty দারিদ্র্য মোকাবেলায় যৌনতা এবং অধিকারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন). *IDS Bulletin* 37(5): pp. 21-26. Brighton: Institute of Development Studies (IDS).

Asian Development Bank (ADB). (২০১২). *Food security and poverty in Asia and the Pacific. Key challenges and policy issues (এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য : মূল সমস্যাবলি ও নীতিমালার প্রশ্ন).* Manila: Asian Development Bank. প্রাপ্তিসূত্র : www.adb.org/sites/default/-files/pub/2012/food-security-poverty.pdf

ADB. (২০১২). *Food for all: Investing in food Security in Asia and the Pacific: Issues, innovations, and practices (সবার জন্য খাদ্য : এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ : সমস্যাবলি, উদ্ভাবনা এবং চর্চা).* Manila: Asian Development Bank. প্রাপ্তিসূত্র : www.adb.org/sites/default/-filesfood-for-all.pdf

APWLD. (২০০৬). *Women and food sovereignty kit (নারী এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব উপকরণ).* Chiang Mai: Women and Environment Task Force, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD). প্রাপ্তিসূত্র : http://apwld.org/resources/apwld-publications/

Blas, E. & Kurup, A.S. (২০১০). *Equity, social determinants and public health programmes (ন্যায্যতা, সামাজিক নির্ধারক এবং জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি).* Geneva: World Health Oraganisation. প্রাপ্তিসূত্র : http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563970_eng.pdf

CSDH. (২০০৮). *Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health (এক প্রজন্মের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে আনা : স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারক অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসমদর্শিতা। স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারক বিষয়ক কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন).* Geneva: World Health Organisation (WHO). প্রাপ্তিসূত্র : www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf

Chhibber, A., Ghosh, J., & Palanivel, T. (২০০৯). *The global financial crisis and the Asia-Pacific region: A synthesis study incorporating evidence from country case studies (বিশ্ব জুড়ে আর্থিক সংকট এবং এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল : বিভিন্ন দেশের কেস স্টাডি থেকে আহৃত প্রমাণ সন্নিবেশিত একটি পুনর্পাঠ).* Colombo: UNDP Regional Centre for Asia and the Pacific, 2009. প্রাপ্তিসূত্র : www.indiaenvironmentportal.org.in/files/P1116.pdf

Cornwall, A. & Jolly, S. (2006). Introduction: Sexuality matters (*ভূমিকা : প্রসঙ্গ যৌনতা*). *IDS Bulletin. 2006, 37(৫)*: pp.1-11. Brighton: Institute of Development Studies (IDS). প্রাপ্তিসূত্র : www.ids.ac.uk/files/dmfile/Intro37.52.pdf

Danguilan, M. (২০১২). Food for thought: Why millions go hungry in the midst of plenty. In *Proceedings of the Regional Meetings: Beyond ICPD and the MDGs: NGOs Strategising for Sexual and Reproductive Health and Rights in the Asia-Pacific Region and Opportunities for NGOs at National, Regional, and International Levels in the Asia-Pacific Region in the Lead-up to 2014:NGO-UNFPA Dialogue for Strategic Engagement* (চিন্তার খোরাক : প্রাচুর্য থাকতে কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ অভুক্ত থাকে। *আঞ্চলিক সভার কার্যক্রম থেকে : আইসিপিডি ও এমডিজি ছাড়িয়ে : বেসরকারি সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার সংক্রান্ত কার্যধারা নির্ণয় এবং এনজিওসমূহের জন্য এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০১৪ অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের সুযোগ : কৌশলগত সমন্বয়ের লক্ষ্যে এনজিও-ইউএনএফপিএ সংলাপ*). Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW). প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/APNGOs/Proceedings%20Report_Final.pdf

Dev, M.S. & Sharma, A.N. (২০১০) *Food security in India: Performance, challenges and policies (ভারতে খাদ্য নিরাপত্তা : কার্যক্রম, সমস্যাবলি ও নীতিমালা)*. Oxfam India Working Papers Series. New Delhi: Oxfam. প্রাপ্তিসূত্র : www.oxfamindia.org/resources/oxfam-india-working-papers-series

Ecker, O. & Breisinger, C. (২০১২). *The food security system: A new conceptual framework. IFPRI discussion papers 1166 (খাদ্য নিরাপত্তা প্রণালি : একটি নতুন ধারণা কাঠামো, আইএফপিআরআই আলোচনাপত্র* ১১৬৬). Washington DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI). প্রাপ্তিসূত্র : www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp01166.pdf

International Food Policy Research Institute (IFPRI). (২০১৩). *2013 Global Food Policy Report* (বিশ্ব খাদ্যনীতি প্রতিবেদন). Washington DC: IFPRI. প্রাপ্তিসূত্র : www.ifpri.org/sites/default/files/publications/gfpr2013.pdf

Patel, R.C. (২০১২). Food sovereignty: Power, gender, and the right to food (খাদ্য স্বার্বভৌমত্ব : ক্ষমতা, জেন্ডার এবং খাদ্য গ্রহণের অধিকার). PLoS Med 9(6): e1001223. doi:10.1371/journal.pmed.1001223. প্রাপ্তিসূত্র : www.plosmedicine.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001223&representation=PDF

Ravindran, T.K.S. (২০১২). *Universal access to sexual and reproductive health: How far away are we from the goal post? (যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য-সেবাসুবিধায় সর্বজনীন অভিগম্যতা : লক্ষ্যবিন্দু থেকে আমরা কত দূরে রয়েছি?)* প্রবন্ধটি এখানে উপস্থাপিত হয়েছিল : "Beyond ICPD and the MDGs: NGOs Strategising for Sexual and Reproductive Health and Rights in the Asia-Pacific Region," Kuala Lumpur, May 2-3, 2012.p13-39. প্রাপ্তিসূত্র : www.arrow.org.my/uploads/Thematic_Papers_Beyond_ICPD_&_the_MDGs.pdf

Razavi, S.et al. (২০১২).*Gendered impacts of globalisation: Employment and social protection. Overview (বিশ্বায়নের লিঙ্গভিত্তিক প্রভাব : কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা : সার্বিক চিত্র)*. Geneva, United Nations Research Institute for Social Development. প্রাপ্তিসূত্র : http://bit.ly/1k9iZzq

Sen, A. (১৯৯৯). *Development as freedom* (মুক্তি অর্থে উন্নয়ন). Barcelona and Oxford: Oxford University Press

United Nations. (২০১৩). *The Millennium Development Goals Report 2013* (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রতিবেদন ২০১৩). New York: United Nations. প্রাপ্তিসূত্র : www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf

UN Food and Agriculture Organisation (FAO). (১৯৯৬). *Rome Declaration on Food Security and World Food Summit Plan of Action and World Food Summit Plan* (খাদ্য নিরাপত্তা ও বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন কার্যসূচি পরিকল্পনা এবং বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন পরিকল্পনার ওপর রোম ঘোষণা). প্রাপ্তিসূত্র : www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm

ARROW-র তথ্য-উপকরণ

ARROW. (২০১৪). ARROW resource kit on leadership and management (নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অ্যারো উপকরণ কিট). 196p.

ARROW. (২০১৪). Global South youth reports–Asia, Africa, Central and Easter Europe, Latin America and Caribbean, and the Pacific (দক্ষিণ বিশ্ব যুব প্রতিবেদন– এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল)। এখানে cvIqv hv‡e : www.arrow.org.my/?p=icpd20

ARROW. (২০১৩). An advocates' guide: Strategic indicators for universal access to sexual and reproductive health and rights (একটি অধিপরামর্শ নির্দেশিকা : যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকারে সর্বজনীন অভিগম্যতার কৌশলগত সূচক). 40p.

ARROW. (২০১৩) (2nd ed.). Sex & rights: The status of young people's sexual & reproductive health & rights in Southeast Asia (যৌনতা ও অধিকার : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তরুণ জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার). 86p.

ARROW. (২০১২). Reclaiming & redefining rights: Setting the adolescent & young people SRHR agenda beyond ICPD+20 (অধিকার পুনরুদ্ধার ও সংজ্ঞা পুনর্বিন্যাস : বয়ঃসন্ধিকালের শিশু ও নবীন জনগোষ্ঠীর জন্য এসআরএইচআর বিষয়ক লক্ষ্যসূচি নির্ণয় আইসিপিডি+২০ ছাড়িয়ে). 56p.

ARROW. (২০১২). The essence of an innovative programme for young people in South East Asia: A position paper on comprehensive sexuality education (including youth-friendly services), meaningful youth participation & rights-based approaches in programming (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নবীন জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত একটি উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচির সারসংক্ষেপ : যৌনতা বিষয়ক সমন্বিত শিক্ষা সম্পর্কিত সমন্বিত প্রতিবেদন (তরুণদের সহায়ক সেবা সহযোগে), কর্মসূচির ক্ষেত্রে তরুণদের অর্থবহ অংশগ্রহণ এবং অধিকারভিত্তিক কর্মধারা). 11p.

ARROW. (২০১২). Leadership experiences of young women in South East Asia: Reflections on advancing young people's SRHR agenda (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতৃত্ব বিষয়ে যুবনারীদের অভিজ্ঞতা : তরুণ জনগোষ্ঠীর এসআরএইচআর-সংক্রান্ত লক্ষ্যসূচি এগিয়ে নেওয়া বিষয়ে একটি অনুচিন্তন). 32p.

ARROW. (২০১২). Thematic papers presented at the ÒBeyond ICPD and MDGs: NGOs strategizing for sexual and reproductive health and rights in Asia-Pacific Region" and "Opportunities for NGOs at National, Regional and International Levels in the Asia-Pacific Region in the Lead-up to 2014: NGO-UNFPA Dialogue for Strategic Engagement." ("আইসিপিডি ও এমডিজি ছাড়িয়ে : বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার সংক্রান্ত কর্মপন্থা নির্ণয়" এবং "এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এনজিওসমূহের জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০১৪ অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের সুযোগ : কৌশলগত সমন্বয়ের লক্ষ্যে এনজিও-ইউএনএফপিএ সংলাপ" বিষয়ক সভায় উপস্থাপিত ধারণাপত্র) 104p.

ARROW. (২০১২). Proceedings of the regional meetings "Beyond ICPD and MDGs: NGOs strategising for sexual and reproductive health and rights in Asia-Pacific region" and "Opportunities for NGOs at national, regional and international levels in the Asia-Pacific region in the lead-up to 2014: NGO-UNFPA dialogue for strategic engagement." ("আইসিপিডি ও এমডিজি ছাড়িয়ে : বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার সংক্রান্ত কর্মপন্থা নির্ণয়" এবং "এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এনজিওসমূহের জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০১৪ অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের সুযোগ : কৌশলগত সমন্বয়ের লক্ষ্যে এনজিও-ইউএনএফপিএ সংলাপ" বিষয়ক আঞ্চলিক সভার কার্যক্রম) 104p.

ARROW & World Diabetes Foundation (WDF). (২০১২). Diabetes: A missing link to achieving sexual and reproductive health in the Asia-Pacific region (ডায়াবেটিস : এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যৌনতা ও প্রজননস্বাস্থ্য অর্জন সংক্রান্ত এটি বিচ্ছিন্ন যোগসূত্র). 40p.

ARROW. (২০১২). KL call to action (কুয়ালালামপুরে ঘোষিত কর্মপন্থা). 4p.

ARROW. (২০১২). KL plan of action (কুয়ালালামপুরে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা). 2p.

ARROW. (২০১১). Reclaiming & redefining rights- Thematic studies series 4: Maternal mortality morbidity in Asia (অধিকার পুনরুদ্ধার ও সংজ্ঞা পুনর্বিন্যাস– বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক পাঠ ৪ : এশিয়ায় মাতৃমৃত্যু ও মুমূর্ষুতা). 204p.

ARROW. (২০১১). Reclaiming & redefining rights- Thematic studies series 3: Reproductive autonomy and rights in Asia (অধিকার পুনরুদ্ধার ও সংজ্ঞা পুনর্বিন্যাস– বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক পাঠ ৩: এশিয়ায় প্রজনন স্বশাসন ও অধিকার). 156p.

Ravindran, T.K.S. (২০১১). Reclaiming & redefining rights- Thematic studies series 2: Pathways to universal access to reproductive health care in Asia (অধিকার পুনরুদ্ধার ও সংজ্ঞা পুনর্বিন্যাস– বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক পাঠ ২: এশিয়ায় প্রজননস্বাস্থ্য সেবা সুবিধায় সার্বজনীন অভিগম্যতা অর্জনের প্রণালী). ARROW. 92p.

ARROW. (২০১১). Reclaiming & redefining rights- Thematic studies series 1: Sexuality & rights in Asia (অধিকার পুনরুদ্ধার ও সংজ্ঞা পুনর্বিন্যাস– বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক পাঠ ১ : এশিয়ায় যৌনতা ও অধিকার). 104p.

ARROW. (২০১০). Understanding the critical linkages between gender-based violence and sexual and reproductive health and rights: Fulfilling commitments towards MDG+15 (জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট সহিংসতা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকারের মধ্যে বিপজ্জনক যোগসূত্র অনুধাবনের প্রয়াস : এমজিডি+২৫ অভিমুখে অঙ্গীকার রক্ষা). 12p.

ARROW & WHRAP. (২০১০). Making a difference: Improving women's sexual & reproductive health & rights in South Asia (তাৎপর্য সৃষ্টি : দক্ষিণ-এশিয়ায় নারীর যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার উন্নয়ন). 126p.

ARROW. (২০১০). Regional overview- MDG5 in Asia: Progress, gaps and challenges ২০০০-২০১০ (আঞ্চলিক পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র– এশিয়ায় এমজিডি ৫ : অগ্রগতি, ব্যবধান ও সমস্যাবলি ২০০০-২০১০). 8p.

ARROW. (২০১০). Briefing paper: The women and health section of the Beijing Platform for Action (নির্দেশিকাপত্র : বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন-এর নারী ও স্বাস্থ্যবিষয়ক পরিচ্ছেদ). 4p.

Thanenthiran, S. & Racherla, S.J. (২০০৯). Reclaiming and redefining rights: ICPD+15: Status of sexual and reproductive health and rights in Asia (অধিকার পুনরুদ্ধার ও সংজ্ঞা পুনর্বিন্যাস: আইসিপিডি+১৫: এশিয়ায় যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার). ARROW. 162p.

ARROW. (২০০৮). Advocating accountability: Status report on maternal health and young people's SRHR in South Asia (জবাবদিহিতার পক্ষে : দক্ষিণ-এশিয়ায় প্রসূতি স্বাস্থ্য এবং নবীন জনগোষ্ঠীর এসআরএইচআর পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন). 140p.

ARROW. (২০০৮). Surfacing: Selected papers on religious fundamentalists and their impact on women's sexual and reproductive health and rights (জেগে ওঠা : ধর্মীয় মৌলবাদ এবং নারীর যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিষয়ে নির্বাচিত প্রবন্ধমালা). 76p.

ARROW. (২০০৭). Rights and realities: Monitoring reports on the status of Indonesian women's sexual and reproductive health and rights; Findings from the Indonesian Reproductive Health and Rights Monitoring & Advocacy (IRRMA) project (অধিকার ও বাস্তবতা : ইন্দোনেশিয়ার নারীদের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রণীত প্রতিবেদন; ইন্দোনেশিয়ার প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার পর্যবেক্ষণ এবং অ্যাডভোকেসি (IRRMA) প্রকল্পের অনুসন্ধানমূলক তথ্য). 216p.

ARROW. (২০০৫). Monitoring ten years of ICPD implementation: The way forward to 2015, Asian country reports (আইসিপিডি বাস্তবায়নের দশ বছরব্যাপী নিরীক্ষণ বিষয়ক প্রতিবেদন : ২০১৫ অভিমুখে অগ্রযাত্রা). 384p.

ARROW & Centre for Reproductive Rights References (CRR). (২০০৫). Women of the world: Laws and policies affecting their reproductive lives, East and Southeast Asia (বিশ্বের যত নারী : প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নারীর প্রজনন– জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী আইনি বিধিবিধান ও নীতিমালা). 235p.

ARROW. (২০০৩). Access to quality gender sensitive health services: Women-centred action research (মানসম্মত জেন্ডার-সংবেদী স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা : নারীকেন্দ্রিক কর্মগবেষণা). 147p.

ARROW. (২০০১). Women's health needs and rights in Southeast Asia: A Beijing monitoring report (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নারীস্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট চাহিদা ও অধিকার : বেইজিং নিরীক্ষা প্রতিবেদন). 39p.

Abdullah, R. (২০০০). A framework of indicators for action on women's health needs and rights after Beijing (বেইজিং-এর পর নারীর স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট চাহিদা ও অধিকার বিষয়ে পদক্ষেপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সূচকসমূহের একটি রূপরেখা). 30p.

উপরে উল্লিখিত সকল প্রকাশনা এবং সকল পুরোনো প্রকাশনার ইলেকট্রনিক কপি বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে এখান থেকে : www.arrow.org.my. ছাপানো কপিও হ্রাসকৃত মূল্যে পাওয়া যাবে। ইমেইল : arrow@arrow.org.my

সংজ্ঞার্থ

দারিদ্র্য (বহুমাত্রিক) : সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত পরিবারপ্রতি আয় বা ভোগ এবং খরচের ভিত্তিতে দারিদ্র্য মাপা হয়ে আসছে। ২০১০ সালে Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)-এর দ্বারা United Nations Development Programme-এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের জন্য আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য পরিমাপক হিসেবে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে একজন দরিদ্র মানুষ যে বহুমাত্রিক বঞ্চনার মুখোমুখি হয়, এই সূচক তার প্রতিফলন ঘটায়। এই তিনটি মাত্রার বিস্তার নিরূপিত হয় ১০টি সূচক দ্বারা; যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুলে যাওয়ার বছর, স্কুলে উপস্থিতি; স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর হার, পুষ্টি; এবং জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, খাবার পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বসবাসস্থান, রান্নার জ্বালানি; এবং সম্পদ। একজন ব্যক্তি বহুমাত্রিক দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত হন, যদি তিনি এই মাত্রাগুলোর এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি অংশ থেকে বঞ্চিত হন। অঞ্চল, জাতি ও অন্যান্য দলভেদে বা মাত্রায় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই)-কে একটি যথাযথ দারিদ্র্য-পরিমাপক করে তুলতে এটাকে পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।[১]

খাদ্য সার্বভৌমত্ব : ১৯৯৬-তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে (World Food Summit) লা ভিয়া ক্যাম্পেসিনা (La Via Campesina) নামের একটি তৃণমূল আন্দোলনের দ্বারা গণবিতর্কের জন্য এই ধারণাটি সংজ্ঞায়িত ও গৃহীত হয়। এটি নয়া-উদারবাদী নীতির একটি বিকল্প হাজির করে এবং চিহ্নিত হয় 'জীব-পরিবেশগতভাবে সঠিক ও টেকসই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যকর ও সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ খাদ্য উৎপাদনের অধিকার এবং তাদের নিজেদের খাদ্য ও কৃষিব্যবস্থা নির্ধারণ করার অধিকার' হিসেবে। এটি কিছু নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যার মধ্যে আছে : খাদ্য মৌলিক মানবাধিকার; খাদ্য উৎপাদনকারীদের মূল্যায়ন, তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা এবং খাদ্য-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা; কৃষি সংস্কারের অপরিহার্যতা, যা সমুদয় উৎপাদন সামগ্রীর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে; প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা; খাদ্যকে পুষ্টির উৎস হিসেবে ব্যবহার এবং বাণিজ্যিক পণ্য বা জনগণকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করা; এবং বৈশ্বিক কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বহুজাতিক করপোরেশন ও সংস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা। এটি খাদ্য উৎপাদন এবং নিপীড়ন ও অসমতামুক্ত নতুন সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে নারীর কেন্দ্রীয় ভূমিকাকেও স্বীকৃতি দেয়।[২] কৃষিজীবীর অধিকারসহ খাদ্য সার্বভৌমত্বকে নতুন মানবাধিকার হিসেবে দেখা হয়, যেগুলো ব্যক্তির খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা-ধারণার উর্ধ্বে। এটি সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, জনগণ ও অঞ্চল কর্তৃক দাবিকৃত একটি সামষ্টিক অধিকার।[৩] খাদ্য সার্বভৌমত্ব খাদ্য নিরাপত্তার একটি অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত।

খাদ্য নিরাপত্তা 'নিশ্চিত হয়, যখন সব মানুষ সব সময় পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নির্বিঘ্নে পেতে পারে এবং আর্থিকভাবে সক্ষম হয়, যা তাদের কর্মময় ও স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য ও পছন্দনীয় খাবারের প্রয়োজন মেটায়।' সংজ্ঞা অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তার চার ধরনের মাত্রা চিহ্নিত হয়েছে : খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্যে আর্থিক ও প্রত্যক্ষভাবে অভিগম্যতা, খাদ্যের ব্যবহার এবং স্থিতিশীল অবস্থার ধারাবাহিকতা (বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন, ১৯৯৬)। *খাদ্যের প্রাপ্যতা* ঘটে গার্হস্থ্য উৎপাদন, আমদানি অথবা খাদ্য সাহায্যের মাধ্যমে সরবরাহকৃত সঠিক মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের সহজলভ্যতার ফলস্বরূপ।

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১] Alkire S., Roche J.M., Santos M.E., & Seth S. (2011). Multidimensional Poverty Index 2011.Oxford: Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford. প্রাপ্তিসূত্র : www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHI-MPI-Brief-2011.pdf

[২] Declaration of the Forum for Food Sovereignty, Nyéléni 2007. প্রাপ্তিসূত্র : www.nyeleni.org/spip.php?article290

[৩] Claeys, P. (2013). From food sovereignty to peasants' rights: An overview of La ViaCampesina's rights-based claims over the last 20 years. Paper No. 24 for discussion at "Food sovereignty: A critical dialogue," International Conference, September, 2013. Yale, USA: Program in Agrarian Studies, Yale University. প্রাপ্তিসূত্র : www.yale.edu/agrarianstudies/foodsovereignty/pprs/24_Claeys_2013-1.pdf

খাদ্যে অভিগম্যতা অর্জনে একজন মানুষের পুষ্টিকর আহারের জন্য সঠিক খাবার সংগ্রহে পর্যাপ্ত সম্পদের ওপর অধিকার থাকা জরুরি। *খাদ্যের ব্যবহার* পর্যাপ্ত আহারের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তায় খাদ্য-নয় এমন ব্যবস্থা, যেমন পরিষ্কার পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেয়, যেখানে পুষ্টির একটা ভালো মানে পৌঁছুবার জন্য সকল শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনের জোগান থাকে। সবশেষে, *স্থিতিশীলতা* সব সময়ের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা ও অভিগম্যতা— এই দুটোকেই নির্দেশ করে, এমনকি আকস্মিক অর্থনৈতিক বা জলবায়ু সংকট বা মৌসুমজনিত খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সময়েও।[৪]

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা 'সৃষ্টি হয় তখন, যখন মানুষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং একটি কর্মময় ও স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যে নিরাপদ অভিগম্যতা থাকে না।' এটি ঘটতে পারে খাদ্যের অপ্রাপ্যতা, অপর্যাপ্ত ক্রয়ক্ষমতা, অযথার্থ বিতরণ অথবা পরিবার পর্যায়ে খাদ্যের অপর্যাপ্ত ব্যবহারের কারণে। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনের দুরবস্থা, পরিচর্যা ও খাওয়ানোর অযথার্থ অভ্যাস পুষ্টি পরিস্থিতি খারাপ থাকার অন্যতম কারণ। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মৌসুমী বা সাময়িক অনিরাময়যোগ্য ক্ষুধা ডেকে আনতে পারে।[৫]

পুষ্টিহীনতা হলো পুষ্টির জোগান কম এবং/অথবা কম পরিশোষণ এবং/অথবা বারবার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে জৈবিকভাবে কারো শরীরে পুষ্টির ব্যবহার কমে যাওয়ার ফল। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে কারো বয়সের অনুপাতে কম ওজন হওয়া, কারো লম্বায় খুবই খাটো হওয়া, কারো উচ্চতার অনুপাতে সাঙ্ঘাতিক কৃশ হওয়া, এবং/অথবা কারো নানারকম ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের ঘাটতি নিয়ে বেড়ে ওঠা (অণুপুষ্টি উপাদানজনিত পুষ্টিহীনতা)।[৬]

দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টির জোগানহীনতা অথবা ক্ষুধা হলো এমন একটা অবস্থা, যা কমপক্ষে এক বছরব্যাপী খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় শক্তিপূরণে খাবারের কম পরিমাণকেই নির্দেশ করে। দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টির জোগানহীনতারই অপর নাম ক্ষুধা।[৭]

অপুষ্টি হলো একটি অস্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থা, যা অপর্যাপ্ত, অসুষম অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুষ্টিউপাদান গ্রহণের কারণে ঘটে। অপুষ্টি বলতে পুষ্টিঘাটতি ও অতিপুষ্টির পাশাপাশি বৃহৎ পুষ্টি উপাদানের অভাবকেও বোঝায়।

খাদ্য অধিকার : "পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার নিরূপিত হয় যখন প্রত্যেক পুরুষ, নারী ও শিশুর একা এবং অন্যদের সঙ্গে সমাজগতভাবে নির্বিঘ্নে ও আর্থিকভাবে সক্ষম হয়ে সবসময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যে অভিগম্যতা পায় বা তা আহরণ করতে পারে।" এটি ১৯৪৮ সালে যথোচিত জীবনমানের অধিকারের অংশ হিসেবে প্রথম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ United Nations Universal Declaration of Human Rights (UDHR)-এর ২৫তম অনুচ্ছেদ কর্তৃক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়। ১৯৯৯ সালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্রসমূহের জন্য অবশ্যপালনীয় দলিল হিসেবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)-র ১১তম অনুচ্ছেদে স্বীকৃত হয়।[৮] উপরন্তু, জাতিসংঘের খাদ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ দূতও (Rapporteur) খাদ্য অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করেন 'ভোক্তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুকূলে গুণগত ও পরিমাণগতভাবে পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট খাদ্যে সরাসরি অথবা আর্থিক ক্রয়ের মাধ্যমে নিয়মিত, স্থায়ী ও অবাধ অভিগম্যতা থাকা হিসেবে, যা শারীরিক ও মানসিক, ব্যক্তিক ও সামষ্টিক, ভয়ভীতিমুক্ত পরিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে।'[৯]

যৌনতা : সমগ্র জীবনব্যাপী মানবিক অস্তিত্বের একটি কেন্দ্রীয় দিক, যার আওতায় আছে যৌনতা, সামাজিক লিঙ্গ (gender) পরিচয় ও ভূমিকা, যৌনঝোঁক (sexual orientation), যৌন অনুভবের প্রকৃতি (eroticism), সুখানুভব, যৌন সম্পর্ক ও পুনরুৎপাদন। যৌনতা চর্চিত ও প্রকাশিত হয় চিন্তা, কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, মনোভাব, মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার, চর্চা, ভূমিকা ও সম্পর্ক স্থাপনে। যদিও যৌনতা এই সমস্ত মাত্রায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তবু এর সবকটি সব সময় চর্চিত ও প্রকাশিত হয় না। যৌনতা প্রভাবিত হয় জৈবিক, মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, আইনগত, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে।[১০]

প্রজননস্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, যৌনস্বাস্থ্য এবং যৌন অধিকার-এর সংজ্ঞার জন্য দেখুন : Ando, M.M. Definitions. ARROWs for Change. 2009; 15(2 & 3):19

যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য-সেবায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার-এর সংজ্ঞার জন্য দেখুন : Ando, M.M. Definitions. ARROWs for Change. 2010;16(1):22

তথ্যসূত্র ও টীকা

[৪] Food and Agriculture Organisation (FAO).(2006). Food security. Policy Brief, 2, June 2006. Rome, Italy: FAO's Agriculture and Development Economics Division (ESA) with support from the FAO Netherlands Partnership Programme (FNPP) and the EC-FAO Food Security Programme. প্রাপ্তিসূত্র : ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02.pdf

[৫] Basic definitions from FAO's Hunger Portal retrieved from www.fao.org/hunger/en/

[৮] UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). (1999). General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Article 11 of the Covenant) প্রাপ্তিসূত্র : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/420/12/PDF/G9942012.pdf

[৯] UN Special Rapporteur on the Right to Food. প্রাপ্তিসূত্র : www.srfood.org/en/right-to-food

[১০] World Health Organisation (WHO). (2006).Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002. Geneva: WHO. প্রাপ্তিসূত্র : www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf

সংকলন : **আম্বিকা ভার্মা (Ambika Varma),** স্বাধীন গবেষক ও পরামর্শক
Email: ambikavarma@yahoo.com

Vol.20 No. 1 2014 (Translated 2014)

দক্ষিণ-এশিয়ার খাদ্য ও পুষ্টি অধিকার নীতিমালার চিত্র

তারা কি এতে জেন্ডার এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে?

পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি পাওয়ার অধিকার হচ্ছে একটা সর্বজনীন অধিকার, যা ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় (Universal Declaration of Human Rights) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটাকে ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তিতে (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) সমর্থনও করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও চুক্তিতে আর্টিকেল ১১[১] সংযোজনের মাধ্যমে এটার আইনগত ভিত্তি পেতে ৩০ বছরেরও অধিক সময় লেগেছে।[২] এটা আমাদের বেঁচে থাকার ওপর প্রভাব ফেলে এমন সকল মানবাধিকারের সাথে মৌলিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। খাদ্যের অধিকারের সাথেই যুক্ত আছে পুষ্টির অধিকার; কারণ বিভিন্ন খনিজ উপাদান ও ভিটামিনের ঘাটতি অপুষ্টি ডেকে আনে, যেটাকে নীরব দুর্ভিক্ষ বলা হয়, আর যাতে দুনিয়াজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভুগছে।

২০১৩ সালের ১৩০টি দেশে পরিচালিত বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে (Global Hunger Index)[৩] দেখা যায়, ক্ষুধা পরিমাপক কার্ডে (hunger score card) দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর[৪] অবস্থান খুবই খারাপ, যাদের মধ্যে ভারতের অবস্থান সবার নিচে (৬৩তম); তার কাছাকাছি রয়েছে বাংলাদেশ (৫৮তম), পাকিস্তান (৫৭তম), নেপাল (৪৯তম) ও শ্রীলংকা (৪৩তম)।

দক্ষিণ-এশিয়ায় এই লক্ষ লক্ষ মানুষ যে কারণে ক্ষুধার্ত থাকে তার কারণ খাদ্যঘাটতি নয়; যেমন ভারত বা পাকিস্তানের মতো দেশ বছরের পর বছর ধরে খাদ্যে উদ্বৃত্ত; এবং বাংলাদেশ ও শ্রীলংকাও তাদের খাদ্যঘাটতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমাতে পেরেছে। এটা মূলত ঘটছে, বিশেষ করে সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা; নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি থাকায় খাদ্যের অপচয়; খাদ্যমূল্যের অস্থিরতা; এবং দারিদ্র্য, খাদ্য ও কৃষি, এবং খাদ্য নিরাপত্তার সাথে অন্যান্য বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ নীতি নির্ধারণের কারণে।

গত শতাব্দীর ৯০ দশকের শেষ দিকের অর্থনৈতিক সংকট এবং নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals-MDGs) নির্ধারণের কারণে দক্ষিণ-এশিয়ার দেশসমূহের সরকারগুলো দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও ক্ষুধা কমাতে এবং অন্যান্য লক্ষ্যে বিশেষ ধরনের কিছু সামাজিক নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। যদিও সেই নীতিমালার ফলাফল কী হলো তা মূল্যায়নের সময় এখনো হয় নি, কিন্তু ধারণাগত জায়গা থেকে এই নীতিমালা এবং এতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার পর্যালোচনা থেকে জেন্ডারবৈষম্য এবং অন্য বৈষম্যের ক্ষেত্রে, নারীদের ক্ষমতায়িত করে তোলায় এবং একইসাথে তাদের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার (এসআরএইচআর) রক্ষায় কীভাবে এই নীতিমালা কাজ করবে সে বিষয়ে কিছু তাৎপর্য পাওয়া যেতে পারে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও দারিদ্র্য কমাতে এশিয়ার তিনটা দেশ বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের সাম্প্রতিক কিছু সামাজিক নীতিমালা বাস্তবায়ন বিষয়ে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হলো।

মানবাধিকারের ভাষা : বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের সরকার আইসিইএসসিআর স্বাক্ষরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে; এবং সে কারণে নাগরিকদের জন্য তাদের দায়িত্ব খাদ্যের সরবরাহ, খাদ্যপ্রাপ্তি, ভোগ এবং এর ধারাবাহিকতা অবশ্যই নিশ্চিত করা।[৫] একই সাথে সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ (১৫)[৬], ভারত (২১, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৭) এবং নেপাল (২৬) তাদের নাগরিকদের অধিকার পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে তারা বাধ্য। অতি সম্প্রতি সামাজিক সুযোগ-সুবিধায় সর্বজনীনতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সামাজিক নীতিমালায় অধিকারের ভাষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২০১৩ সালে ভারত-সরকার জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অধ্যাদেশ (National Food Security Act-NFSA) জারি করে[৭], যার লক্ষ্য ছিল 'আত্মমর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করতে এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বা সম্পূরকভাবে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্মত

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১] আইসিইএসসিআর-এর ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জীবনযাত্রার মানের অধিকারের একটা অংশ হচ্ছে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার; এবং ক্ষুধামুক্তি হচ্ছে মৌলিক অধিকার।

[২] UN Food and Agriculture Organization (FAO). (2013). *2012 Guidance note: Integrating the Right to Adequate Food into food and nutrition security programmes.* Rome, FAO. প্রাপ্তিসূত্র : www.fao.org/docrep/017/i3154e/i3154e.pdf

[৩] Von Grebmer et al. (2013). *2013 Global Hunger Index. The challenge of hunger: Building resilience to achieve food and nutrition security.* Bonn, Washington DC, and Dublin: Welthungerhilfe, International Food Policy Research Institute (IFPRI) and Concern Worldwide. প্রাপ্তিসূত্র : www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi13.pdf

[৪] ভুটান এবং মালদ্বীপের কোনো তথ্য না পাওয়ায় জিএইচআই মূল্যায়নে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

[৫] ভুটান হচ্ছে দক্ষিণ-এশিয়ার একমাত্র দেশ যে আইসিইএসসিআর-এ স্বাক্ষর করে নি।

[৬] ব্রাকেটের মধ্যকার সংখ্যাগুলো সংবিধানে প্রদত্ত খাদ্য অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদ অথবা সেকশনকে উল্লেখ করছে।

[৭] অধ্যাদেশ পুরোটা পেতে : www.lawyerscollective.org/wp-content/uploads/2013/09/167830870-National-Food-Security-Act-2013.pdf

খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানব জীবনচক্রের ভিত্তিতে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা দেওয়া।[৭] এই অধ্যাদেশ খাদ্য অধিকারকে সমর্থনযোগ্য রীতিসহ একটি আইনি বিষয়ে পরিণত করেছে। ভারত এর সাথে সম্পূরক আরো আইন পাস করেছে; যেমন, স্কুলে রান্নাকৃত খাদ্য অধিকার; তথ্য, শিক্ষা ও কাজের অধিকার; মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা অধ্যাদেশ (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act-MGNREGA) এবং স্বাস্থ্য অধিকার (National Rural Health Mission)। খাদ্য স্বনির্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভিদ ও শস্যপ্রজাতি এবং কৃষকের নিরাপত্তার অধিকার অধ্যাদেশ (The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights-(PPV&FR) ২০০১ জারি করা হয়।

২০০৮ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটা কেস ওঠার পর নেপালে খাদ্য স্বনির্ভরতার অধিকারের বিষয়টি কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্টের রুলে পরিষ্কারভাবে খাদ্য অধিকারের আইনগত ভিত্তির কথা বলা হয়। সর্বজনীন বার্ধক্য ভাতা, চাকুরির নিশ্চয়তা অধ্যাদেশ (Employment Guarantee Act-EGA) এবং ব্যতিক্রমী যৌনগোষ্ঠীর যৌন অধিকারের স্বীকৃতি, ইত্যাদি নীতিমালা আরো নাগরিক অধিকার আদায়ে ভূমিকা রেখেছে।

যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে খাদ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু সরকারকে এই অধিকার বাস্তবায়ন না করার জন্য আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানো যাবে, আইনগতভাবে বিচারযোগ্য এমন কোনো ভিত্তি নেই।

জেন্ডার ও নারী বিষয়ে : ভারতের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অধ্যাদেশ (National Food Security Act-NFSA) এবং মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা অধ্যাদেশ (এমডিএনআরইজিএ)-এর বিশেষ লক্ষ্য ছিল নারী। এনএফএসএ নারীদের জন্য রেশন কার্ডের মতো বিশেষ সুবিধাও সৃষ্টি করেছিল, যা পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক নারীকে (১৮ বছরের ওপরে) দেওয়া হতো। এমজিএনআরইজিএ প্রত্যেক রাজ্যে তিন ভাগের এক ভাগ নারী-কোটা রাখার মাধ্যমে শ্রমিক হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণকে বাড়িয়ে তোলে। উপরন্তু, এতে শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র সুবিধা এবং একা বসবাসকারী নারীদের বাসার কাছে কর্মসংস্থান করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়; সমান মজুরি অধ্যাদেশ ১৯৭৬ (গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ২০০৮) Equal Remuneration Act 1976 (Ministry of Rural Development, 2008)-এর মাধ্যমে নারী ও পুরুষের সমান মজুরির অধিকার স্বীকৃত হয়।[৮] তা সত্ত্বেও, সেখানে ব্যতিক্রমী ক্ষুদ্র যৌনগোষ্ঠীসহ অন্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কথা কোনো অধ্যাদেশেই উল্লেখ নেই। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে অবিচার-অন্যায় প্রতিরোধে এ বছর 'তৃতীয় লিঙ্গের', আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে।[৯] এটা আশা করা যায় যে, এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির অধিকারও দেওয়া হবে।

২০০৬ সালে গৃহীত বাংলাদেশের জাতীয় খাদ্য নীতির প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য ছিল সবার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের। উল্লেখযোগ্য যে, যেহেতু জেন্ডার প্রসঙ্গটি এতে সরাসরি উল্লেখ করা হয় নি এ থেকে বোঝা যায়, নীতি বাস্তবায়নে জনসংখ্যার যে ক্ষুদ্র অংশের যৌন পরিচয় পৃথক তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে না।

অন্য গোষ্ঠী সম্পর্কে : ভারত ও বাংলাদেশের নীতিমালায় বিশেষভাবে প্রতিবন্ধীদের বিষয়টা উল্লেখ থাকে। প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ে নেপালের নীতিতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্য না করার বিষয়টা উল্লেখ আছে, কিন্তু তাদের খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ নেই। যেহেতু জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অধ্যাদেশ জীবনচক্র পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, সে কারণে কিশোর ও যুবকদের বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের খাদ্যনীতিতেও কিশোর-কিশোরীরা একটি উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী। নেপালের ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের খাদ্য স্বাধীনতার অধিকার বিষয়ে বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ নেই; তা সত্ত্বেও খাদ্য নিরাপত্তা নীতি ও কর্মসূচিসমূহে কিশোর-কিশোরী গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কর্মসূচিকেন্দ্রিক অগ্রগতি আনতে।

এসআরএইচআর বিষয়ে : যে তিনটি দেশের নীতি আলোচ্য তার খাদ্য ও পুষ্টি নীতিমালায় যদিও এসআরএইচআর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু নারীস্বাস্থ্য, বিশেষ করে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের এনএফএসএস একটা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভিত্তিক কর্মসূচি, যা গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের পুষ্টির বিষয়ে সচেতন করেছে— বিনামূল্যে গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের খাবার এবং শিশু দিবাযত্নকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের খাবার বিষয়ে (*Anganwadi*); একই সাথে মাতৃভাতার কিস্তি ছয় হাজার রুপির কম হতে পারবে না। তা সত্ত্বেও এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত মানুষের পুষ্টিপ্রদানের বিষয়ে, অথবা অপুষ্টির ভিন্ন দৃষ্টিকোণ, যেমন মোটা হয়ে যাওয়া, যার সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে নারীদের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্যের, এসব বিষয়ে নীতিমালায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় নি। ইতোমধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের খাদ্যনীতিই গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারীদের খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে উল্লেখ করেছে।

এই তিনটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নীতির মূল বিষয় হচ্ছে প্রাথমিকভাবে ব্যাপক দরিদ্র মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস। এ কারণে এখানে দরিদ্র্যসীমায় বসবাস করা অসহায় মানুষের মধ্যে গণবিতরণ ব্যবস্থার (public distribution systems-PDS) অধীনে ভরতুকিমূল্যে খাদ্য বিতরণের প্রচলন রয়েছে। তবে এই দেশগুলোর নীতিমালায় যা উল্লেখ থাকে তা-ই ঘটে এমন নয়; স্বচ্ছতার অভাব, জবাবদিহির অভাব এবং দুর্নীতির কারণে এগুলোর বাস্তবায়নে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে।

সুপারিশমালা : একদিকে দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং খাদ্য

তথ্যসূত্র ও টীকা

[৮] Holmes, R. Sadana, N. & Rath, S. (2011). An opportunity for change? Gender analysis of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Project Briefing,53. London. ODI. প্রাপ্তিসূত্র : www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6301.pdf

[৯] নতুন অধ্যাদেশ দেখতে : www.lawyerscollective.org/wp-content/uploads/2014/04/Transgender-judgment.pdf

[১০] করব্যবস্থার সম্প্রসারণের ভিত্তি হবে জনসম্পৃক্ত ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ধনীদের কাছ থেকে কর আদায় বাড়ানো এবং এর মাধ্যমে করের বাইরে থাকার ও করপোরেশনগুলোর কর অব্যাহতির সুযোগ কমানো।

অনিরাপত্তা মোকাবেলায় একটা কার্যকর নীতি যেমন অপরিহার্য, অন্যদিকে এই নীতিমালা বাস্তবায়নে দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জবাবদিহিরও প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশগুলো হলো :

১. রাষ্ট্র অবশ্যই সার্বিক-সামষ্টিক সমাজের একটা ভিত্তি নির্মাণ করবে। অন্যান্য অধিকার, যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশেষ করে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য, ভূমি, কর্মসংস্থান, খাবার পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বাসস্থান এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে খাদ্য অধিকার হাতে-হাতে পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে; এগুলোকে সম্মান দিতে, রক্ষা করতে এবং পূরণ করতে যথাযথভাবে নীতিমালায়, কর্মসূচিসমূহে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরকার অবশ্যই করব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে[১০] শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও কৃষির মতো সামাজিক খাতসমূহে তার বরাদ্দ বৃদ্ধি করবে, কিন্তু এর বিতরণ-ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এটাকে যথার্থ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতে হবে। এটা বিশেষভাবে সত্য বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে, যাকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং দ্রুত হতে হবে।

২. খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার নিশ্চিত করতে জেন্ডার সাম্য ও সমতা সকল নীতিমালা ও কর্মসূচির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে হবে। জেন্ডার, বর্ণ, শ্রেণি, যৌনবৈশিষ্ট্য ও পরিচয়, শিক্ষা, দুর্গম আবাসন, ইত্যাদির ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সর্বজনীন সুবিধাসমূহের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তাদের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। এ কারণে, নীতিমালাসমূহ একে অপরের পরিপূরক হতে হবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে কোনোটা বাস্তবায়ন করা যাবে না। এটা নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং সম্ভাব্য দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে আরো কার্যকর করে তুলবে।

৩. খাদ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষকের অধিকারকে অবশ্যই সমুন্নত রাখতে হবে। সরকার নারী ও ক্ষুদ্রচাষির ভূমিকাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দেবে; এবং বীজকে অবশ্যই আবার নারী কৃষকের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে যখন বীজের ওপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ থাকে, এটা তাদের ক্ষমতায়ন এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তাই শুধু নিশ্চিত করে না, বরং স্থানীয় প্রাকৃতিক বীজের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বও নিশ্চিত করে। ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি পুনর্বণ্টনের নীতিমালা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে এবং বৃহৎ করপোরেশনের হাত থেকে অবশ্যই কৃষিজমি ও বনকে রক্ষা করতে হবে।

৪. যখন কোনো সরকারের উন্নয়ন বাস্তবায়নে বাইরের সহায়তা দরকার হয়, সেক্ষেত্রে দাতা ও করপোরেশনসমূহের আগে জনগণের কথা ভাবতে হবে। 'উন্নয়ন-কেন্দ্রিক নীতিমালা' থেকে সরে 'মানুষ-কেন্দ্রিক নীতিমালা'য় প্রত্যাবর্তন ভাবনারও প্রয়োজন আছে। খাদ্য ও কৃষিকে পণ্যে রূপান্তর করা যাবে না এবং সে কারণে বীজ ও অন্যান্য খাদ্যের পেটেন্ট নেওয়া বা বিকৃতি ঘটানো যাবে না।

৫. যেসব খাবার আমরা খাই তার মান এবং দুর্বল এসআরএইচআর পরিস্থিতির সম্পর্কের তথ্য যাচাই করে কীটনাশক বিক্রি ও ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষেত্রে সরকারের আরো বড়ো ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। উপরন্তু, খাদ্য ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচারণার মাধ্যমে যেসব খাদ্য মানুষ খাচ্ছে, সে বিষয়ে তাদের সচেতনতা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে পারে। সঠিকভাবে খাদ্য ও পানীয়ের গায়ে তথ্য লিপিবদ্ধ করানোর বিষয়টা সুশীল সমাজ সংগঠন, স্কুল, গণমাধ্যমের সমন্বয়ে নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৬. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং দারিদ্র্য হ্রাস বিষয়ক নীতিমালার ক্ষেত্রে কখনো কখনো দৃষ্টি দেওয়া হয় নারীদের এসআরএইচআর বিষয়ে, যার সাথে শুধু প্রজননস্বাস্থ্য, বিশেষ করে গর্ভকালীন বিষয়াদির সম্পর্ক। এমন সংকীর্ণভাবে আলোকপাত করার ফলে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্যের আওতায় মাতৃস্বাস্থ্যের মতো এমন বৃহৎ পরিধির বিষয়গুলো আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। সার্বিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ, যৌনতা, প্রজনন ও বন্ধ্যাত্ব এবং প্রজননতন্ত্রের ক্যানসারসহ এসআরএইচআর-এর সব বিষয়কে নীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করবে; একইসাথে অন্তর্ভুক্ত করবে তরুণ ও বয়স্কদের এসআরএইচআর এবং সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমসুযোগ, ইত্যাদির মতো সর্বজনীন বিষয়গুলো।

৭. সব শেষে কৃষকদের সমন্বিত শক্তিতে, বিশেষ করে নারী কৃষকদের সমন্বয়ে একটা শক্তিশালী জনআন্দোলন চলমান রাখতে হবে। সামাজিক খাতের বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধে এবং সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করতে পালটা চাপ অব্যাহত রাখার জন্য সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ, যারা নারী অধিকার, এসআরএইচআর, দারিদ্র্য হ্রাস, খাদ্যের ওপর অধিকারসহ বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করছে তাদের সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে।

অম্বিকা ভার্মা (Ambika Varma), স্বাধীন গবেষক
Email: ambikavarma@yahoo.com

সম্পাদনা পরিষদ

শিভানানথি থানেনথিরান (Sivananthi Thanenthiran), নির্বাহী পরিচালক
মারিয়া মেলিনদা আনদো (Maria Melinda Ando), কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, তথ্য ও যোগাযোগ, এবং নির্বাহী সম্পাদক, পরিবর্তনের জন্য *ARROW*
অম্বিকা ভারমা (Ambika Varma), সংখ্যা সহসম্পাদক
নারিমাহ আউইন (Narimah Awin), অতিথি সম্পাদক
এরিকা সালেস (Erika Sales), কর্মসূচি কর্মকর্তা, প্রকাশনা; ও প্রুফরিডার

বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনা টিম

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ-বিএনপিএস (Bangladesh Nari Progati Sangha-BNPS), Translation Partner Organisation
মুজিব মেহদী (Muzib Mehdy), Translation Coordinator, Partner Organisation
এরিকা সালেস (Erika Sales), Translation Coordinator, ARROW
রোকেয়া কবীর (Rokeya Kabir), Editor
সাজ্জাদুর রহমান (Shazzadur Rahman, Sampadona, a manuscript editing and indexing house), Translator
আজিজুর রহমান খান (আসাদ) [Azizur Rahman Khan (Asad)], Translation Checker/Editor
নাসরিন বেগম (Nasrin Begum), Proofreader
মৃত্তিক (Mrittik), Lay-out Artist
ছায়াতল (Chhayatol), Printing and Production

বিশেষজ্ঞ বহিঃস্থ পর্যালোচকবৃন্দ

ক্লেয়ার ওয়েস্টউড (Clare Westwood), গবেষক, জিএম এবং অন্যান্য খাদ্য ও কৃষিসংক্রান্ত বিষয়ে, Third World Network (TWN)
গীতাঞ্জলি মিশ্র (Geetanjali Misra), নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা, CREA
নিরমা আউইন (Narimah Awin), স্বাধীন গবেষক ও বিশেষজ্ঞ
নিশা অন্ত (Nisha Onta), পিএইচডি, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সমন্বয়কারী, Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN)
ড. রেনু রাজভাণ্ডারী (Dr Renu Rajbhandari), প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, Women's Rehabilitation Centre (WOREC), নেপাল
সরোজিনী ভি. রেংগাম (Sarojeni V. Rengam), নির্বাহী পরিচালক, Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PAN AP)
বৃন্দা মারওয়া (Vrinda Marwah), কর্মসূচি সমন্বয়কারী, CREA
ওয়ার্দারিনা (Wardarina), কর্মসূচি কর্মকর্তা, Breaking Out of Marginalisation Programme, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)

ডিজাইন ও মুদ্রণ টিম

ছিমেরা এসডিএন. বিএইচডি. (Chimera Sdn. Bhd.)
টেমপ্লেট ডিজাইন
জিম মারপা (Jim Marpa)
লেআউট
তিন্না রেমা (Tinna Rema), বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, মোহনগঞ্জ কেন্দ্র
প্রচ্ছদের ছবি

ARROW এই বুলেটিনের ধারণা উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য তার নিম্নলিখিত কর্মসূচি স্টাফদের এবং কর্মসূচি উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে : **গায়ত্রী নায়ার *(Gaayathri Nair)*, হং তু আন *(Hoang Tu Anh)*, কাইনিং ঝাং *(Kaining Zhang)*, মারিয়া মেলিনদা আনদো *(Maria Melinda Ando)*, নলিনী সিং *(Nalini Singh)*, ওউক ভং ভাথিনি *(Ouk Vong Vathiny)*, রিশিতা নন্দগিরি *(Rishita Nandagiri)*, শ্যামা দস্যা *(Shama Dossa)*, শোভা কায়স্থ *(Shubha Kayastha)*, শিভানানথি থানেনথিরান *(Sivananthi Thanenthiran)*, তারা চেট্টি *(Tara Chetty)* এবং উমা থিরুভেঙ্গাদাম *(Uma Thiruvengadam)***

পরিবর্তনের জন্য ARROW Vol. 20 No.1 2014 ইংরেজিতেও সহজলভ্য এবং এটি এখানে পাওয়া যাবে : http://www.arrow.org.my/20140616121147_v20n1.pdf. এই অনুবাদকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে ২০১৪ সালে।

পরিবর্তনের জন্য *ARROW* (AFC) হচ্ছে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রকাশিত একটি বিশেষ বিষয়ের বুলেটিন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ/এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিকার-ভিত্তিক নারী-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ নিয়ে কাজ করা এবং এর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বিদ্যমান ও নবউদ্ভূত স্বাস্থ্য, যৌনতা ও অধিকার সংক্রান্ত বিষয় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা। দু'বছরে এএফসির একটি সংখ্যা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কিছু ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এটা মূলত এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং বিশ্ব নীতি-নির্ধারকদের জন্য, যাঁরা নারীদের অধিকার, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ে কাজ করছেন এবং সেইসব সংগঠনের জন্য যাঁরা যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয় নিয়ে কাজ করছে। এই বুলেটিনটি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও সংগঠন এবং ARROW এসআরএইচআর জ্ঞান সহভাগিতা কেন্দ্র (ASK-us!)-এর সহযোগিতায় প্রণয়ন করা হয়েছে।

অনুমতি নিয়ে এই বুলেটিন পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে এবং/অথবা কিয়দংশ অথবা পুরোটা অনুবাদ করা যেতে পারে, শর্ত হচ্ছে ক্রেডিট দিতে হবে ARROW-কে এবং মুদ্রণ অথবা অনূদিত সংখ্যার কপি সম্পাদকদের পাঠাতে হবে। ফটোগ্রাফের স্বত্ব ফটোগ্রাফারের থাকবে। ই-বুক আকারে এএফসি-র যেকোনো সংখ্যা ARROW-র বুলেটিন সেকশনের পাবলিকেশন পেজ-এ গিয়ে ARROW-এর ওয়েবসাইট (www.arrow.org.my) থেকে ডাউনলোড করা যাবে। ই-বুক গ্রাহকরা বিনামূল্যে এটা পেতে পারেন; এবং এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের জন্য মুদ্রিত কপিও বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। একটা ন্যূনতম গ্রাহক মূল্য নেওয়া হবে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর জন্য। প্রকাশনার বিনিময়ে প্রকাশনা প্রাপ্তি সম্ভব। গ্রাহক হওয়ার জন্য প্রয়োজনে লিখুন afc@arrow.org.my এই ঠিকানায়। এএফসি বিশ্ব পরিমণ্ডলে EBSCO এবং Gale CENGAGE-এর মাধ্যমেও বিতরণ করা হয়।

David and Lucile Packard Foundation-এর আর্থিক সহযোগিতায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকাশনায় প্রকাশিত মতামতগুলো এতে যাঁরা লিখেছেন তাঁদেরই এবং এগুলো অবশ্যই Packard Foundation এবং তার পরিচালকমণ্ডলির মতামত নয়।

এছাড়া

Sida

ও Ford Foundation-এর মূল অর্থ সহযোগিতা ARROW-র উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্ভব করছে।

মতামত এবং লেখা প্রদানের জন্য স্বাগতম। এজন্য নিচের ঠিকানা ব্যবহার করুন :

Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)

No. 1 & 2 Jalan Scott, Brickfields
50470 Kuala Lumpur, Malaysia
Email: afc@arrow.org.my
Tel.: +603 2273 9913 /Fax: +603 2273 9916
Website: www.arrow.org.my
Facebook: The Asian-Pacific Resourceand Research Centre for Women (ARROW)
Follow us on Twitter: @ARROW_Women

অংশীদার

Bangladesh Nari Progati Sangha (BNPS)

13/14, Babor Road, (1st Floor), Block-B
Mohammadpur Housing Estate
Dhaka 1207, Bangladesh
Tel: (88-02) 8130083, 8124899; Fax: (88-02) 9104693
E-mail: bnps@bangla.net; Website: www.bnps.org
Blog: http://bnpsbd.blogspot.com
Facebook Profile: Nari Progati Sangha